পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 19 Thursday, 19 December, 2024 ✱ ৩০ বর্ষ, ১৯ সংখ্যা ✱ ৩ পৌষ ১৪৩১, বৃহস্পতিবার, ১৯ ডিসেম্বর, ২০২৪ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য– ৩ টাকা

বাংলাই এখন শিল্পের জন্য আদর্শ জায়গা

ইনফোসিসের উদ্বোধন করে বললেন মুখ্যমন্ত্রী

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ ডিসেম্বরঃ পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী বুধবার নিউটাউনের হাতিশালায় ইনফোসিসের নতুন ক্যাম্পাসের উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''শুধু ইনফোসিসের জন্য নয়, বাংলার জন্যও আজকের দিনটি ঐতিহাসিক। এর ফলে কয়েক হাজার ছেলেমেয়ের কর্ম সংস্থান তৈরি হবে।'' ইনফোসিস সূত্রের খবর, নতুন ক্যাম্পাসে ৪ হাজার মানুষের কর্মসংস্থান হবে। আপাতত ১৭ একর জমির ওপর গড়ে উঠেছে এই ক্যাম্পাস। রাজ্যে নতুন শিল্প বিনিয়োগের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন তথ্য প্রযুক্তি সংস্থাটির এই প্রকল্প নিঃসন্দেহে একটা বড় পরিবর্তন নিয়ে আসবে বলেই মনে করা হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''বাংলায় এখন শিল্পের জন্য আদর্শ জায়গা। একাধিক সংস্থা বাংলায় শিল্প গড়েছে আগামী দিনেও তৈরির জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। এর মধ্যে একাধিক তথ্য প্রযুক্তি সংস্থা রয়েছে। আমরা ইউএসএ-র স্টাইলে এখানে দু'হাজার একর জমির ওপর সিলিকন ভ্যালি তৈরি করেছি। যেখানে ২৭ হাজার কোটি টাকার লগ্নি হয়েছে। ২৫ হাজার আইটি জব তৈরি হয়েছে। ২৮টি কোম্পানি ইতিমধ্যে সেখানে কাজ শুরু করেছে। আরও ৪০টি কোম্পানি কাজ শুরু করেছে। এছাড়াও ১১টি কোম্পানি কাজ তৈরির আগ্রহ প্রকাশ করেছে।'' রাজ্যে ২২টি আইটি পার্ক গড়ে তোলা হচ্ছে জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''যখন রাজ্যের ক্ষমতায় এসেছিলাম তখন কোনও সুযোগ ছিল না। কিন্তু এখন সেই সুযোগ তৈরি হয়েছে। এটা আমাদের জন্যও গর্বের।'' তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের জন্য অত্যাধুনিক ইন্টারনেটের ব্যবস্থাও করা হচ্ছে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, ''বাংলায় শিল্পের অনুকূল পরিকাঠামো রয়েছে। রয়েছে দক্ষ এবং অভিজ্ঞ কর্মীও। শিল্পের জন্য সরকার ল্যান্ড ব্যাঙ্ক তৈরি করেছে।'' অতীতে প্রতিদিন গড়ে ২৩ ঘণ্টা লোডশেডিং হত বলে অভিযোগ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''বাংলায় এখন আর লোডশেডিং হয় না। এটাও বাংলায় শিল্পের অনুকূল পরিবেশ তৈরির অন্যতম কারণ।'' মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, ''আগামী ১০০ বছর রাজ্যে বিদ্যুতে ঘাটতির কোনও সম্ভাবনা নেই।'' দেউচাঁ পাচামিতে কয়লাখনির প্রসঙ্গও টেনে আনেন তিনি। অতীতে ধর্মঘটের কারণে ৩৬৫ দিনের মধ্যে অন্তত ৩০০ দিন নষ্ট হত। কিন্তু শেষ ১৩ বছরে ১ দিনও কর্মদিবসও নষ্ট হয়নি। এর কৃতিত্ব জনগণের। রাজ্যে এই মুহূর্তে ২ হাজার ২০০টি তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থা কাজ করছে। আগামী দিনে আরও একাধিক সংস্থা বাংলায় শিল্প তৈরির ইচ্ছে প্রকাশ করেছে। রাজ্যের জিডিপির গ্রোথও বৃদ্ধি পেয়েছে বলে দাবি করেন মুখ্যমন্ত্রী। ইনফোসিসের ভূয়সী প্রশংসা করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ''ওরা বাংলার জন্য নতুন ইতিহাস তৈরি করল। ওদের দেখে অন্যরাও বাংলায় আসার জন্য উৎসাহ পাবে।'' শিল্প সংস্থার উদ্দেশে মুখ্যমন্ত্রীর বার্তা, ''ফেব্রুয়ারিতে বিশ্ব বাণিজ্য সম্মেলন রয়েছে। সব দেশের শিল্পপতি ও প্রতিনিধিদের বলব, আসুন দেখে যান, বাংলার শিল্পের পরিবেশ।''

নির্দেশের তোয়াক্কা না করেই ট্রামের ট্র্যাক কেন তোল হল? ক্ষুব্ধ বিচারপতি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ ডিসেম্বরঃ কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ অগ্রাহ্য করে কী করে বেশ কিছু রুটের ট্রামের ট্র্যাক তুলে ফেলা হল এবং সেই জায়গায় পিচ দিয়ে বুজিয়ে দেওয়া হলো তা নিয়ে ব্যাপক ক্ষুব্ধ হাইকোর্ট। শুধু তাই নয় মামলাকারীদের তরফে অভিযোগ করা হয়, পরামর্শদাতা কমিটিও বৈঠকে বসেনি। যা শুনে ক্ষুব্ধ প্রধান বিচারপতি টি এস শিবজ্ঞানম। বস্তুত, শহরের রাস্তায় ট্রাম থাকবে কি না তা খতিয়ে দেখতে গত বছর ৭ আগস্ট হাইকোর্ট পরামর্শদাতা কমিটি

গড়ে দিয়েছিল। তবে এ বছরের ৪ জানুয়ারির পর আর সেই কমিটি কোনও বৈঠক করেনি। যা শুনেই বিস্মিত হন প্রধান বিচারপতি। আদালতের নির্দেশ, হাইকোর্ট বা পরামর্শদাতা কমিটির অনুমতি না নিয়ে কী করে ট্র্যাক তুলে ফেলা হল বা সেই জায়গা বুজিয়ে দেওয়া হল, সেই ব্যাপারে সন্তোষজনক লিখিত জবাব দিতে হবে রাজ্যকে। আবার একইসঙ্গে বন্ধ রুটগুলির চালু করার ব্যাপারে কতদূর এগিয়েছে, তাও জানাতে হবে রাজ্যকে। আদালতের লিখিত বক্তব্য, যদি রাজ্যের ওই রিপোর্টে আদালত সন্তুষ্ট না হয়, তাহলে কঠোর নির্দেশ দিতে বাধ্য হবে ডিভিশন বেঞ্চ। এরপরেই আদালত পরামর্শদাতা কমিটি একবছর বৈঠকে না বসায় বিস্মিয় প্রকাশ করে। কেন এতদিন এই বৈঠক করা হয়নি তার লিখিত জবাব তলব করা হয়। আদালতের আরও নির্দেশ, আগামী বছর ১৪ জানুয়ারি পরবর্তী শুনানিতে এই ব্যাপারে যাবতীয় রিপোর্ট দিতে হবে সব পক্ষকে। তার আগে ওই কমিটিকে বৈঠকে বসতে হবে। আদালতের বক্তব্য, ওই কমিটির বৈঠক করে ট্রাম নিয়ে তারা এতদিন কী পরামর্শ দিয়েছে বা কী পরিকল্পনা করেছে, সেই ব্যাপারে জানাতে হবে আদালতকে।

আদানি-মোদির বন্ধুত্ব পুঁজিবাদ দেশের অর্থনীতিকে ধ্বংস করছে রাহুল গান্ধি

নয়াদিল্লি, ১৮ ডিসেম্বরঃ ফের আদানি-আম্বানি ইস্যুতে সরব রাহুল গান্ধি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকার স্বচ্ছতা বজায় রাখার জায়গায় স্বজনপোষণের পুঁজিবাদকে প্রাধান্য দিচ্ছে বলে অভিযোগ তোলেন বিরোধী দলনেতা। কংগ্রেস নেতার আরও দাবি, এর ফলে দেশের উপাদন শিল্প ক্ষেত্র মার খাচ্ছে। মুদ্রার অবমূল্যায়ন, রেকর্ড মাত্রায় বাণিজ্য ঘাটতি, বিশাল সুদের হার, বিক্রির পরিমাণ কমা ও আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধি দেশের অর্থনীতিকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। একটি সংবাদমাধ্যমের খবরকে উল্লেখ করে কংগ্রেসের লোকসভার সদস্য সরকারকে তোপ দাগেন। ওই খবরে দেশের বাণিজ্য ঘাটতি ও আমদানি ঘাটতি সর্বকালের

শিখরে পৌঁছেছে। এক এক্সবার্তায় রাহুল এই দৃষ্টান্ত টেনে বলেন, 'স্বচ্ছভাবে বাণিজ্যনীতি রূপায়ণের জায়গায় যদি সরকার পেয়ারের লোকজনদের হাতে দেশের অর্থনীতিকে তুলে দেয় তাহলে কী হবে? এর ফলে উৎপাদন থেকে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি সবেতেই প্রভাব পড়বে।' শুধু বুধবারেই নয়, কয়েক বছর ধরে মোদি সরকারের বিরুদ্ধে আম্বানি-আদানিদের উপর উদারহস্ত হওয়ার বিরোধিতা করে চলেছেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি। সুবিধাভোগীদের পুঁজিবাদকে প্রশ্রয় দেওয়ার সমালোচনা বারবার শোনা গিয়েছে তাঁর মুখে। দেশের বিমানবন্দর, বন্দরগুলির আদানিদের হাতে তুলে দেওয়ার দৃষ্টান্ত তুলে মোদিকে তোপ দাগেন রাহুল। আদানি ইস্যুতে সংসদে শীত অধিবেশনেই আলোচনার দাবিতে প্রায় রোজই সভা অচল করে দিচ্ছে কংগ্রেস। বর্তমানে বিরোধী এমপিরা অভিনব পদ্ধতিতে বিরোধিতার রাস্তা নিয়েছেন, যাতে ঘন নীল রঙের একটি ঝোলা কাঁধে তাঁরা আসছেন। যে ব্যাগের একদিকে গৌতম আদানি-নরেন্দ্র মোদিকে ব্যঙ্গ করে লেখা রয়েছে মোদি-আদানি ভাই ভাই। এর আগে একদিন রাহুল, প্রিয়ঙ্কা গান্ধি বঢরা সহ কংগ্রেস এমপিরা পিঠে একই কথা লিখে কালো জ্যাকেট পরে এসেছিলেন সংসদে।

আদানি ইস্যুতে রাজভবনে ধুন্ধুমার, গ্রেফতার প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ ডিসেম্বরঃ আইন অমান্যের অভিযোগে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকারকে গ্রেফতার করল পুলিশ। গ্রেফতার করা হয়েছে কংগ্রেসের আরও কয়েকজন নেতাকে। আদানি ইস্যুতে এদিন রাজভবন ঘেরাও কর্মসূচি নিয়েছিল কংগ্রেস। ওই অভিযানকে ঘিরে বুধবার দুপুরে ধুন্ধুমার কাণ্ড বেঁধে যায় রাজভবনের সামনে। পুলিশের সঙ্গে কংগ্রেস কর্মীদের রীতিমতো ধস্তাধস্তি শুরু হয়। এরপরই প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি-সহ কংগ্রেসের একাধিক নেতা, কর্মীকে গ্রেফতার করে পুলিশ। আদানির বিরোধিতা এবং মণিপুরে হিংসা বন্ধ না হওয়ায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বিরুদ্ধে এদিন পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ যুব কংগ্রেসের তরফে রাজভবন ঘেরাও কর্মসূচির ডাক দেওয়া হয়েছিল। পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী, এদিন কলকাতা ও জেলা থেকে কংগ্রেস কর্মীরা রাজভবনের সামনে জড়ো হন। অন্যদিকে অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে আগে থেকেই প্রচুর সংখ্যক পুলিশ কর্মী মোতায়েন করা হয়েছিল। অভিযোগ, কংগ্রেসের কর্মীরা পুলিশের ব্যারিকেড ভেঙে জোর করে রাজভবনে ঢোকার চেষ্টা করেন। তখনই তাঁদের গ্রেফতার করা হয়। যদিও প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকারের অভিযোগ, শান্তিপূর্ণ ভাবে কর্মসূচি পালন করা হচ্ছিল। পুলিশ পরিকল্পিতভাবে সেই কর্মসূচিতে হামলা চালাল।

'ওদের মুখোশ খুলে গিয়েছে', আম্বেদকর মন্তব্যে শাহকে তীব্র আক্রমণ মমতার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ ডিসেম্বরঃ আম্বেদকরের নাম নিয়ে অমিত শাহের মন্তব্য বিতর্ক। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর বিরুদ্ধে স্বাধিকার ভঙ্গের নোটিশ এনে ফেলেছে তৃণমূল কংগ্রেস। রাজ্যসভা থেকেও ওয়াক আউট করে বাংলার শাসকদলের সাংসদেরা। শাহের মন্তব্যের প্রতিবাদে সরব হয়েছে কংগ্রেসও। সংসদ চত্বরেই আম্বেদকরের ছবি নিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন বিরোধী শিবিরের সাংসদেরা। 'জয় ভীম' স্লোগানও শোনা যায়। ওঠে শাহের ধর্মান্ধতার চাষ তাঁদের কাছে এর থেকে বেশি আর কী আশা করা যায়? আম্বেদকর সংবিধানের জনক। শাহের আপত্তিকর মন্তব্যটি কেবল তাঁর উপরই নয় বরং সংবিধানের খসড়া কমিটির সকল সদস্যের উপর একটি আক্রমণের সামিল।' কিন্তু, বিতর্কের সূত্রপাত ঠিক কোথায়? প্রসঙ্গত, মঙ্গলবার রাজ্যসভায় সংবিধান বিতর্ক চলাকালীন লাগাতার হাত শিবিরের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানাতে দেখা যায় অমিত শাহকে। তখনই আম্বেদকর প্রসঙ্গ

পদত্যাগের দাবিও। সুর চড়িয়েছে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন। মমমতার দাবি, 'যা হয়েছে তাতে আসলে ওদের মুখোশ খুলে গিয়েছে। আসলে এই মন্তব্য বিজেপির দলিত-বিরোধী ভাবমূর্তিরই প্রতিফলন।' এখানেই না থেমে মমতা আরও লেখেন, 'লক্ষ লক্ষ মানুষ আম্বেদকররে আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত। অমিত শাহের এই মন্তব্য তাঁদের সকলের জন্য অপমানজনক। কিন্তু, যে দলের ভিতরে ঘৃণা, নিয়ে বলে বসেন, ''এখন এক ফ্যাশন হয়েছে। আম্বেদকর, আম্বেদকর, আম্বেদকর, আম্বেদকর। এত বার যদি ভগবানের নাম নিতো তাহলে সাত জন্ম স্বর্গবাস হত।'' তাঁর এ মন্তব্যের পরেই ক্ষোভে ফেটে পড়ে কংগ্রেস। চাপানউতোর শুরু হয়ে যায় দিল্লি রাজনীতির পাড়াতেও। কংগ্রেস-সহ বিরোধী শিবিরের ক্ষোভের মুখে পাল্টা মুখ খুলতে শুরু করেন পদ্ম শিবিরের তাবড় তাবড় নেতারাও। এবার মুখ খুলতে দেখা গেল মমতাকে।

নিয়োগ মামলার চার্জ গঠন হল না, ইডির ভুমিকায় ক্ষুব্ধ কোর্ট, পার্থর জামিনের কাঁটা জামাই

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ ডিসেম্বরঃ কথা ছিল, বুধবার নিয়োগ দুর্নীতি মামলার চার্জ গঠন হবে। কিন্তু তা না হওয়ায় এদিন ইডির ভূমিকায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করল আদালত। আদালতের কথায়, 'ইডি ইডি নিজেদের দায়িত্ব পালন করছে না'। ক্ষুব্ধ বিচারককে এও বলতে শোনা যায়, ''হস্টেলের ছাত্রের মতো পরীক্ষার ১০ মিনিট আগেই ঘুম থেকে উঠে জামা, পেন নিয়ে পরীক্ষা কেন্দ্রে দৌড়লে হবে না!'' একই সঙ্গে আদালত এও জানিয়েছে, পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের জামাই আদালতে উপস্থিত না হলে জেলেই থাকতে হবে রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রীকে। ইডির বিশেষ আদালতে চলেছে নিয়োগ মামলার শুনানি। এদিন চার্জ গঠনের কথা ছিল। নিয়োগ মামলায় ইতিমধ্যে জামিনে মুক্তি পেয়েছেন একাধিক অভিযুক্ত। এদিন আদালতে তাঁদের অনেকেই উপস্থিত না হওয়ায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন বিচারক। বস্তুত, জামিনে মুক্তদের সময়ে নোটিস না দেওয়া নিয়ে এদিন ইডির ভূমিকারও তীব্র সমালোচনা করেন বিচারক। আদালতে তিনি বলেন,

''ইডির পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত প্রত্যেককে মামলার কপি দিতে পারেনি। অনেকেই মামলায় জামিন পেয়ে গিয়েছে। সকলের উপস্থিতি ছাড়া বিচার প্রক্রিয়া শুরু করা সম্ভব নয়।'' এরপরই মামলার চার্জ গঠনের প্রক্রিয়া এদিন স্থগিত করে দেন বিচারক। আদালত সূত্রের খবর, আগামী ২০ ডিসেম্বর দুপুর ২ টোয় পরবর্তী দিন ধার্য করেছেন বিচারক শুভেন্দু সাহা। ওই দিনই মামলার চার্জ গঠন হতে পারে। এদিন ভার্চুয়াল শুনানিতে উপস্থিত ছিলেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়, শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়, অয়ন শীলরা। মামলায় মোট অভিযুক্ত রয়েছেন ৫৪ জন। সম্প্রতি নিয়োগ দুর্নীতি কাণ্ডে ইডির মামলায় আদালত থেকে জামিন পেয়েছেন রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। নিয়োগ মামলায় নাম জড়িয়েছে প্রাক্তন মন্ত্রীর জামাইয়েরও। আদালত সূত্রের খবর, তিনি বিদেশে রয়েছেন। ফলে তিনি আদালতে উপস্থিত না হলে রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রীকে জেলেই থাকতে হবে বলে এদিন স্পষ্ট করেছেন বিচারক।

'কংগ্রেস ও তার পচা বাস্তুতন্ত্র', আম্বেদকরকে নিয়ে এবার রাহুলদের জবাব মোদির

নয়াদিল্লি, ১৮ ডিসেম্বরঃ বাবাসাহেব আম্বেদকরকে নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর মন্তব্যের বিরোধিতা করে সরব হয়েছে কংগ্রেস। বুধবার সংসদের দুই কক্ষেই হট্টগোল শুরু করেন কংগ্রেস সাংসদরা। এবার এই নিয়ে কংগ্রেসকে পাল্টা নিশানা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এক্স হ্যান্ডলে তিনি লেখেন, 'দেশবাসী বারবার দেখেছে কংগ্রেস কীভাবে বাবাসাহেব আম্বেদকরের পরম্পরাকে নিশ্চিহ্ন করার চেষ্টা করেছে।' এদিন এক্স হ্যান্ডলে প্রধানমন্ত্রী লেখেন, 'কংগ্রেস এবং তার পচা বাস্তুতন্ত্র যদি মনে করে যে তাদের দূষিত মিথ্যা এত বছরের অপকর্মকে লুকিয়ে রাখতে পারবে, বিশেষ করে বাবাসাহেব আম্বেদকরকে অমর্যাদা করার ক্ষেত্রে, তাহলে তারা বড় ভুল করছে।' কংগ্রেসকে আক্রমণ করে তিনি আরও লেখেন, 'দেশবাসী বারবার দেখেছে, কীভাবে একটি পরিবারের নিয়ন্ত্রিত একটা দল প্রধানমন্ত্রী মোদি। বাবাসাহেব আম্বেদকরের পরম্পরা ধরে রাখতে এনডিএ সরকার কী পদক্ষেপ করেছে, তাও তুলে ধরে আরও দুটি টুইট করেন প্রধানমন্ত্রী। সেখানে তিনি লেখেন, 'আমরা এখন যা হয়েছি, তা বাবাসাহেব আম্বেদকরের জন্য। বাবাসাহেব আম্বেদকরের লক্ষ্য পূরণে গত এক দশক ধরে আমাদের সরকার অক্লান্ত পরিশ্রম করছে।' আর একটি টুইটে মোদি লেখেন, 'পাঁচতীর্থের উন্নয়নে কাজ করছে সরকার। বাবাসাহেব আম্বেদকরের সঙ্গে সম্পর্কিত এই পাঁচটি স্থান। চৈত্য ভূমির জমি নিয়েও দীর্ঘদিন সমস্যা ছিল। তার সমাধান করা হয়েছে। দিল্লির ২৬ আলিপুর রোডে যেখানে তিনি শেষজীবন কাটিয়েছিলেন, সেই বাড়িটি সংস্কার করা হয়েছে। লন্ডনে যে বাড়িতে থাকতেন, তাও কেন্দ্রীয় সরকার নিজেদের দখলে নিয়েছে।' সংসদে সংবিধান বিতর্কেও এর আগে গান্ধি পরিবারকে তীব্র আক্রমণ করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী। বলেছিলেন, নিজের স্বার্থে

সংসদে হট্টগোলের মধ্যেই রাহুল-খাড়গের সঙ্গে সাক্ষাৎ মোদি-শাহর।

বাবাসাহেব আম্বেদকরের পরম্পরাকে নিশ্চিহ্ন করার নোংরা কৌশলকে উৎসাহিত করেছে। তফসিলি জাতি ও উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষকে অপমান করে।' মঙ্গলবার রাজ্যসভায় সংবিধান বিতর্কে কংগ্রেসকে আক্রমণ করে অমিত শাহ বলেছিলেন, ''এখন এক ফ্যাশন হয়েছে-আম্বেদকর, আম্বেদকর, আম্বেদকর, আম্বেদকর। এতবার যদি ভগবানের নাম নিত, তাহলে স্বর্গে জায়গা পেত।'' এরপরই তিনি আম্বেদকরের প্রতি কংগ্রেসের প্রকৃত অনুভূতির কথা জানিয়ে বলেন, ''জওহরলাল নেহরুর সঙ্গে মতপার্থক্যের জেরে মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেছিলেন বাবাসাহেব আম্বেদকর।'' অমিত শাহর এই মন্তব্য নিয়ে কংগ্রেস সরব হতেই পাল্টা আক্রমণ করলেন দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু সংবিধান পরিবর্তন করেছিলেন। তাঁর কথায়, ''যখন ১৯৪৭ সালের পর প্রথম নির্বাচনের আগে নির্বাচিত সরকার ছিল না, তখন সংবিধান সংশোধন করে দিয়েছিলেন। স্বাধীনতার উপর হাতুড়ি মেরে সংবিধান নির্মাতাদের অপমান করেছিলেন। সংবিধান সভায় যা যা করতে পারেনি, তা পিছনের দরজা দিয়ে করেছেন।'' কংগ্রেসের একটি পরিবার সংবিধানকে আঘাত করতে কোনও কসুর ছাড়েনি বলেও গান্ধি পরিবারকে তিনি আক্রমণ করেছিলেন। প্রধানমন্ত্রীর পাশাপাশি সংবিধান বিতর্কে কংগ্রেসকে আক্রমণ করেছিলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। তিনি বলেছিলেন, ''সংবিধান তৈরিতে অনেকের ভূমিকা মুছে ফেলার চেষ্টা হয়েছে।''

এক দেশ, এক নির্বাচন বিল পেশের দিনও কেন কামাই? বিজেপির আতশ কাচে ২০ সাংসদ

নয়াদিল্লি, ১৮ ডিসেম্বরঃ লোকসভায় পেশ হয়েছে এক দেশ, এক নির্বাচন বিল। পরের ধাপ, জেপিসি। এক দেশ, এক নির্বাচন বিল নিয়ে আলোচনার জন্য যুগ্ম সংসদীয় কমিটিতে পাঠানো হয়েছে। এদিকে, মঙ্গলবারের অধিবেশনে অনুপস্থিত থাকার জন্য ২০ সাংসদকে নোটিস পাঠাতে চলেছে বিজেপি। এমনটাই র মোট সাংসদ রয়েছে ২৯৩ জন। সেখানেই বিলের সপক্ষে ২৬৯টি ভোট পড়তেই আতশ কাচের নীচে সাংসদরা। কেন কম ভোট পড়ল, তা নিয়েই চলছে তথ্য তালাশ। জানা গিয়েছে, গতকাল ২৪ জন এনডিএ সাংসদ অনুপস্থিত ছিলেন। এদের মধ্যে বিজেপি সাংসদই ২০ জন। গুরুত্বপূর্ণ বিল, উপস্থিত থাকতে

সূত্রের খবর। লোকসভায় এক দেশ, এক নির্বাচন বিল পেশের আগেই তুমুল হট্টগোল হয়। বিরোধীরা কোনওভাবেই বিল পেশ করতে দিতে চাইছিল না। শেষ পর্যন্ত ভোটাভুটি হয়। বিলের সপক্ষে ভোট পড়ে ২৬৯। বিপক্ষে ১৮৯। এই নিয়ে বিরোধী সাংসদরা খোঁচা দিতেও ছাড়েনি। বিজেপি সাংসদরা, যারা গতকাল অধিবেশনে অনুপস্থিত ছিলেন, তাদের এবার শোকজ নোটিস পাঠাতে চলেছে দল। লোকসভায় শাসক জোট, এনডিএ- বলা হয়েছিল সকল বিজেপি সাংসদকে। হুইপও জারি করা হয়েছিল। তারপরও কেন সাংসদরা কামাই করলেন, তা নিয়েই এবার দলের তরফে নোটিস পাঠানো হচ্ছে বলে সূত্রের খবর। জানা গিয়েছে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নিতিন গড়করী থেকে জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া, গিরিরাজ সিং, অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় সহ ২০ জন। তাদের সকলকে নোটিস পাঠানো হচ্ছে। সাংসদরা নিজেদের অনুপস্থিতির কারণ জানিয়েছিলেন কি না, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

গঙ্গাসাগর মেলার নিরাপত্তায় সাহায্য করবে ইসরো! বাংলাদেশ আবহে আরও কড়া মমতা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ১৮ ডিসেম্বরঃ আর কয়েকদিন। নতুন বছরের জানুয়ারির আট তারিখ থেকে শুরু গঙ্গাসাগর মেলা। কাতারে-কাতারে পুণ্যার্থীর সমাগম হয় সেখানে। এ দিকে, বাংলাদেশের অশান্ত পরিস্থিতির প্রভাব পড়েছে এ রাজ্যেও। তাই কোনও রকম অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে আরও তপর রাজ্য সরকার। গঙ্গাসাগর মেলায় এবার নিরাপত্তা ইসরোর প্রযুক্তি। ইসরোর সাহায্যে স্যাটেলাইট ও জিপিএস ট্র্যাকিং-এর ব্যবস্থা। শুধু তাই নয় আইবি-কেও সতর্ক থাকার নির্দেশ। উল্লেখ্য, বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর অত্যাচারের পর থেকে কখনও সেদেশে কট্টরপন্থী নেতা,কখনও বা প্রাক্তন সেনাপ্রধান কখনও আবার বিএনপি নেতারা বিতর্কিত মন্তব্য করেছেন। কেউ বলছেন কলকাতা দখলের কথা, কারও মুখে আবার উঠে এল ভারত দখলের প্রসঙ্গে। এই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে গঙ্গাসাগর মেলা নিয়ে আরও তৎপর এ রাজ্যের প্রশাসন। গঙ্গাসাগরের জন্য বাস, ভেসেল, লঞ্চে জিপিএস ট্র্যাকিং-এর ব্যবস্থা করা হয়েছে। ভেসেলে স্যাটেলাইট ট্র্যাকিংয়ের ব্যবস্থাও থাকবে ইসরোর সাহায্যে। যাতে ইন্টারনেটের

গন্ডগোল বা জিপিএস ট্র্যাকিংয়ের সমস্যা হলেও যাতে কোনও ভাবে কাজে অসুবিধা না হয় সেই কারণে ইসরোর সাহায্য নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও নজরদারি বাড়াতে নৌসেনাকে রাজ্যের ড্রোন ব্যবহারের পরমর্শ দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''গঙ্গাসাগরে আমাদের যে মেগা কন্ট্রোল রুম থাকবে আমাদের ব্যবহার করতে হবে।'' এ দিকে, গতকাল মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পর এবারের মেলায় সব মিলিয়ে প্রায় পনেরো হাজার পুলিশ কর্মী মোতায়েনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সুন্দরবন জেলা পুলিশ। বিশেষ করে মেলায় আগত মহিলাদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে উইনার্স টিমকে বিশেষভাবে ব্যবহার করা হবে। থাকছে কুইক রেসপন্স টিম। ট্রাফিক ম্যানেজমেন্টের জন্য আলাদা দল থাকবে। থাকবে বোম ডিসপোসাল স্কোয়্যাড। নদীপথেও স্পিডবোট এবং লঞ্চ দিয়ে নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা হবে। থাকছে সিসিটিভি ক্যামেরা ও ড্রোন। সাদা পোশাকের পুলিশও মোতায়েন থাকবে। এছাড়াও উপকূল রক্ষী বাহিনী এবং বিএসএফকে সতর্ক করা হয়েছে রাজ্য প্রশাসনের পক্ষ থেকে। মেলা চলাকালীন উপকূল রক্ষী বাহিনীর পক্ষ থেকে জলপথে ছোট জাহাজ, হোভারক্রাফ্‌টে করে নজরদারি চালানো হবে। এছাড়াও মেলা চলাকালীন গঙ্গাসাগরের উপর হেলিকপ্টার, এয়ারক্রাফ্‌ট এবং ড্রোনের মাধ্যমে উপকূল রক্ষী বাহিনী নজরদারি চালানোর কথা রয়েছে। এ বারের সাগর মেলায় আসা পুণ্যার্থীদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। মেলায় আসা ভিন রাজ্যের তীর্থযাত্রীদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে আগামী ১০ জানুয়ারি থেকে ১৫ই জানুয়ারি মৎস্যজীবীদের মাছ ধরতে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে প্রশাসন। মেলা প্রাঙ্গণে মোতায়েন রাখা হচ্ছে এনডিআরএফ, এসডিআরএফ এবং সিভিল ডিফেন্সের দলও।

আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবসে প্রবাসী ভারতীয়দের শুভেচ্ছা মোহন যাদবের

ভোপাল, ১৮ ডিসেম্বর ঃ প্রতি বছর ১৮ ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস পালিত হয়। সেই উপলক্ষে মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব প্রবাসী ভারতীয়দের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।বুধবার মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব বলেছেন, আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবসে সকল প্রবাসী ভারতীয় ভাই ও বোনদের আন্তরিক অভিনন্দন। বসুধৈব কুটুম্বকম বাণীকে আত্মস্থ করে বিভিন্ন দেশের সমৃদ্ধিতে অবদান রেখেছেন প্রবাসী ভারতীযরা। প্রবাসী ভারতীয় .ভাই-বোনেরা সাফল্যের নতুন উচ্চতা স্পর্শ করতে থাকুন, এই শুভেচ্ছা জানাই।

অটো চালকদের জন্য সুবিচারের চেয়ে রাস্তায় বিআরএস, তোপ রেভন্থ সরকারকে

হায়দরাবাদ, ১৮ ডিসেম্বর ঃ অটো চালকদের জন্য সুবিচার চেয়ে এবার রাস্তায় নামল ভারত রাষ্ট্র সমিতি (বিআরএস)। অটো চালকদের সুবিচারের দাবিতে, অটো চালকদের পোশাক পরেই বিআরএস-এর কার্যকরী সভাপতি কে টি রামা রাও-এর নেতৃত্বে বিআরএস বিধাযকরা বুধবার সকালে হায়দরাবাদের রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। তেলেঙ্গানার রেভন্থ রেড্ডি সরকারের বিরুদ্ধে স্লোগান দেন তাঁরা।কে টি রামা রাও অটোও চালান। তিনি বলেন, আমাদের দাবি হল, সরকার যেন নিজস্ব কথা রাখে, অটোরিক্সা চালকদের জন্য যেন একটি কল্যাণ বোর্ড গঠন করে, প্রতি মাসে ১২ হাজার টাকা এবং বীমা প্রদান করে। নির্বাচনী ইস্তেহারে যে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, ত যেন অবিলম্বে পূরণ করা হয়।

ফের দূষণের কবলে রাজধানী দিল্লি, একিউআই পৌঁছল ৪৪২-এ

নয়াদিল্লি, ১৮ ডিসেম্বর ঃ কনকনে ঠান্ডার মধ্যেই, ফের বায়ুদূষণের কবলে রাজধানী দিল্লি। নতুন করে দূষণ বা।তে থাকায় চিন্তা শুরু হয়েছে দিল্লিবাসীর। বুধবার সকালে দিল্লিতে এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্স (একিউআই) বেড়ে ৪৪২-এ পৌঁছেছে, যা খুবই অস্বস্তিদায়ক। বুধবার সালে কনকনে ঠান্ডায় অনুভূত হয়েছে রাজধানী দিল্লিতে, তাপমাত্রার পারদ নেমে যায় ৫ ডিগ্রিতে।এছাড়াও সকালের দিকে হালকা কুয়াশার আস্তরণে আচ্ছন্ন ছিল দিল্লির বিভিন্ন এলাকা। ফলে দৃশ্যমানতাও কমে যায়। দূষণ বা।তে থাকায় আবারও শ্বাসকষ্টের সমস্যার কথা জানিয়েছেন অনেকেই। ঠান্ডা ও কুয়াশার মধ্যেই এদিন ভোরে আবার দিল্লির কর্তব্যপথে প্রজাতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজের প্রস্তুতি নেন বায়ুসেনা জওয়ানরা।

এই বিল পাস হতে দেব না এক দেশ, এক নির্বাচন প্রসঙ্গে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়

নয়াদিল্লি, ১৮ ডিসেম্বর ঃএক দেশ, এক নির্বাচন ধারণার সমালোচনা করলেন তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সংসদ ভবন চত্বরে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে অভিষেক বলেছেন, যতক্ষন বিরোধীরা রয়েছে, এই বিল পাস করতে দেওয়া হবে না। অভিষেক বলেছেন, ২০২৪ সালে পশ্চিমবঙ্গে ৭ দফায় এবং ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে ৮ দফায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। আপনারা ৭-৮ দফায় নির্বাচন পরিচালনা করছেন। কিভাবে একসঙ্গে ১৪০ কোটি মানুষের নির্বাচন সম্ভব? এটা জনগণের অধিকার হরণ করা।অভিষেক আরও বলেছেন, ৫ বছরে জনগণকে ৩-৪ বার ভোট দেওয়ার অধিকার বিজেপি, কংগ্রেস অথবা তৃণমূল দেয়নি। এই অধিকার দেশের ১৪০ কোটি মানুষকে দিয়েছে সংবিধান। তাই এটা সংবিধান

অমিত শাহকে তাঁর পদ থেকে ইস্তফা দিতে হবে, দাবি খাড়গের

নয়াদিল্লি, ১৮ ডিসেম্বর ঃ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে তাঁর পদ থেকে ইস্তফা দাবি জানালেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। বুধবার সংসদ ভবন চত্বরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে খাড়গে বলেছেন, তিনি বাবা সাহেব আম্বেদকর এবং সংবিধানকে অপমান করেছেন। মনুস্মৃতি এবং আরএসএস-এর প্রতি তাঁর আদর্শ স্পষ্ট করে যে, তিনি বাবা সাহেব আম্বেদকরের সংবিধানকে সম্মান করতে চান না।উল্লেখ্য, বিরোধীদের নিশানায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। কংগ্রেস-সহ বিরোধী দলের সাংসদরা অভিযোগ করেছেন, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ মঙ্গলবার রাজ্যসভায় বক্তৃতার সময় ভারতীয় সংবিধানের প্রণেতা ডঃ বি আর আম্বেদকরকে অপমান করেছেন। এই অভিযোগকে হাতিয়ার করে বুধবার সকালে সংসদ চত্বরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন বিরোধী সাংসদরা। হাতে আম্বেদকরের ছবি নিয়ে অমিত শাহের বিরুদ্ধে স্লোগান দেন তাঁরা। খাড়গে এদিন আরও বলেছেন, আমরা অমিত শাহের বক্তব্যের নিন্দা করছি এবং তাঁর পদত্যাগ দাবি করছি। দেশের মানুষের কাছে তাঁর ক্ষমা চাওয়া উচিত, তাঁর পদত্যাগ করা উচিত।খাড়গে আরও বলেছেন অমিত শাহ যখন ডঃ বি আর আম্বেদকরের কথা বলছিলেন, তিনি বলেছিলেন 'আপনারা আম্বেদকরের নাম ১০০ বার জপ করতে থাকুন, যদি এতবার ঈশ্বরের নাম নিতেন, আপনারা ৭ বার স্বর্গে যেতেন'। এর মানে বাবা সাহেব আম্বেদকরের নাম নেওয়া অপরাধ এবং তাঁর উদ্দেশ্য ছিল বাবা সাহেব আম্বেদকর প্রণীত সংবিধানের বিরোধিতা করা।

অমিত শাহ-কে নিশানা বিরোধীদের, সংসদ ভবন চত্বরে প্রতিবাদ বিক্ষোভ

নয়াদিল্লি, ১৮ ডিসেম্বর ঃ এবার বিরোধীদের নিশানায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। কংগ্রেস-সহ বিরোধী দলের সাংসদরা অভিযোগ করেছেন, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ মঙ্গলবার রাজ্যসভায় বক্তৃতার সময় ভারতীয় সংবিধানের প্রণেতা ডঃ বি আর আম্বেদকরকে অপমান করেছেন। এই অভিযোগকে হাতিয়ার করে বুধবার সকালে সংসদ চত্বরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন বিরোধী সাংসদরা। হাতে আম্বেদকরের ছবি নিয়ে অমিত শাহের বিরুদ্ধে স্লোগান দেন তাঁরা।প্রতিবাদ কর্মসূচিতে অংশ নেন রাহুল গান্ধী, মল্লিকার্জুন খাড়গে, প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বঢরা-সহ অনেকেই। অমিত শাহ ক্ষমা চান এই দাবিতে সরব হন বিরোধীরা। পরে সংসদের অধিবেশন শুরু হলেও বিরোধীদের হইহট্টগোলে চলতে থাকে, এর ফলে পন্ড হয় সংসদের কাজকর্ম। অমিত শাহ-কে আক্রমণ-সহ একাধিক ইস্যুতে বিরোধীদের হইচইয়ের কারণে দুপুর দু'টো পর্যন্ত মুলতুবি করে দেওয়া হয়েছে লোকসভা ও রাজ্যসভার অধিবেশন।

আদানি ও মণিপুর ইস্যুতে ত্রিপুরায়ও রাজভবন অভিযান করল প্রদেশ কংগ্রেস

আগরতলা, ১৮ ডিসেম্বর ঃ সর্ব ভারতীয় কংগ্রেস কমিটির নির্দেশে কেন্দ্রীয় সরকারের দুর্নীতির প্রতিবাদে বুধবার দেশের প্রতিটা রাজ্যের রাজ্যপালের নিকট কংগ্রেস দল গণডেপুটেশন প্রদান কর্মসূচি পালন করেছে। তারই পরিপ্রেক্ষিতে ত্রিপুরায়ও রাজভবন অভিযান করেছে প্রদেশ কংগ্রেস।বুধবার সর্ব ভারতীয় কংগ্রেস কমিটির নির্দেশে ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে রাজভবন অভিযান অনুষ্ঠিত হয়। এই অভিযানটি শুরু হয় আগরতলা প্রেস ক্লাবের সামনে থেকে। তারপর রাজধানীর বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে সার্কিট হাউজের সামনে এক সভায় মিলিত হয়। এদিনের অভিযানে উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশীষ কুমার সাহা সহ প্রদেশ কংগ্রেসের অন্যান্য নেতৃত্বরা।এদিন সাংবাদিকদের মুখুমুখি হয়ে আশীষ কুমার সাহা বলেন, আদানীর অর্থনৈতিক দুর্নীতি ও প্রতারণা এবং মনিপুর ইস্যু নিয়ে সংসদ উত্তাল হলেও প্রধানমন্ত্রী এই বিষয়ে নীরব। আদানির দুর্নীতি ও প্রতারণার বিষয়ের পাশাপাশি মণিপুরের অশান্ত অবস্থা নিয়ে প্রধানমন্ত্রী কোন মন্তব্য করছেন না। তাই সারা দেশের রাজ্যপালের কাছে গিয়ে মোদি- আদানির প্রতারণা ও মণিপুরে দাঙ্গা পরিস্থিতি নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর কোন বক্তব্য না থাকার বিষয়ে জনমত গঠনের উদ্যোগ নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশীষ কুমার সাহা।

কংগ্রেসের তিনটি প্রজন্ম আম্বেদকরজিকে ভারতরত্ন দেয়নিঃঅনুরাগ ঠাকুর

নয়াদিল্লি, ১৮ ডিসেম্বর ঃ কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন বিজেপি নেতা অনুরাগ সিং ঠাকুর। তীব্র আক্রমণ করে অনুরাগ ঠাকুর বলেছেন, কংগ্রেসের তিনটি প্রজন্ম আম্বেদকরজিকে ভারতরত্ন দেয়নি। বুধবার সংসদ ভবন চত্বরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অনুরাগ সিং ঠাকুর বলেছেন, এসসি, এসটি এবং ওবিসিদের এগিয়ে আনার ক্ষেত্রে আম্বেদকর জির আদর্শ কংগ্রেস সর্বদা বিরোধিতা করে আসছে। নেহরু জির চতুর্থ প্রজন্ম, যিনি নিজেই আম্বেদকর জিকে হারাতে এসেছিলেন, তাঁদের আম্বেদকরের ছবি রাখতে হয়েছে, কারণ অমিত শাহ কংগ্রেসের সত্য প্রকাশ করেছিলেন। কংগ্রেসের তিন প্রজন্মে আম্বেদকর জিকে ভারতরত্ন দেওয়া হয়নি। তাঁদের (কংগ্রেস) মুখোশ খুলে দেওয়া হয়েছে এবং তাঁদের এসসি, এসটি বিরোধী মতাদর্শ প্রকাশ পেয়েছে, যেমন আম্বেদকর জির প্রতি তাদের ঘৃণা প্রকাশ পেয়েছে।

এনএসও-র সমীক্ষা এবং সময়মতো যোগান দেওয়া তথ্য প্রামাণ্য নীতি নির্ধারণে সহায়ক, মত শহরের প্রথম সারির পরিসংখ্যানবিদদের

কলকাতা(পিআইবি),১৮ডিসেম্বরঃ কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান ও কর্মসূচি রূপায়ণ মন্ত্রকের অধীন জাতীয় পরিসংখ্যান অফিসের (এনএসও) কলকাতা আঞ্চলিক কার্যালয় কলকাতায় আর্থ সামাজিক সমীক্ষার ৮০তম রাউণ্ডের জন্য দুদিনের আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করেছে। আজ এর সূচনা হল। এই রাউণ্ডে যে বিষয়গুলি সমীক্ষার আওতায় আসবে সেগুলি হল- গৃহস্থালীতে ব্যবহৃত সামাজিক ডৎপাদান ঃস্বাস্থ্য এবং টেলিকম সংক্রান্ত ব্যাপক সমীক্ষা(সিএমএস-টি)। স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমীক্ষাটি আগামী বছরের ১লা জানুয়ারি থেকে শুরু হবে, চলবে এক বছর ধরে। টেলিকম সংক্রান্ত ব্যাপক সমীক্ষাটি আগামী বছর জানুয়ারি থেকে মার্চ পর্যন্ত করা হবে। এনএসও-র পারিবারিক সমীক্ষা বিভাগের অতিরিক্ত মহানির্দেশক শ্রী সিদ্ধার্থ কুন্ডু, পূর্বাঞ্চলীয় উপ মহানির্দেশক(এফওডি)শ্রী অতনু কুমার চৌধুরী এবং কলকাতা আঞ্চলিক কার্যালয়ের উপ মহানির্দেশক শ্রী সঞ্জীব বসু এই শিবিরের উদ্বোধন করেন। শ্রী সিদ্ধার্থ কুন্ডু তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে জাতীয় স্তরের স্বাস্থ্য বিষয়ক তথ্য সংকলনের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমীক্ষা এবং এথেকে পাওয়া তথ্যের গুরুত্ব তুলে ধরেন। তিনি বলেন, প্রমাণ ভিত্তিক নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে সমীক্ষা প্রধান ভূমিকা পালন করে। উচ্চমানের সময়োপযোগী তথ্যের জন্য তথ্য সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াকরণের কঠোর মান সুনিশ্চিত করার আহ্বান জানান তিনি। উপ অধিকর্তা শ্রী দীপ্তর্ক দাস, সহকারী অধিকর্তা শ্রীমতী সুতপা ঘোষ এবং এনএসও-র ফিল্ড অপারেশন বিভাগের পদস্থ আধিকারিকরা এই শিবিরে অংশগ্রহণ করেছেন। স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমীক্ষার উদ্দেশ্য হল, স্বাস্থ্যক্ষেত্র নিয়ে মৌলিক পরিসংখ্যানগত তথ্য সংগ্রহ। প্রাথমিকভাবে এই সমীক্ষা থেকে অসুস্থতার সূচক, হাসপাতালে ভর্তির হার, সরকারি ও বে-সরকারি স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানের ব্যবহার, প্রাতিষ্ঠানিক প্রসবের অনুপাত প্রভৃতি তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করা হবে। রোগীদের আলাদাভাবে খরচ করতে হচ্ছে কিনা এবং তারা সরকারি চিকিৎসা বীমার সুযোগ কতটা পাচ্ছেন- সেই সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহের ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হবে। ভ্ডটেলিকম সংক্রান্ত সার্বিক সমীক্ষায় (সিএমএস) টেলিকম সম্পর্কিত সূচক এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির (আইসিটি) প্রয়োগ নিয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হবে। সংগৃহীত তথ্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রক দফতর বিশ্বজনীন সূচক তৈরির জন্য পাঠাবে।আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের গ্রামগুলিতে যাওয়া কঠিন। সেই অঞ্চলগুলি ছাড়া সারা ভারত জুড়েই এই সমীক্ষা চালানো হবে।

ঐতিহাসিক গ্রন্থ মোস্তাক হোসেনঃজীবন ও ঐতিহ্য আত্মপ্রকাশ বইমেলায়

বিশেষ প্রতিবেদন,ঐতিহাসিক গ্রন্থ 'মোস্তাক হোসেনঃজীবন ও ঐতিহ্য' আত্মপ্রকাশ ৪৮তম আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলায়। সাতশো কুড়ি পৃষ্ঠার গবেষণা গ্রন্থে কলম ধরেছেন একশো সতেরো জন লেখক। পয়তাল্লিশ ফর্মার মূল্যবান গ্রন্থটি সম্পাদনা করেছেন কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের গবেষক ফারুক আহমেদ। ভ্বইটি সম্পর্কে কথাসাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, 'মোস্তাক হোসেনের জীবনমুখী কার্যকলাপের কথা জেনে মুগ্ধ ও বিস্মিত হয়েছি। তাঁর মতো মানুষ বিরল। এই যুগে এমন মানুষ কমই দেখা যায়। এমন জীবনদরদী ও মানবদরদী মানুষ এখন আমাদের খুব দরকার। আমি তাঁর দীর্ঘায়ু এবং উজ্জ্বলতর ভবিষ্যৎ কামনা করি।' সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, মহাশ্বেতা দেবী, কবীর সুমন, তপন মিত্র, অশোক দাশগুপ্ত, মইনুল হাসান, আহমদ হাসান ইমরান, সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়, খাজিম আহমেদ, সুরজি দাশগুপ্ত, এমদাদুল হক নূর, জয়ন্ত ঘোষাল, সুমন ভট্টাচার্য, দেবাশিস পাঠক, জয়ন্ত সিংহ, সাহানা নাগ চৌধুরী, হারাধন চৌধুরী, সুধাংশু শেখর দে, অমর পাল, সাবির আহমেদ, গোলাম রাশিদ, মৌসুমী বিশ্বাস সহ বিশিষ্ট কবি, সাহিত্যিক, প্রাবন্ধিক, সাংবাদিক, কলামিস্ট, লেখক গুরুত্বপূর্ণ লেখা দিয়ে.গ্রন্থটি সমৃদ্ধ করেছেন।উনিশশো সাতচল্লিশ সালের দেশভাগের পর পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানদের অবস্থা ছিল একেবারেই করুণ ও সংকটাপন্ন। সেই অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য কালের ধারাবাহিকতায় নানা পর্যায়ের কায়িক শ্রম ও ছোট পরিসরে ব্যবসা করে কেউ কেউ স্বল্পবিস্তর আর্থিকভাবে সচ্ছল হতে শুরু করেন। তবে কেউ কেউ আর্থিকভাবে সচ্ছল হতে শুরু করলেও শিক্ষাদীক্ষায় তাদের অবস্থান ছিল একেবারে তলানিতে। সেই অবস্থা থেকে উত্তরণ ঘটতে শুরু করে আশির দশকের শেষ দিক থেকে। আর এই পরিবর্তনের নিমিত্তে মহীরুহ হিসেবে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছেন বাঙালির গর্ব মোস্তাক হোসেন। অনন্য সমাজসেবক ও শিল্পপতি মহপ্রাণ মোস্তাক হোসেন উদার হস্তে ব্যক্তিগত তহবিল থেকে অর্থ দিয়ে আধুনিক শিক্ষার প্রসারে মানবতার দূত হিসেবে এগিয়ে আসেন। দৃঢ় প্রত্যয়ে তাই বলতে হয় পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে গড়ে উঠেছে মোস্তাক হোসেন-এর আর্থিক সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠা পাওয়া মিশন স্কুলগুলো। তাঁর একক কৃতিত্ব ও সোনালি পৃষ্ঠপোষকতার কারণে বাঙালি অনগ্রসর শ্রেণি অন্ধকার জগ থেকে আলোর পথে প্রবেশ করেছে। এমনকী তাঁর প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতার কারণে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে সবশ্রেণির মানুষ প্রতিনিয়ত উপকৃত হচ্ছেন। সে কারণে আজ বলতে হয়, পশ্চিমবঙ্গের অনগ্রসর শ্রেণির আধুনিক শিক্ষাবিস্তারে বসন্ত এনে দিয়েছেন দানবীর মোস্তাক হোসেন। সমাজকর্মী ও দানবীর মোস্তাক হোসেনকে তাই অনুসরণ করে নতুন প্রজন্ম গড়ে উঠবে মানবকল্যাণের অগ্রযাত্রায়। সংগত কারণে কৃতজ্ঞতার দায়বোধ থেকে নয়া সমাজ নির্মাণের অগ্রনায়ক মোস্তাক হোসেনকে কুর্নিশ জানিয়ে সংগ্রহ যোগ্য গ্রন্থে কলম ধরেছেন ঋদ্ধ প্রাবন্ধিক গণ। মূল্যবান প্রবন্ধ সংকলনটি 'উদার আকাশ' প্রকাশন থেকে প্রকাশিত হচ্ছে। বইটির ভূমিকা লিখেছেন পবিত্র সরকার। ভ্শিক্ষার প্রসারে মোস্তাক হোসেনের অবদান অনস্বীকার্য। আজ একথা সকলেরই জানা, তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় একাধিক মিশন শিক্ষার জগতে আলোর জোয়ার আনতে সক্ষম হয়েছে। বলতে দ্বিধা নেই, মিশন কেন্দ্রিক পড়াশুনার উদ্যোগ নিয়েছিলেন মোস্তাক হোসেন। তাঁরই উদ্যোগে মিশনের মাধ্যমে পিছিয়ে পড়া অনগ্রসর শ্রেণীর শিক্ষার সার্বিক প্রসার ঘটেছে। জিডি স্টাডি সার্কল ও জিডি চ্যারিটেবল সোসাইটির তত্ত্বাবধানে ৬৫টির বেশি মিশন পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন প্রান্তে শিক্ষার প্রসারে ব্রতী হয়েছে। তিনি এই মিশনগুলিতে বছরে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করেন গৃহনির্মাণ প্রকল্পে এবং ছাত্রছাত্রীদের অনুদান প্রকল্পে। এই মিশনগুলি ছাড়াও তিনি অন্য বহু বেসরকারি স্কুল ও মাদ্রাসা নির্মাণের জন্য অর্থ অনুদান দিয়ে থাকেন। মাদ্রাসা, মক্তবেও তাঁর অনুদান অনস্বীকার্য। শিক্ষার জগতে এই প্রসারের কারণে আজ বহু ছাত্র-ছাত্রী জায়েন্ট এন্ট্রান্সের মাধ্যমে ডাক্তারি এবং ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার সুযোগ পাচ্ছে। গরিব দুঃস্থ ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার খরচও তিনি বহন করেন। মেধাবী গরিব ছেলেমেয়েদের জন্য তিনি জিডি স্টাইপেন্ড প্রদান করেন। শিক্ষার জগতে তাঁর এই বহুমুখী আন্দোলন জোযার এনে দিয়েছে- যার মাধ্যমে এবং অবশ্যই মোস্তাক হোসেনের সাহচর্যে ও অর্থানুকূল্যে অনুন্নত গ্রাম বাংলার গরিব পরিবারের ছেলেমেয়েরা স্বাবলম্বী হওয়ার লক্ষ্যে দ্রুত ধাবমান। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, জেলা ও রাজ্যের বহু পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে তিনি পৃষ্ঠপোষকতা করেন।

দেশের ঐক্য ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ ভিত ভাষা ঃকিশান রেড্ডি

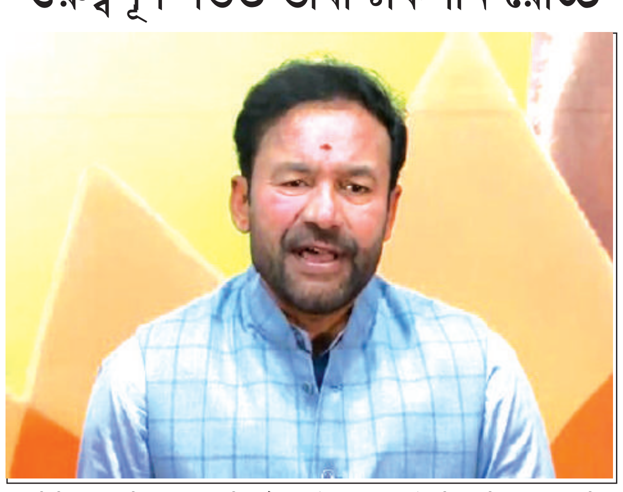

নয়াদিল্লি, ১৮ ডিসেম্বর ঃপরিকাঠামো উন্নয়ন, অর্থনৈতিক বিকাশ ও কৃষির পাশাপাশি সাংস্কৃতিক উন্নয়ন ও ঐক্যের ওপর বিশেষ জোর দিয়েছে ভারত সরকার। জানালেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জি কিশান রেড্ডি। বুধবার সকালে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জি কিশান রেড্ডি বলেছেন, দেশের ঐক্য ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত দেশের বিভিন্ন ভাষা।দেশের ঐতিহাসিক বৈচিত্র্যের কথা বলতে গিয়ে রেড্ডি বলেন, ভারতে ১২১টি বিশিষ্ট ভাষা এবং প্রায় ১৬০০টি উপভাষা রয়েছে। তিনি আরও বলেন, ভাষা শুধু যোগাযোগের মাধ্যম নয়, জ্ঞান সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহ্যও বটে। রেড্ডি আরও উল্লেখ করেছেন, কেন্দ্রীয় .সরকার ভাষা এবং উপভাষাগুলি সংরক্ষণ ও সুরক্ষার উদ্যোগ নিয়েছে, কারণ ভাষা ক্ষমতায়ন এবং ব্যক্তিগত অভিব্যক্তির জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম।

'চিন্ময়কৃষ্ণের হয়ে সওয়াল করব, মৃত্যু তো একদিন হবেই', অকপট আইনজীবী রবীন্দ্র ঘোষ

কলকাতা, ১৮ ডিসেম্বর ঃ চিকিৎসার জন্য কলকাতায় এসে গত সোমবার বিস্ফোরক চিন্ময়কৃষ্ণর আইনজীবী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। ফের বললেন, হিন্দু সন্ন্যাসী বলে নয় মুসলমানদের সমস্যা হলেও এগিয়ে আসতেন একইভাবে! এই সঙ্গে বললেন, চিন্ময়কৃষ্ণের হয়ে সওয়াল করব, মৃত্যু তো একদিন হবেই'!চিন্ময়কৃষ্ণর হয়ে সওয়াল করতে গিয়ে সম্প্রতি চট্টগ্রামে আইনজীবী রবীন্দ্রনাথ ঘোষকে শারীরিক হেনস্থার মুখে পড়তে হয়। তাঁর অভিযোগ, এজলাসে উপস্থিত আইনজীবীদের একাংশের আচরণ ছিল সন্ত্রাসবাদীদের মতো ! রীতিমতো আঘাত পেতে হয় আইনজীবী রবীন্দ্র ঘোষকে। ছেলের চিকিৎসার জন্য বাংলাদেশ থেকে ব্যারাকপুরে এসেছেন রবীন্দ্রনাথবাবু। সেখানেই তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন। ফিরে গিয়ে ফের সওয়াল করবেন সন্ন্যাসীর হয়ে, জানালেন তিনি।রবীন্দ্রবাবু জানিয়েছেন, '১০টি এমন মামলায় লড়েছি, যেখানে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন মুসলমান ধর্মাবলম্বীরা। একাত্তরে দেশ স্বাধীন করেছিলাম। সেই মূল্যবোধ ধরে রাখতে চাই। গোটা দেশে সংহতির বার্তা দিতেই চিন্ময়কৃষ্ণর হয়ে আইনি লড়াই'। কলকাতায় এসেও বলেন, 'চিন্ময়কৃষ্ণের হয়ে সওয়াল করব। মৃত্যু তো একদিন হবেই'!বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের এই আইনজীবী জানালেন, সংখ্যালঘুদের অধিকার রক্ষায় আওয়াজ তোলায় তিনি ইউনূস প্রশাসনের চক্ষুশূল হয়েছেন। বড় সমাবেশ করায় চিন্ময়কৃষ্ণকে ভয় পেয়েছে প্রশাসন। কোনও অপরাধ করেননি সন্ন্যাসী, ভয় পেয়ে তাঁর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা দেওয়া হয়েছে। আইনশৃঙ্খলা বলে কিছু নেই বাংলাদেশে। দুটি সমান্তরাল প্রশাসন চলছে।রবীন্দ্র ঘোষ বলেন, চট্টগ্রাম আদালতে শারীরিক নিগ্রহ করা হয়েছে। এজলাসে ওকালতনামা ছাড়াই অন্তত ৪০ জন আইনজীবী তাণ্ডব চালিয়েছে। ওঁদের বক্তব্য, বাংলাদেশে কোনও সংখ্যালঘু নেই। ওঁরা বাংলাদেশের সংবিধান বদলে ফেলেছে। আমি মুক্তিযোদ্ধা, লড়াই চালিয়ে যাব। বাংলাদেশে যে পরিস্থিতি চলছে তা খুব ভালো নয়। তবে পালিয়ে যাওয়ার জন্য ভারতে আসিনি।চট্টগ্রাম আদালতে চিন্ময়কৃষ্ণের শুনানির পর আদালত চত্বরে প্রবল সংঘর্ষ শুরু হয়ে যায়। সেই সংঘর্ষে মৃত্যু হয় এক সরকারি আইনজীবীর। এনিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঘোষ বলেন, ওখানে একজন আইনজীবী মারা গিয়েছেন। কার আঘাতে মারা গিয়েছেন সেটা বিচার না করে বলা হচ্ছে হিন্দুদের আঘাতে মারা গিয়েছে। ওই ঘটনায় ৭১ জন হিন্দু আইনজীবীর বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে।রবীন্দ্রনাথবাবু বলেন, আমরা এই দেশ স্বাধীন করেছি। শাসক আসবে যাবে। আমার একটা লোক নিগৃহীত হচ্ছে। তাকে বেআইনিভাবে জেলে রাখা হয়েছে। আমরা লড়াই করা উচিত।প্রবল প্রতিকূলতার মধ্যেই রবীন্দ্রবাবু আদালতে হাজির হয়েছিলেন বাংলাদেশে জেলবন্দি সন্ন্যাসী চিন্ময়কৃষ্ণ দাসের মুক্তি চেয়ে। আদালত তাঁর আবেদন নাকচ করে দেন। আদালত জানায়, স্থানীয় আইনজীবী ছাড়া তিনি এই মামলায় সওয়াল করতে পারবেন না। তিনি চেষ্টা করেও ছাড়াতে পারেননি চিন্ময়কৃষ্ণকে। ২ জানুয়ারি আবার চিন্ময়কৃষ্ণর হয়ে চট্টগ্রাম আদালতে সওয়াল করবেন চিন্ময়কৃষ্ণ।

দিল্লির প্রবীণদের জন্য বড় ঘোষণা কেজরির, আসছে সঞ্জীবনী প্রকল্প

নয়াদিল্লি, ১৮ ডিসেম্বর ঃ দিল্লির প্রবীণদের জন্য ব। ঘোষণা করলেন আম আদমি পার্টির জাতীয় আহ্বায়ক অরবিন্দ কেজরিওয়াল।দিল্লির প্রবীণদের জন্য ' সঞ্জীবনী কবচ' নিয়ে আসছে আম আদমি পার্টি। বুধবার অরবিন্দ কেজরিওয়াল ঘোষণা করেছেন, সঞ্জীবনী প্রকল্পের অধীনে ৬০ বছর অথবা তার বেশি বয়সী প্রবীণরা বিনামূল্যে চিকিসা পাবেন। চিকিৎসা চলাকালীন খরচের কোনও সীমা থাকবে না। দিল্লির সমস্ত সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে বিনামূল্যে চিকিৎসা পাওয়া যাবে।কেজরিওয়াল দিল্লিবাসীকে আশ্বস্ত করে বলেছেন, দিল্লির প্রবীণরা চিন্তা করবেন না, আপনাদের ছেলে কেজরিওয়াল এখনও বেঁচে আছেন। আমরা ৬০ বছর বা তার বেশি বয়সী বয়স্ক ব্যক্তিদের বিনামূল্যে চিকিৎসার জন্য সঞ্জীবনী প্রকল্প নিয়ে আসছি। এর অধীনে, দিল্লির সমস্ত সরকারি এবং বেসরকারি হাসপাতালে বয়স্কদের বিনামূল্যে চিকিৎসা করা হবে।

ঠান্ডায় জমে যাচ্ছে ডাল লেক, শ্রীনগরের তাপমাত্রা হিমাঙ্কের নীচেই

শ্রীনগর, ১৮ ডিসেম্বর ঃ কনকনে ঠান্ডায় কাঁপছে জম্মু ও কাশ্মীর। ঠান্ডায় রীতিমতো জমে যাচ্ছে শ্রীনগরের ডাল লেক, বুধবার সকালে দেখা যায় ডাল লেকের জলে বরফের হালকা আস্তরণ জমে গিয়েছে। বুধবারও শ্রীনগরের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা হিমাঙ্কের নীচেই। বুধবার শ্রীনগরের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল মাইনাস ৫.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস।ভূস্বর্গের সর্বত্রই বুধবার হা।কাঁপানো ঠান্ডা অনুভূত হয়েছে। শ্রীনগর, গুলমার্গ, পহেলগাম-সহ কাশ্মীরের নানা স্থানেই হিমাঙ্কের অনেকটাই নীচে নেমে গিয়েছে সর্বনিম্ন তাপমাত্রার পারদ।

আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী ২৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত মূলত শুষ্ক থাকবে জম্মু ও কাশ্মীরের আবহাওয়া। তবে, ২১-২২ ডিসেম্বর উঁচু পাহাড়ে হালকা তুষারপাতের সম্ভাবনা রয়েছে।

আমবাসায় প্রচুর পরিমাণে বিদেশী সিগারেট বাজেয়াপ্ত

আমবাসা (ত্রিপুরা), ১৮ ডিসেম্বরঃ আমবাসা পুলিশ নাকা চেকিং পয়েন্টে বাজেয়াপ্ত বিদেশী সিগারেট। বুধবার কাস্টমস বিভাগের কর্মকর্তারা আমবাসা থানার পুলিশ ও বিএসএফ এর সহযোগিতায় বার্মিজ সিগারেট বাজেয়াপ্ত করেছে। ২৭০ বান্ডিল সিগারেট আটক করতে সক্ষম হয় পুলিশ। এএস০১জেসি০৩৮৫ নম্বরের একটি ছয় চাকার কন্টেইনার গাড়ি করে অবৈধভাবে বিদেশী সিগারেটের বান্ডিলগুলি বহন করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল।কাস্টম অফিসার জানিয়েছেন কাস্টমকে ফাঁকি দিয়ে ধর্মনগর থেকে গন্ডাছড়া হয়ে বাংলাদেশে পাচার করার উদ্দেশ্যেই এই বিদেশী সিগারেটগুলি নিয়ে

আবহাওয়া

ডিসেম্বরের মাঝামাঝিতে ফের বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। চলতি সপ্তাহের শেষে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে হালকা বৃষ্টি হতে পারে। উত্তরবঙ্গের কয়েকটি জায়গাতেও সামান্য বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। শুধুমাত্র দার্জিলিং ও কালিম্পঙের পার্বত্য এলাকাতেই বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। তবে কোথাও ঘন কুয়াশার সম্ভাবনা নেই। আগামী কয়েক দিনে রাজ্যের সর্বত্র তাপমাত্রা ২ থেকে ৪ ডিগ্রি বৃদ্ধি পাবে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর। তবে, তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলেও বুধবারও শহর ও শহরতলিতে ঠান্ডা অনুভূত হয়েছে। এদিন কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৬.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ০.৯ ডিগ্রি বেশি।।জোয়ার-সকাল ৮ টা ৫৬ মিনিট এবং রাত ০৮টা ৫৬ মিনিট। ভাটা-সকাল ৯ টা ৫৬মনিট এবং রাত ১ টা ৫৬মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৬টা ০৭মিনিট এবং অস্ত ৪টা ৫২মিনিট

পূর্ণাঙ্গ পাঞ্জিকা

২ পৌষ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, বুধবার, ইংরেজীঃ১৮ ডিসেম্বর ২০২৪, ৫৩৮ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৫, সৌরঃ৩ পৌষ, চান্দ্রঃ ১৮ নারায়ন মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ ৩ পৌষ ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ ২৭ অগ্রহায়ন ১৯৪৬, মৈতৈঃ১৮ পোইনু, আসামঃ২ পুহ, মুসলিমঃ ১৬-জমাদিউস-সানি-১৪৪৬ হিজরী।সূর্য উদয়ঃসকাল ০৬ঃ১৩ঃ ১১ এবং অস্তঃবিকাল ০৪ঃ৫২ঃ ৫৭।চন্দ্র উদয়ঃসন্ধ্যা ০৭ঃ৫৩ঃ ৪০(১৮) এবং অস্তঃসকাল ০৯ঃ ৩৩ঃ৪২(১৯)।কৃষ্ণ পক্ষ ।তিথিঃ তৃতীয়া (জয়া) সকাল ঘ ১১ঃ৫০ঃ ৪০ দং ১৪৩৩০ পর্যন্তনক্ষত্রঃপুষ্যা শেষ রাত্রি ঘ ০৩ঃ১৯ঃ২৭ দং ৫২৪৪৫ পর্যন্ত পরে অশ্লেষাকরণঃ বিষ্টি সকাল ঘ ১১ঃ৫০ঃ৪০ দং ১৪৩৩০ পর্যন্ত পরে বব রাত্রিঃ১১ঃ ৪৮ঃ৩০ দং ৪৩৫৮৫ পর্যন্ত পরে বালবযোগঃ ইন্দ্র রাত্রিঃ১০ঃ১৯ঃ৩৫ দং ৪০১৫৪৭.৫ পর্যন্ত পরে বৈধৃতিঅমৃতযোগঃদিন ০৬ঃ১৩ঃ১৬ থেকে - ০৬ঃ৫৫ঃ৫৫ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৩৮ঃ৩৫ থেকে - ০৮ঃ২১ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ১০ঃ২৯ঃ১১ থেকে - ১২ঃ৩৭ঃ০৮ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৫ঃ৪৬ঃ২৪ থেকে - ০৬ঃ৩৯ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৮ঃ২৬ঃ২৬ থেকে - ০৩ঃ৩৩ঃ১৪ পর্যন্ত।মহেন্দ্রযোগঃ দিন ০৬ঃ৫৫ঃ৫৫ থেকে - ০৭ঃ৩৮ঃ ৩৫ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০১ঃ১৯ঃ৪৭ থেকে - ০৩ঃ২৭ঃ৪৫ পর্যন্ত। কুলিকবেলাঃদিন ১১ঃ১১ঃ৫০ থেকে - ১১ঃ৫৪ঃ২৯ পর্যন্ত। কুলিকরাত্রিঃ১০ঃ১৩ঃ০৮ থেকে - ১১ঃ০৬ঃ২৯ পর্যন্ত।বারবেলাঃদিন ১১ঃ৩৩ঃ১০ থেকে - ১২ঃ৫৩ঃ০৮ পর্যন্ত।কালবেলাঃদিন ০৮ঃ৫৩ঃ১৩ থেকে - ১০ঃ১৩ঃ১১ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০২ঃ৫৩ঃ১৩ থেকে - ০৪ঃ৩৩ঃ১৫ পর্যন্ত।গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ৮২৫৮৪৯ (১৯) ১ পদচন্দ্রঃ ৩১৭২৯১৫ (৯) ১ পদমঙ্গলঃ৩১০২৯১৭ (৮) ৩ পদবুধঃ৭১১২১৩২ (১৭) ৩ পদবৃহস্পতিঃ১২১৩৫৩১ (৪) ৪ পদশুক্রঃ৯১৮২০৮ (২২) ৩ পদশনিঃ১০১৬১৯৪৯ (২৪) ৩ পদরাহুঃ১১১০১৬২০ (২৬) ৩ পদকেতুঃ৫১০১৬২০ (১৩) ১ পদমঙ্গল বক্রিবৃহস্পতি বক্রি।

লগ্নঃধনু রাশি সকাল ০৮ঃ০৯ঃ১৬ পর্যন্ত। মকর রাশি সকাল ০৯ঃ৫৬ঃ ১০ পর্যন্ত। কুম্ভ রাশি সকাল ১১ঃ ২৯ঃ৩৩ পর্যন্ত। মীন রাশি দুপুর ০১ঃ০০ঃ৩৭ পর্যন্ত। মেষ রাশি দুপুর ০২ঃ৪১ঃ১২ পর্যন্ত। বৃষ রাশি বিকাল ০৪ঃ৩৯ঃ৩৪ পর্যন্ত। মিথুন রাশি বিকাল ০৬ঃ৫২ঃ৫৪ পর্যন্ত। কর্কট রাশি রাত্র ০৯ঃ০৮ঃ৩৬ পর্যন্ত। সিংহ রাশি রাত্র ১১ঃ১৯ঃ ৫৬ পর্যন্ত। কন্যা রাশি শেষ রাত্রি ০১ঃ৩০ঃ০৭ পর্যন্ত। তুলা রাশি শেষ রাত্রি ০৩ঃ৪৪ঃ১৭ পর্যন্ত। বৃশ্চিক রাশি শেষ রাত্রি ০৬ঃ০০ঃ০৩ পর্যন্ত।

কলকাতার বেশ কয়েকটি বাজারে হানা দেন টাস্কোফর্সের সদস্যরা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ ডিসেম্বর ঃ প্রচুর পরিমাণে আলুর যোগান থাকা সত্ত্বেও কলকাতার বেশ কয়েকটি বাজারে আলো বিক্রেতারা আলুর দাম অনেক বেশি নিচ্ছেন, খবর পেয়ে টাস্কোফর্সের সদস্যরা কলকাতার বেশ কয়েকটি বাজারে হানা দেন।। কাঁকুড়গাছির ভিআইপি মার্কেটে আজ সকাল বেলায ট্রান্সপোর্টে সদস্যরা এসে পৌঁছন কারণ তাদের কাছে খবর ছিল ৩৫ টাকা প্রতি কেজি এই বাজারে আলু বিক্রি হচ্ছে। টক ফোর্স এর সদস্যরা ধমক দেন আলু বিক্রেতাদের।। আলু প্রতি কেজি ,৩০ টাকার বেশি নিলে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে হুঁশিয়ারি দেন টাস্কফোর্সের সদস্যরা।।

বিধায়কের বৃদ্ধা মায়ের হার নিয়ে চম্পট দুষ্কৃতীরা

দুরন্ত বার্তা, বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগনা ঃ বনগাঁ শহরের জনবহুল এলাকা থেকে বিধাযকের বৃদ্ধা মায়ের হার নিয়ে চম্পট, নজরদারি নিয়ে প্রশ্ন। এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে বনগায়। ঘটনাটি ঘটেছে বনগাঁ থানার বাটা মোড় এলাকায় যশোর রোডে। এরপর বৃদ্ধা অহল্যা কীর্তনীয়া বনগাঁ থানার দ্বারস্থ হন। অহল্যা কীর্তনীয়া বনগাঁ উত্তর কেন্দ্রের বিধায়ক অশোক কীর্তনীযার মা। বছর পচাত্তরের বৃদ্ধা তাঁর প্রিয় সোনার হার খুঁইয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন। পরিবারের সদস্যরা জানিযেছেন, তিনি বাটা মোড় এলাকায় ওষুধ কিনতে এসেছিলেন। ওই সময় দুই যুবক লাল রঙের মোটর বাইকে করে এসে বৃদ্ধার সঙ্গে কথার ছলে তার গলা থেকে হারটি খুলে একটি বোতলের মধ্যে পুড়ে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে অহল্যা দেবী চেঁচামেচি করতেই ওই দুষ্কৃতীরা পালিয়ে যায়। অভিযোগ, জনবহুল বাটা মোড় পুলিশ মোতায়ন থাকে। সেই এলাকা থেকে বৃদ্ধার গলার হার খুলে নিয়ে চলে গেলো দুষ্কৃতীরা। সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা কোথায়? প্রশ্ন উঠেছে পুলিশের নজরদারি নিয়েও। অভিযোগ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখছে।

সেলিমের আক্রমণাত্মক মন্তব্যের পাল্টা তোপ তথাগতের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ ডিসেম্বর ঃ সিপিএম-এর রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিমের আক্রমণাত্মক একটি মন্তব্যের পাল্টা তোপ দিলেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়। তথাগতবাবু মঙ্গলবার এক্সবার্তায় লিখেছেন, এই মালটি অত্যন্ত ইন্টারেস্টিং। এর পার্টি সহকর্মী বিকাশ ভট্টাচার্য্য নিজেকে ' প্রমাণ করার জন্য শালপাতার ঠোঙায় করে ভাগাড় থেকে তোলা গরুর মাংস খেয়েছিল, কিন্তু সেলিম কিছুতেই শুওরের মাংস খায় নি। কিন্তু এই সেলিমই আবার ২০০৯ সালে নির্বাচনে দাঁড়িয়ে বড়বাজারের হনুমান মন্দিরে গিয়ে চুপি চুপি চরণামৃত খেয়েছিল। সেকথা একটা আলোচনা সভায় প্রকাশ করে দিতেই সেলিম চোঁচা দৌড় মারে। এই সঙ্গে তথাগতবাবু যুক্ত করেছেন মহম্মদ সেলিমের একটি সচিত্র বক্তব্য। সেলিমের ছবির পাশে লেখা হয়েছে, জামাত আরএসএস এক, কোনও ফারাক নেই।

পলতায় বাড়ি দখলের চেষ্টা, সশস্ত্র দুষ্কৃতীর বাড়িতে আতঙ্কে মা-মেয়ে

উত্তর ২৪ পরগনা, ১৮ ডিসেম্বর ঃ মঙ্গলবার রাতের অন্ধকারে পলতার নেতাজি পল্লি এলাকার এক বাড়িতে হামলা চালানোর অভিযোগ উঠল ১৫-২০ জন দুষ্কৃতীর বিরুদ্ধে। শাবল, লোহার রড দিয়ে বাড়িতে ভাঙচুর চালানো হয় বলে অভিযোগ। জানা গিয়েছে, ৬০ বছরেরও বেশি সময় ধরে ওই এলাকায় বসাবাস করছেন মমতা সরকার ও তাঁর মেয়ে পিকু সরকার। মমতার স্বামী পাশের কারখানায় কাজ করতেন। সেই সূত্রেই তাঁদের এখানে বসাবাস। টিন, টালির তৈরির ঘরে থাকেন তাঁরা। বাড়ি ছেড়ে দেওয়ার জন্য এই হামলা বলে দাবি করেছেন সদস্যরা। পুলিশে অভিযোগ জানিয়েছেন তাঁরা। ঘটনায় লেগেছে রাজনৈতিক রং। বিজেপির অভিযোগ ওই বাড়ি দখল করতে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা হামলা চালিয়েছে। যদিও শাসক দলের দাবি, দুষ্কৃতীরা কোনও দলের হয় না। পুলিশ যথোপোযুক্ত ব্যবস্থা নেবে।

৬৬তম ন্যাশনালস ব্রিজ চ্যাম্পিয়নশিপ জিতেছে মেট্রো প্লেয়াররা

কলকাতা, ১৮ ডিসেম্বর ঃ মেট্রো রেলওয়ের ব্রিজ প্লেয়াররা আবারও গর্বিত মেট্রো ভ্রাতৃপ্রতিম! তিন মেট্রোমেন, সুমিত মুখার্জি, দেবব্রত মজুমদার এবং সাগ্নিক রায়, ভারতীয় রেলওয়ে দলের সদস্য হিসাবে ০৮ থেকে ১৮ ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত পুনের বালেওয়াড়ি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত টিম বিভাগে অশোক রুইয়া মেমোরিয়াল উইন্টার ন্যাশনাল ব্রিজ চ্যাম্পিয়নশিপ জিতেছেন। এই চ্যাম্পিয়নশিপে, সারা ভারত থেকে ৭৬ টি দল অংশ নেয়। দল বিভাগের লিগ বিন্যাস শেষে, ভারতীয় রেলওয়ে দল ১২০.৫৫ পয়েন্ট পেয়েছে এবং চ্যাম্পিয়ন হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে।

চিন্তা বাড়াচ্ছে কুয়াশা, অনুপ্রবেশ আশঙ্কায় নতুন পদক্ষেপের পথে বিএসএফ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ ডিসেম্বর ঃ দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলার পাশাপাশি শীতের দাপট বেড়েছে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতেও। সঙ্গে দাপট বেড়েছে কুয়াশারও। এদিকে প্রায়দিনই কুয়াশার কারণে দৃশ্যমানতা কমায় পথচারী থেকে থেকে চালকদের জন্য সতর্কবার্তা জারি করছে হাওয়া অফিস। এখন বাংলাদেশের উত্তপ্ত পরিস্থিতির মাঝে কুয়াশা চিন্তা বাড়াছে ভারতের সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনীর। প্রসঙ্গত, ভারতের অস্থির পরিস্থিতিতে অনুপ্রবেশ আশঙ্কায় কপালে চিন্তার ভাঁজ চড়াও হয়েছে ভারত সরকারের। উদ্বেগের মেঘ দিল্লিতে। এমতাবস্থায় সীমান্তবর্তী এলাকায় বেড়েছে বিএসএফের টহল, বেড়েছে নজরদারি। এদিকে সীমান্তের একটা বড় অংশ কাঁটাতারহীন হওয়ায় চিন্তা আগে থেকেই ছিল। এখন সেই সমস্ত এলাকায় ঘন কুয়াশা নিয়ে উদ্বিগ্ন ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনী। এই কুয়াশাকে চ্যালেঞ্জ করে অনুপ্রবেশ বা দুষ্কৃতীদের ঠেকানো রীতিমতো যুদ্ধের সমান কাজ বলে মনে করছে বিএসএফ। এই বিষয়টি কার্যত স্বীকার করে নিয়ে বিএসএফের দক্ষিণবঙ্গ ফ্রন্টিয়ারের আইজি মনিন্দার সিং পাওয়ার বলেন, শীতকালে কুয়াশা বরাবরই চ্যালেঞ্জের জায়গা থাকে। কিন্তু এবার পরিস্থিতি আলাদা।

অত্যাধুনিক নজরদারি যন্ত্র যেমন আনা হয়েছে। তেমনই অন্য এলাকা থেকেও নজরদারির জন্য বাড়তি জওয়ানদের আনা হয়েছে বলেও জানান তিনি। একইসঙ্গে কুয়াশাকে হাতিযার করে অনুপ্রবেশ যাতে না ঘটে, তার জন্য বাড়তি পদক্ষেপ করা হচ্ছে। বিএসএফ সূত্রে খবর, উত্তর ২৪ পরগনা, নদিয়া, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, দক্ষিণবঙ্গ ফ্রন্টিয়ারের অন্তর্গত এই চারটি জেলার সীমান্তের বেশ কিছু অংশ রয়েছে যা উদ্বেগের কারণ। বিষয়টি নিয়ে যদিও দক্ষিণবঙ্গ ফ্রন্টিয়ারের আইজি বললেন, ইতিমধ্যেই রাতের সীমান্ত পাহারায় শক্তিশালী ক্যামেরা বসানো হয়েছে। কিন্তু এ ব্যাপারে বাড়তি দায়িত্ব জওয়ানদেরও। এদিকে দক্ষিণবঙ্গ ফ্রন্টিয়ারের অধীনে থাকা সীমান্ত ৯১৩.৩২৪ কিমি। জল সীমান্ত রয়েছে ৩৬৩.৯৩০ কিমি। যার মধ্যে প্রায় ৫৩৮ কিমি অংশে কাঁটাতার নেই। যেসব অংশ এখনও অরক্ষিত, সেখানে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের তরফে ক্যামেরার ব্যবস্থা করা হযেছে বলে জানালেন দক্ষিণবঙ্গ ফ্রন্টিয়ারের আইজি। একইসঙ্গে বাংলাদেশের ভিতরে যে ধরনের উস্কানিমূলক মন্তব্য করা হচ্ছে, তা নিয়ে জওয়ানদের সতর্ক থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। উপরতলার নির্দেশ ছাড়া যে কোনও পদক্ষেপ করা যাবে না তাও স্পষ্টভাবে জানানো হয়েছে।

পৌষে কমল ঠান্ডা, তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলেও শীতের আমেজ অব্যাহত

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ ডিসেম্বর ঃ ডিসেম্বরের মাঝামাঝিতে ফের বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। চলতি সপ্তাহের শেষে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে হালকা বৃষ্টি হতে পারে। উত্তরবঙ্গের কয়েকটি জায়গাতেও সামান্য বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। শুধুমাত্র দার্জিলিং ও কালিম্পঙের পার্বত্য এলাকাতেই বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। তবে কোথাও ঘন কুয়াশার সম্ভাবনা নেই। আগামী কয়েক দিনে রাজ্যের সর্বত্র তাপমাত্রা ২ থেকে ৪ ডিগ্রি বৃদ্ধি পাবে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর। তবে, তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলেও বুধবারও শহর ও শহরতলিতে ঠান্ডা অনুভূত হয়েছে। এদিন কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৬.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ০.৯ ডিগ্রি বেশি। গত কয়েকদিন ধরে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গ জুড়ে জাঁকিয়ে শীত প।ছেছিল। সেটা কিছুটা কমজোরি হতে শুরু করেছে। আপাতত কয়েকদিন সর্বনিম্ন তাপমাত্রা খানিকটা বাড়বে বলে জানিয়েছেন আবহাওয়বিদরা। বৃহস্পতিবার রাত থেকে শুক্রবার পর্যন্ত কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের কয়েকটি জেলায় কিছু স্থানে হালকা বৃষ্টি হতে পারে। এই সময়ে দার্জিলিং ও কালিম্পংয়ে হালকা বৃষ্টি এবং দার্জিলিংয়ের উঁচু এলাকায় তুষারপাত হতে পারে। আগামী রবিবারের পর ফের জাঁকিয়ে শীত ফিরে আসবে এমনটাই আশা করছেন আবহাওয়াবিদরা। ব।দিনের সপ্তাহে ফের কনকনে ঠান্ডা থাকবে। এমন সম্ভাবনাই রয়েছে। দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরে একটি নিম্নচাপ তৈরি হয়েছে। সেটি তামিলনাড়ু উপকূলের দিকে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তার পরোক্ষ প্রভাবে বঙ্গোপসাগর থেকে বেশি মাত্রায় জলীয় বাষ্পপূর্ণ পুবালি বাতাস পশ্চিমবঙ্গের বায়ুমণ্ডলে ঢুকছে। পাশাপাশি পশ্চিম হিমালয়ে ফের একটি পশ্চিমী ঝঞ্ঝা আসার জন্য উত্তুরে হাওয়া দুর্বল হতে শুরু করেছে। যার ফলে শহর থেকে জেলায় বাড়ছে তাপমাত্রা। উধাও হচ্ছে শীত।

সিঙ্গুর আন্দোলনের অন্যতম শহীদ তাপসী মালিকের মৃত্যুবার্ষিকী পালন

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, শিয়াখালা, হুগলি, ১৮ ডিসেম্বর ঃ সিঙ্গুর আন্দোলন পশ্চিমবঙ্গ তথা সমগ্র ভারত বর্ষে তদানীন্তন সময়ে এর এক বিশাল প্রভাব পড়েছিল এবং আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল। আজ থেকে ১৮ বছর আগে তদানীন্তন বাম জমানায় টাটা শিল্প গোষ্ঠী এখানে শিল্প তৈরির জন্য কৃষকদের কাছ থেকে উর্বর জমি সরকারি বদান্যতায় অধিকগ্রহণ করে শিল্প তৈরির চেষ্টা করেছিল। বিপরীতে সেই সময়কার বিরোধী দলনেত্রী মমতা ব্যানার্জির নেতৃত্বে উর্বর জমিতে শিল্প তৈরির অপচেষ্টাকে প্রতিহত করতে এলাকার কৃষকদের নিয়ে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলা হয়েছিল। সেই আঃেদালনের অন্যতম মুখ তাপসী মালিককে সেই সময়কার হার্মাদরা ধর্ষণ করে জীবন্ত পুড়িয়ে মেরেছিল। সেইদিন অর্থাৎ ২০০৬ সালের এই ১৮ ডিসেম্বর কে স্মরণ করে প্রতিবছর কামারকুন্ডুর বাজেমেলিয়ায় উজ্জ্বল সংঘের

সামনে তাপসী মালিকের মর্মর মূর্তিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। আজকের সেই শ্রদ্ধা নিবেদন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সিঙ্গুর আন্দোলনের অন্যতম নেতা তথা সিঙ্গুরের বিধায়ক এবং রাজ্যের কৃষি বিপণন ও পঞ্চায়েত দপ্তরের প্রতি মন্ত্রী বেচারাম মান্না। তিনি বলেন আজকে সিঙ্গুর বাসি তথা এলাকার কৃষকদের কাছে বড়ই দুঃখের দিন, কারণ এই দিন ই তাপসী মালিককে শহীদ হতে হয়েছিল। আজকের এই অনুষ্ঠানে শ্রদ্ধা জানাতে এসেছিলেন তাপসী মালিকের বাবা মনোরঞ্জন মালিক। অনুষ্ঠানে মন্ত্রী বেচারাম মান্না বলেন শহীদের রক্ত যে ব্যর্থ হয় না সিঙ্গুর আন্দোলনই তার প্রকিষ্ট প্রমাণ, তার রক্তের বিনিময়ে সিংগুর আন্দোলনের জয় হয়েছে কৃষকরা জমি ফেরত পেয়েছেন ,তাই আমরা প্রতিবছর সিঙ্গুরে কৃষকদের নিয়ে আজকের এই দিনটিকে স্মরণ করি।

নন্দীগ্রামে তৃণমূল কর্মী খুনে সিবিআই চাইল অভিযুক্ত বিজেপি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ ডিসেম্বর ঃ নন্দীগ্রামে তৃণমূল কর্মী খুনের ঘটনায় সিবিআই তদন্তের আবেদন। রাজ্য পুলিশের তদন্তের ওপর ভরসা রাখতে পারছে না, তাই সিবিআই তদন্ত চেয়ে আদালতে দ্বারস্থ অভিযুক্ত বিজেপি কর্মীরা। এই মামলায় কেস ডায়েরি তলব করলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ। আগামী সোমবার পরবর্তী শুনানি। এই মামলার সওয়াল জবাব চলাকালীনই বিচারপতি প্রশ্ন করেন, অভিযুক্ত কী করে তদন্তকারী সংস্থার পরিবর্তন চাইতে পারে? গত ৮ ডিসেম্বর পূর্ব মেদিনীপুরের গুরুপদ মন্ডলের বাড়িতে হামলার ঘটনা ঘটে বলে অভিযোগ। সেই হামলায় গুরুপদ মণ্ডলের আত্মীয় বিষ্ণুপদ মণ্ডলের মৃত্যু হয় বলে অভিযোগ দায়ের হয়। এই ঘটনায় নন্দীগ্রাম থানায় দুটি FIR দায়ের হয়। অভিযুক্ত অভিজি মাইতি-সহ মোট ২৬ জন কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়। অভিজি মাইতির বক্তব্য, একই ঘটনা কীভাবে দুটি FIR দায়ের হয়? এটা আইন বিরুদ্ধে। অভিজিৎ মাইতির আইনজীবীদের আরও দাবি করেন, প্রথম অভিযোগে চার জনের নাম ছিল। কিন্তু পরে তৃণমূল কংগ্রেসের তরফ থেকে রাজনীতিকরণ শুরু হয় এবং আর প্রায় ২৬ জনের নাম যুক্ত হয়।

রাজ্যে জীবনদায়ী ইঞ্জেকশনের মান নিয়ে বড়সড় প্রশ্ন, ' টাকা দিচ্ছে না', কেন্দ্রের কোর্টে বল ঠেলছে স্বাস্থ্য ভবন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ ডিসেম্বর ঃ সরকারি স্বাস্থ্যক্ষেত্রে হিমোফিলিয়ার জীবনদায়ী ইঞ্জেকশনের মান নিয়ে উঠল গুরুতর প্রশ্ন। অভিযোগ, এনআরএসে প্লাজমা নির্গত ফ্যাক্টর-৮ নিয়ে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার শিকার হিমোফিলিয়া-ক রোগে আক্রান্তেরা। জ্বর, বমি, মাথাব্যথা, মাথাঘোরা, এলার্জি, শ্বাসকষ্টের উপসর্গে কাবু আক্রান্তেরা। হেমাটোলজিস্টদের মতে, পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া রোগীদের পক্ষে ' অন্যের রক্তরস থেকে তৈরি ইঞ্জেকশনে এইচআইভি, হেপাটাইটিস-বি, হেপাটাইটিস-সি'র মতো অসুখেরও শিকার হতে পারেন হিমোফিলিয়ায় আক্রান্তেরা। অভিযোগ, হিমোফিলিয়ার চিকিসায় খরচ কমাতে রিকম্বিন্যান্ট ফ্যাক্টরের বদলে প্লাজমা নির্গত ফ্যাক্টর দিচ্ছে রাজ্য। ফ্যাক্টর বদলের পরই পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছে আক্রান্তদের। ফের রিকম্বিন্যান্ট ফ্যাক্টর চালুর দাবিতে মঙ্গলবার স্বাস্থ্য ভবনে স্মারকলিপি জমা দেন আক্রান্তেরা। অভিযোগপত্র জমা পড়েছে এনআরএস কর্তৃপক্ষের কাছেও। সূত্রের খবর, প্লাজমা নির্গত ফ্যাক্টরে রোগীদের 'বিপদ' হতে পারে বলে স্বাস্থ্য ভবনের কর্তাদের সতর্ক করেছিলেন হিমোফিলিয়ার চিকিসায় গঠিত বিশেষজ্ঞ কমিটির সদস্যদের একাংশ। এরপরও কেন প্লাজমা নির্গত ফ্যাক্টর-৮'এর বরাত দেওয়া হল? প্রশ্ন তুলে সরব চিকিৎসক সংগঠনের নেতারা। কেন্দ্রের কোর্টে বল ঠেলেছে স্বাস্থ্য ভবনও। ' অর্থ মঞ্জুর করলেও মেলেনি টাকা'। এমনই দাবি স্বাস্থ্য ভবনের আধিকারিকদের একাংশের। তাঁদের দাবি, এই পরিস্থিতিতে ফ্যাক্টর

সরবরাহ স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করছে রাজ্য। একইসঙ্গে পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার কারণ খতিয়ে দেখার আশ্বাস এসেছে স্বাস্থ্যে ভবনের তরফে। আসলে জিনগত ক্রুটির কারণে রক্ত জমাট না বাঁধার অসুখ হল হিমোফিলিয়া। কারও ক্ষেত্রে ফ্যাক্টর-৮ নামের প্রোটিনের অভাবে রক্ত জমাট বাঁধে না। কারও ক্ষেত্রে আবার ফ্যাক্টর-৯ এর অনুপস্থিতি এই অসুখের কারণ। ফ্যাক্টর-৮ এর অনুপস্থিতি ঘটলেই বলা হয়, হিমোফিলিয়া। ফ্যাক্টর-৯ এর অনুপস্থিতিতে দেখা যায় হিমোফিলিয়া-বি। সময়মতো ফ্যাক্টর না দিলে রক্তক্ষরণ হয়ে রোগীর মৃত্যু হতে পারে। বছরের গোড়া থেকে ফ্যাক্টর সঙ্কটে ভুগছে রাজ্য। এদিকে ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে হিমোফিলিযা আক্রান্তদের হাতে মহার্ঘ ওষুধ তুলে দিতে ৫৭ কোটি ৮২ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করেছে কেন্দ্র। সূত্রের খবর, এরপরও ৮ টাকা ৩০ পয়সা দরে রিকম্বিন্যান্ট ফ্যাক্টর সরবরাহে রাজি সংস্থাকে বরাত দেয়নি স্বাস্থ্য ভবন। উল্টে বিশেষজ্ঞ কমিটির আপত্তি উড়িয়ে প্লাজমা থেরাপির পথে হাঁটে রাজ্য। যা আদতে পিছনের পথে হাঁটা বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা তার কারণ প্লাজমা থেকে হেপাটাইটিস বি, সি, এইচআইভি'র মতো সংক্রমণে হিমোফিলিয়ায় আক্রান্তেরা সংক্রামিত হতে পারেন। এমনটা যে আগে হযনি তা-ও নয়। এই জন্যই প্লাজমা থেরাপিকে ব্রাত্য করে ফ্যাক্টর দেওয়াকে শ্রেয় মনে করেন হেমাটোলজিস্টরা। ফ্যাক্টর সরবরাহের সঙ্কটের জন্য হিমোফিলিয়ার আরও উন্নত চিকিৎসা পদ্ধতি এক্সটেন্ডেড হাফ লাইফ অথবা নন ফ্যাক্টর রিপ্লেসমেন্ট থেরাপিকে আপন করে নিয়েছে অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্ণাটক, কেরল, গুজরাত, তেলেঙ্গনা, পঞ্জাব, ছত্তীশগঢ়, এমনকী ঝাড়খণ্ডও। কিন্তু কেন্দ্রের আর্থিক অনুমোদনের পরেও এখন এ রাজ্যেই কেন অমিল হিমোফিলিয়ার আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি? উঠছে প্রশ্ন।

আইডিএফসি ফার্স্ট প্রাইভেট ব্যাঙ্কিং এবং হুরুন ইন্ডিয়া প্রকাশ করেছে

কলকাতা, ১৮ ডিসেম্বর ঃ আইডিএফসি ফার্স্ট প্রাইভেট ব্যাঙ্কিং এবং হুরুন ইন্ডিয়া ' ফার্স্ট প্রাইভেট অ্যান্ড হুরুন ইন্ডিয়া'স টপ ২০০ সেল্ফ-মেড এন্টারপ্রেনারস অফ দ্য মিলেনিয়া ২০২৪'-এর দ্বিতীয় সংস্করণ চালু করেছে, যা ২০০০ সালের পরে প্রতিষ্ঠিত ভারতের ২০০টি সবচেয়ে মূল্যবান কোম্পানির তালিকা। এই কোম্পানিগুলিকে তাদের ভ্যালু অনুসারে র‍্যাঙ্ক করা হয়, লিস্টেড কোম্পানির জন্য মার্কেট ক্যাপিটালাইসেশন এবং নন-লিস্টেড কোম্পানিগুলির ভ্যালুয়েশন হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়। এই লিস্টে পৌঁছানোর কাট-অফ তারিখ ছিল ২৫শে সেপ্টেম্বর ২০২৪। এই লিস্টটি শুধুমাত্র ভারতে হেডকোয়ার্টার থাকা সংস্থাগুলিকে বোঝায় (রাজ্য মালিকানাধীন সংস্থাগুলি এবং বিদেশী সংস্থাগুলির সহায়ক সংস্থাগুলি অন্তর্ভুক্ত নয়)। লিস্টে থাকা সমস্ত কোম্পানির ক্রমবর্ধমান মূল্য ৩৬ লক্ষ কোটি টাকা। ইন্ডিয়াস টপ ২০০ সেল্ফ-মেড এন্টারপ্রেনারস অফ দ্য মিলেনিয়া ২০২৪ দেশব্যাপী ৪৬টি শহরের ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত করা হয়েছে। বেঙ্গালুরু ৯৮ জন উদ্যোক্তা নিয়ে লিস্টের শীর্ষে রয়েছে, তারপরে মুম্বাই ৭৩ এবং নিউ দিল্লী ৫১ জন নিয়ে রয়েছে। এই তিনটি শহরে লিস্টের অর্ধেকেরও বেশি উদ্যোক্তা রয়েছে। ফাইনান্সিয়াল সার্ভিস ৫০টি কোম্পানির সাথে তালিকায় প্রাধান্য পেয়েছে, যেখানে হেলথকেয়ার এবং রিটেল প্রতিটিতে ২৫ জন প্রবেশকারী রয়েছে। উল্লেখযোগ্যভাবে, লিস্টে প্রায় ৯৪ প্রতিনিধিত্ব করে, ১৮৮টি কোম্পানির এক্সটার্নাল ইনভেস্টর রয়েছে, এবং বাকিগুলি বুটস্ট্র্যাপড। শ্রী বিকাশ শর্মা, হেড-ওয়েলথ ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড প্রাইভেট ব্যাঙ্কিং, আইডিএফসি ফার্স্ট ব্যাঙ্ক বলেছেনঃ আমরা ' ফার্স্ট প্রাইভেট অ্যান্ড হুরুন ইন্ডিয়া'স টপ ২০০ সেল্ফ-মেড এন্টারপ্রেনারস অফ দ্য মিলেনিয়া ২০২৪'-এর দ্বিতীয় সংস্করণ উন্মোচন করতে পেরে গর্বিত।

আই সি ডি এস এর অবসর প্রাপ্ত কর্মী অনীতা দাস ও সুপার ভাইজার প্রতিমা কোলে-র অবসর কালীন বিদায় সম্ভাষণ জানানো হয় হরিপাল আশুতোষ গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে অঙ্গনারী সেন্টারে , সেখানে উপস্থিত ছিলেন বর্তমান সুপার ভাইজার ও ঐ পঞ্চায়েতের সমস্ত কর্মীরা।

সুব্রত ঘোষাল (প্রখ্যাত কবি, গায়ক, লেখক, সঙ্গীত পরিচালক এবং সুরকার) ভারতের রাষ্ট্রপতি (প্রাক্তন) ড. রামনাথ কোবিন্দ এবং শ্রীমতি কোবিন্দ এবং অন্য ভিআইপি অতিথিরা দিল্লি থেকে ভেন্যুতে (বিশ্ব বাংলা কনভেনশন সেন্টার)

কি ভাবেই চক-ডাস্টার কিনছে বাংলার স্কুল?

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ ডিসেম্বর ঃ কলকাতা হোক বা জেলা। চিত্র সব জায়গায় প্রায় এক। স্কুলগুলির অ্যাকাউন্টে ঢুকছে না টাকা। বছর শেষে শিক্ষাবর্ষের ৭৫ শতাংশ টাকাই পেল না রাজ্যের স্কুলগুলি। যার জেরে বিপাকে তারা। পড়াশোনা চালাতে এনজিও-র শরণাপন্ন হতে হচ্ছে স্কুলগুলিকে। সূত্রের খবর, পুকুরের মাছ বিক্রি করে চক ডাস্টার কিনছে স্কুল কর্তৃপক্ষ। কোথাও আবার নিজেদের মধ্যে চাঁদা তুলে চক-ডাস্টার-রেজিস্ট্রার খাতা কিনছে তারা। শুধু কী তাই! চুক্তিভিত্তির কর্মীদেরও টাকা দিতে পারছে না অনেক স্কুল। শিক্ষাদফতর যখন এর দায় কেন্দ্রের দিকে চাপাতে চাইছে। সেই সময় প্রধান শিক্ষক সংগঠনেরই এক নেতার দাবি, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার-পুজোর অনুদান সবই বাড়ছে। কিন্তু স্কুলের জন্য টাকা বরাদ্দ হচ্ছে না? বস্তুত, সরকারি স্কুলের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কম্পোজিট গ্রান্ট দেয় রাজ্যের শিক্ষাদফতর। কম্পোজিট গ্রান্ট বাবদ স্কুল বছরে পায় ১ লক্ষ টাকা পায়। কেন্দ্র ও রাজ্য যৌথভাবে এই টাকা পাঠায়। এ বছর স্কুলগুলো পেল মাত্র ২৫ হাজার টাকা। ঘাটতি ৭৫ হাজার টাকা। এই ঘাটতি কে পূরণ করবে? ঘাটতি মেটাতে কার্যত স্কুলগুলি এলাকাবাসীর কাছে হাত পাতছে। অর্থা ডোনার খুঁজছে তারা। এনজিওর শরণাপন্ন হচ্ছে। বাঁকুড়ার স্কুলের এক শিক্ষক বলেন, বেসরকারিকরণের পথে সরকার কি ঠেলছে? গরিব মানুষের সব ছেলেমেয়ে। তারা কোথায় যাবে? আমরা ধার-দেনা করছি। যে দোকান থেকে কিনতাম চক-ডাস্টার সেখানে গিয়ে বলছি কিছুদিন ধার দাও। এটা কতদিন চলবে? প্রধান শিক্ষক সংগঠনের নেতা চঃদন মাইতি বলেন, লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা পাচ্ছে। পুজো কমিটি বর্ধিত হারে টাকা পাচ্ছে। স্কুল গুলির টাকা এখনও ঢোকেনি। শিক্ষা দফতর যদি এখনও না ভাবে অব্যবস্থা তৈরি হবে। অপরদিকে, কেন্দ্রীয় শিক্ষাপ্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার বলেন, নিয়োগে দুর্নীতি হয়েছে। আর এখন কম্পোজিট গ্রান্ট না দিয়ে স্কুলগুলি যাতে বন্ধ হয়ে যায় সেই চেষ্টা করছে। যদিও, রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর দাবি, কেন্দ্রের কাছ থেকে ১২০০ কোটি পাওনা রয়েছে। সেটা এলে সুবিধা হবে। এই টাকা অবিলম্বে কেন্দ্রের দিয়ে দেওয়া উচিত। এটা শুধু দুর্ভাগ্যজনক নয়, এটা নিন্দনীয়।

বিশালগড়ে দুঃসাহসিক চুরি, পুলিশের টহলদারি জোরদার করার দাবি

বিশালগড়, ১৮ ডিসেম্বর ঃ রাতের অন্ধকারে এক বৃদ্ধ মহিলার ঘরে দুঃসাহসিক চুরি। ঘটনা বিশালগড় থানার অধীন গোকুলনগর রাস্তার মাথা এলাকায়। জানা যায়, সোমবার বিকালে ওই বৃদ্ধ মহিলা ওনার মেয়ের বাড়িতে বেড়াতে যান ঘরে তালা দিয়ে। মঙ্গলবার সকালবেলা উনার পুত্রবধূ দেখতে পায় ঘরের তালা ভেঙ্গে রয়েছে। পরবর্তী সময় পুত্রবধূ আশপাশের লোকজনকে খবর দেয় এবং শাশুড়িকে খবর পাঠায়। ওই বৃদ্ধ মহিলা বাড়িতে এসে দেখেন ঘরের সমস্ত জিনিসপত্র লন্ডভন্ড এবং সুকেশ ভেঙ্গে রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় বিশালগড় থানায়। ওই বৃদ্ধ মহিলা জানান, নগদ টাকা এবং স্বর্ণালংকার সহ এক লক্ষ টাকার জিনিস নিয়ে চম্পট দিয়েছে চোরের দল। এলাকাবাসীর বক্তব্য, জাতীয় সড়কের পাশে বৃদ্ধ মহিলার বাড়ি। যদি পুলিশ প্রশাসন প্রত্যেকদিন টহলদারি করত তাহলে এই ধরনের চুরি ছিনতাই বিভিন্ন অসামাজিক কাজকর্ম কিছুটা হলেও রোধ করা যেত। বিশালগড় মহকুমা এলাকায় প্রত্যেকদিন কোন না কোন জায়গায় চুরি এবং ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটে চলছে।

দ্বিবেদীর নেতৃত্বে ষষ্ঠ অর্থ কমিশনের নতুন কমিটি

দুরন্ত বার্তা, কলকাত, ১৮ ডিসেম্বর ঃ রাজ্যের পঞ্চায়েতগুলির মানোন্নয়ন এবং যথাযথভাবে অর্থ খরচে পরিকল্পনা তৈরির জন্য ষষ্ঠ অর্থ কমিশনের নতুন কমিটি গড়ল রাজ্য। পাঁচ সদস্যের এই কমিটির চেয়ারম্যান করা হয়েছে রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদীকে। কমিটির বাকি চার সদস্য হলেন-অবসরপ্রাপ্ত প্রাক্তন আইএএস বর্ণালী বসু, প্রাক্তন ডব্লুউবিসিএস আশিস চক্রবর্তী, ব্যাঙ্ক কর্তা রুমা মুখোপাধ্যায় এবং প্রাক্তন আইএএস অজয় ভট্টাচার্য। প্রশাসন সূত্রের খবর, কী কী কাজ করলে পঞ্চায়েতগুলির আর্থিক অবস্থার উন্নতি হবে, কীভাবে আরও পরিকাঠামোগত মানোন্নয়ন করা যায়, পঞ্চায়েতের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে সরকারি অর্থ আরও যথাযথভাবে কীভাবে ব্যবহার করা যায়।

এবার ডেঙ্গির ওষুধ আসতে চলেছে বাজারে, জানুয়ারি মাসে ট্রায়াল এনআরএস হাসপাতালে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ ডিসেম্বরঃ ডেঙ্গি হলে মানুষজন আতঙ্কে ভোগে। কারণ এই রোগের চিকিৎসা নেই। আবার এই রোগে মারা যায় মানুষ বেশি। গোটা দেশে কোনও ওষুধ নেই ডেঙ্গির। মশাবাহিত এই সংক্রমণের চিকিৎসা হয় বিশেষ করে উপসর্গভিত্তিক। তবে এবার সেই ডেঙ্গির প্রত্যক্ষ চিকিৎসা আসতে চলেছে বলে খবর। কারণ ডেঙ্গির মোকাবিলা করতে ওষুধ আনছে সিরাম ইনস্টিটিউট। ডেঙ্গিকে মোকাবিলা করতে মোনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি আনতে চলেছে সিরাম ইনস্টিটিউট। যার ফলে অ্যান্টিবডি সরাসরি হারিয়ে দেবে চাররকম ডেঙ্গি ভাইরাসকে। প্রথম দু'টি পর্বে মিলেছে সাফল্য। এবার তৃতীয় এবং চূড়ান্ত পর্যায়ের ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল হতে চলেছে বলে খবর। তবে বড় খবরটা হচ্ছে, বাংলায় এই ট্রায়াল হতে চলেছে। নতুন বছরের জানুয়ারি মাসে এই ট্রায়ালে সামিল হতে চলেছে এনআরএস হাসপাতাল বলে সূত্রের খবর। তারপর ওষুধটা এলে ডেঙ্গি মোকাবিলা করা বাঁ-হাতের খেলা হয়ে যাবে। ওই ওষুধে থাকবে প্রচণ্ড ডেঙ্গিকেও রুখে দেওয়ার দাওয়াই। এমনকী বহু মৃত্যু এড়ানো যাবে বলে মনে করছেন চিকিৎসকরা। যদিও এই বছর প্রথম বাংলায় ডেঙ্গির প্রকোপ অত্যন্ত কম। ফলে সেভাবে আলোচনা হচ্ছে না। কিন্তু ডেঙ্গিকে চিরতরে শেষ করে ফেলতে এই দাওয়াই আসছে দেশে। ২০২৪ সালের ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময়ে রাজ্যে ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা ৩০ হাজার ছাড়িয়েছে। ডেঙ্গিতে এবারও মৃত্যু হয়েছে। ডেঙ্গির সংক্রমণ বাড়তি মাথাব্যথার কারণ ছিল স্বাস্থ্য

কর্তাদের কাছে। তবে এমন আবহে নতুন ওষুধ আসার সম্ভাবনায় আশার আলো দেখছেন চিকিৎসকরা। সিরাম নির্মিত 'ডেঙ্গি-শিল্ড' নামের এই মোনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি তৃতীয় পর্যায়ের ট্রায়াল সাফল্য পেয়ে ভবিষ্যতে দেশের ওষুধ নিয়ন্ত্রক সংস্থার অনুমোদন পেলে অকালমৃত্যু আটকানো যাবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা। স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে খবর, দেশের ২০টি ট্রায়াল সেন্টারে ৫-১৪ বছরের শিশু এবং ১৮ বছরের বেশি বয়সি প্রাপ্তবয়স্কদের এই থার্ড ফেজ ট্রায়ালে অংশগ্রহণ করানো হবে। ডেঙ্গি রোগীকে হাসপাতালে ভর্তি করে তাঁদের উপর প্রয়োগ করা হবে এই ডেঙ্গি মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি থেরাপি। সংস্থা সূত্রে খবর, প্রথম পর্যায়ে অ্যানিমাল ট্রায়ালের পর দ্বিতীয় পর্যায়ে হিউম্যান ট্রায়ালে এই মোনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি অস্ট্রেলিয়ায় ৪০ জনের উপর এবং পরে ভারতের ২৫০ জনের উপর প্রয়োগ করা হয়েছিল। তাতে কোনও সমস্যা দেখা দেয়নি। তাই এবার তৃতীয় ট্রায়াল। এই বিষয়ে বেসরকারি ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল ফেসিলিটেটর সংস্থার সর্বভারতীয় কর্তা স্নেহেন্দু কোনার বলেন, ''অ্যান্টিবডি এক ধরনের প্রোটিন। যা আমাদের শরীরের ইমিউনিটি ব্যবস্থায় স্বাভাবিকভাবে তৈরি হয়। টিকার প্রতিক্রিয়ায় সেটি তৈরি হওয়ার পরে ভাইরাস-ব্যাকটেরিয়ার মতো হামলাকারী জীবাণুকে নিকেশ করে। অ্যান্টিবডি তৈরি হতে কিছু সময় লাগে। তখন সময় নষ্ট না করে বাইরে থেকে মোনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি প্রয়োগ করা হলে দ্রুত নিয়ন্ত্রণে আসে সংক্রমণ।''

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩০ বর্ষ, দৈনিক ১৯ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার ০৩ পৌষ, ১৪৩১

প্রাচীন কলকাতার ইতিহাস

শ্যামবাজার নামকরণ এর ইতিহাস। শ্যামবাজার কলকাতার উত্তরভাগে অবস্থিত একটি অঞ্চল। শ্যামবাজার অঞ্চলটি কলকাতা পুলিশের শ্যামপুকুর থানার অন্তর্গত শ্যামবাজার ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল তথা বাঙালি অভিজাতপল্লি শ্যামবাজার অতীতে সুতানুটি গ্রামের একটি অংশ ছিল। বর্তমান শ্যামবাজার অঞ্চলে অতীতে একটি বিখ্যাত বাজার ছিল। জন জেফানিয়া হলওয়েল এই বাজারটিকে চার্লস বাজার নামে অভিহিত করেন। শোভারাম বসাক তার গৃহদেবতা শ্যামরায়ের (কৃষ্ণ) নামানুসারে এই অঞ্চলের বর্তমান নামকরণটি করেন। উল্লেখ্য, শেঠ ও বসাক পরিবারগুলি ছিল সুতানুটির আদি বাসিন্দা ও শোভারাম বসাক ছিলেন অষ্টাদশ শতাব্দীর কলকাতার এক বিশিষ্ট বাঙালি ধনী ব্যবসায়ী। সেকালের সুতানুটি অঞ্চলে কোনো বড় রাস্তা ছিল না। কেবলমাত্র হালিশহর থেকে বড়িশা পর্যন্ত প্রসারিত একটি তীর্থযাত্রাপথ ছিল। এই পথেরই একটি অংশে পরবর্তীকালে চিৎপুর রোড (অধুনা রবীন্দ্র সরণি) নির্মিত হয়। চিৎপুর রোড শ্যামবাজারের পার্শ্ববর্তী বাগবাজার ও চিৎপুর অঞ্চলের উপর দিয়ে প্রসারিত ছিল। উনবিংশ শতাব্দীতে রাস্তাঘাট নির্মাণ শুরু হওয়ার পর থেকেই শ্যামবাজার অঞ্চলের সমৃদ্ধি ঘটতে শুরু করে। লটারি কমিশন (১৮১৭) ও পরবর্তীকালে লটারি কমিটি (১৮৩৬) সালে পুরনো কলকাতার দেশীয়-অধ্যুষিত অঞ্চলগুলির রাস্তাঘাট নির্মাণের দায়িত্ব পায়। চৌরঙ্গী-চিৎপুর রাস্তাটির সমান্তরালে কলকাতার উত্তর থেকে দক্ষিণে প্রসারিত প্রধান রাস্তাটি এই সময়েই নির্মিত হয়। ১৭৪২ সালে মারাঠা দস্যুদের সম্ভাব্য কলকাতা আক্রমণ প্রতিরোধ করার লক্ষ্যে তিন মাইল দীর্ঘ মারাঠা খাত খনন করা হয়। কিন্তু মারাঠারা কলকাতা আক্রমণ করেনি। ১৭৯৯ সালে এই খাতটি বুজিয়ে সার্কুলার রোড নির্মিত হয়।এই রাস্তাটি শ্যামবাজার থেকে ময়দান পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে এটিকে পাকা রাস্তায় উত্তীর্ণ করা হয়। একই সময় লটারি কমিটি উত্তর ও দক্ষিণ কলকাতার সংযোগরক্ষাকারী আরও কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা নির্মাণ করে। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য উড স্ট্রিট (যার একটি অংশ বর্তমানে ড. মার্টিন লুথার কিং সরণি নামে পরিচিত), ওয়েলেসলি স্ট্রিট (বর্তমান নাম রফি আহমেদ কিদোয়াই স্ট্রিট), কলেজ স্ট্রিট ও কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট (বর্তমান নাম বিধান সরণি)। ব্যারাকপুর পর্যন্ত একটি নতুন রাস্তা (যা বর্তমানে ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড বা বি টি রোড ও বিধান সরণির কিয়দংশ) ও আর. জি. কর রোডও এই সময়েই নির্মিত হয়েছিল। ১৯১১ সালে ক্যালকাটা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট সেন্ট্রাল অ্যাভেনিউ-এর একটি প্রসারিত অংশকে (যার শ্যামবাজারের দিকের অংশটির নাম ভূপেন বোস অ্যাভেনিউ) শ্যামবাজারের সঙ্গে যুক্ত করে। এইভাবে পাঁচটি রাস্তা একত্রিত হয়ে গড়ে ওঠে শ্যামবাজারের বিখ্যাত পাঁচমাথার মোড়।

মৃণাল সেনের অভিনেত্রীস্ত্রী

হিন্দি ফিল্মের সুপারস্টার রাজেশ খান্নাকে নিয়ে ছবি করার অফার দিলেন বেশ পয়সাওয়ালা প্রযোজক, টাকার অঙ্ক খুব কম নয় সাত লাখ। তখন মৃণাল সেন পরিচালক হিসেবে খ্যাত হলেও আর্থিক অনটন লেগেই আছে। অথচ এত অঙ্কের টাকার হাতছানি! তিনি কোন দিকে যে যাবেন! সহধর্মিনী গীতা স্বামীর হাত ধরে বলেছিলেন তারা হয়তো না খেয়ে মরে যাবেন না তবে যাবেন বাইরে রাজেশ খান্নাকে নিয়ে ছবি করলে তিনি কিন্তু আর মৃণাল সেন থাকবেন না। বিপুল অঙ্কের অর্থ এভাবে উপেক্ষা, স্বামীর সৃজনশীলতা, প্রতিভার প্রতি অটুট আস্থা অভাবের সংসারে দেখানোর সাহস দেখিয়েছেন মৃণাল জায়া গীতা সেন। সিনেমার তুলনায় নাটকে গীতার সময় কেটে যেত। কলেজ স্ট্রিট থেকে রিহার্সাল শেষ হলে বেলগাছিয়ায় পিসির বাড়িতে ফিরতেন গীতা। ঋত্বিক ঘটক ঐ দলের হৃদয়। তিনি ছাড়াও বেশিরভাগ দিনের সঙ্গী মৃণাল,তাপস সেন। মৃণাল কে কখনো মুখ ফুটে গীতাকে বলতে হয়নি ভালবাসার কথা। তাদের বন্ধু বান্ধব সবাই জানতেন গীতা -মৃণাল বিয়ে করবে। তখন মৃণাল সেন মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ। গীতা জানতেন এই কাজের জন্য তাঁর স্বামী পৃথিবীতে আসেননি। মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভের চাকরি মৃণাল সেন ছাড়তে পেরেছিলেন জায়া গীতার অনুপ্রেরণায়। তবে খুব ভালবাসা দিয়ে পেট ভরে না চাল কিনতে বেরিয়ে মৃণাল এনেছেন এক ঠোঙা মুড়ি। ওই মুড়িতে কেটেছে দিন। এমনও হয়েছে সাতদিনের মধ্যে একদিনও ভাত রান্না হয় নি। যদিও মৃণালের ভেতরের স্বপ্ন, কষ্ট কোনো অনুভবে ভুল হয়নি গীতা সেনের। স্বামীকে তিনি ভরসা, প্রেরণা দিয়েছেন। মৃণাল পেরেছিলেন নিজের স্বপ্ন কে বাঁচাতে আর সেই জন্য 'রাতভোর' তৈরির চার বছর পর তৈরি হলো 'নীল আকাশের নীচে' কিংবদন্তি পরিচালকের মৃণাল সেন হয়ে ওঠার প্রথম শক্ত সিঁড়ি। বিয়ের ১৯বছর পরে গীতা সেনকে মৃণাল নিয়েছিলেন নিজের 'কলকাতা ৭১' ছবিতে। কেন ১৯বছর পরে সহধর্মিনী সুযোগ পেলেন : আরো আগে কেন নয়। মৃণাল মজা করে বলেছিলেন ছবি পরিচালনা নিঃসন্দেহে কঠিন কাজ তবে আরও কঠিন বউকে ডিরেকশন দেওয়া সেইজন্য নিতে পারেন নি। ঋত্বিক ঘটকের 'নাগরিক', মৃণালের 'কলকাতা ৭১', 'কোরাস', 'একদিন প্রতিদিন', 'আকালের সন্ধানে', 'খারিজ', 'খণ্ডহর', 'মহাপৃথিবী' এবং শ্যাম বেনেগালের 'আরোহণ'-এ গীতার অভিনয় চিরকাল মনে থাকবে।প্রসঙ্গত গীতার পিসতুতো ভাই ছিলেন অনুপকুমার। আর জন্মদিনে মে স্বামীর জন্য গীতা পায়েস রান্না করতে উপকরণের প্রায় কিছুই জোগাড় করতে পারেন নি তিনি তাঁর সাড়ম্বর জন্মদিন পালন করেছেন 'কান' উৎসবে। স্বামীর প্রতি ভালোবাসা ঝরে পড়ে ।তাঁর পড়াশোনার অবদানে মৃণাল।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

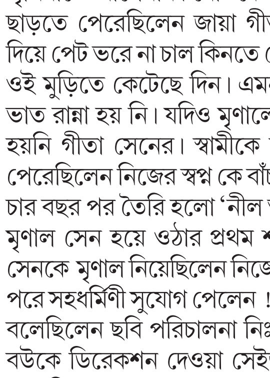

মা এর পুজো করতে হবে। তাঁর আশির্বাদ গ্রহণ করতে হবে।তাকে মনে প্রাণে ডাকতে হবে। তিনি সবার ডাকে সাড়া দিয়ে থাকেন।মা হচ্ছেন সেই মধ্যাকর্ষণ। তাঁকে ঘিরে সবাই চলাফেরা করে। কাজ করতে হবে। মহৎ কাজ করতে হবে। নিজের মনকে শুদ্ধ করতে হবে।মানবধর্মের জয় করতে হবে। তার বিকাশ করতে হবে। জগত মাতাই হচ্ছেন শক্তিদাত্রী। তিনি শক্তি দান করে থাকেন। পুজো না করে শরীর চর্চা করতে হবে। শরীর চর্চা করে শক্তি অর্জন করতে হবে। দান এবং ধ্যান করলে সম্পদ কোনও সময় কমে না। তা বৃদ্ধি পেতে থাকে।

রামকৃষ্ণ-কথামৃত

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, জীবনটা যদি শুদ্ধ না হল তাহলে পুজোপাঠ করে কী লাভ। মায়ের শক্তিকে ধারন করতে হবে। জাগরিত করতে হবে মন শক্তিকে। মনের শক্তিকে।মনকে শুদ্ধি করতে হবে।পাপ থেকে মনটাকে দূর করতে হবে। জাগাতে হবে মনের মধ্যে থাকা সৎ শক্তিকে।জাগরিত করতে হবে মানবশক্তি। শুধু নিজেকেই শক্তিধারক বা বাহক করলে চলবে না। সবাইকে শক্তিশালী করার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে।সবাইকে সুদ্ধাচারে থাকতে হবে। না হলে দেশটা একেবারে পঙ্কিল হয়ে যাবে। শুভ্রতার প্রতীক হতে হবে। জ্ঞান অর্জন করতে হবে।শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে।সৎ শিক্ষা গ্রহণ করলে তার একটি মূল্য আছে। জীবন কোনও সময়ে কঠিন হয়ে উঠবে না যদি সেবা ধর্ম পালন করা যায়। সেবাই হচ্ছে পরম ধর্ম।তার মতো আর কোনও ধর্ম নেই। সব ধর্মের সেরা ধর্ম হচ্ছে সেবা। মানব সভ্যতাকে রক্ষা করতে হবে। মানবজাতিকে রক্ষা করতে হবে। দেশকে রক্ষা করার ব্রত গ্রহণ করতে হবে।দেশকে রক্ষা করতে পারলে তবেই নিজেকে রক্ষা করা সম্ভব। শুধু শুধু বেদ পড়ে কিছু হবে না।

উস্তাদ জাকির হুসেন ছিলেন ভারতের ইতিহাস এবং সঙ্গীত দর্শনের অন্যতম বিশ্ব প্রতিনিধি যাঁর মনের মধ্যে ছিল ধর্মনিরপেক্ষতার ঐক্যতান

রবীন্দ্র কুমার শীল

তবলার নিজস্ব ছন্দ রয়েছে। আর সেই ছন্দটাকে যাঁরা ধরতে পেরেছেন বা বুঝতে পেরেছেন তাদের সবার কাছে সেই ছন্দের মধুর শব্দকে পৌঁছে দিতে এতটুকু দ্বিধাবোধ করেননি জাকির হুসেন। তিনি সেই সুমধুর ছন্দকে সবার কাছে প্রিয় করে তুলেছেন অক্লান্ত সাধনায় সিদ্ধি লাভ করে। তবলা এমন একটি বাদ্যযন্ত্র যার নিজস্ব বোল রয়েছে। সেই বোল এক এক সময়ে মনে হয় কথা বলে।প্রতিটি কথার সুরসঙ্গত ডত্তর দিতে দ্বিধাবোধ করে না। তবলা ছাড়া গান হয় না। হারমোনিয়াম ছাড়া গান হতে পারে।কিন্তু তবলা ছাড়া গানের সুরের রেশটাতে খানিকটা আঘাত করবে এটা নিশ্চিত করে বলে দেওয়া যেতে পারে।আসলে আমরা সবাই তবলাবাদককে তবলচি বলে জানি। আবার কখনও কখনও বলি তবলচি আসেনি। তবলচি শব্দ উচ্চারণে কানে খানিকটা খটকা লাগে।গানের জলসায় তবলচি বলে ডাকতে আবার কাউকে কাউকে শুনেছি। তবলচিকে শিল্পী বলাটা আমাদের অধিকাংশ শ্রোতাদের কাছে কী খুবই সংশয় সৃষ্টি করে? কিন্তু এই ভারতে এমন সব তবলচি রয়েছেন যাঁদেরকে ওস্তাদ না বলে থাকাটা একেবারে অসম্ভব।মাথাটা তাঁদের কাছে আপনা থেকেই নত হয়ে আসবে। শিরদাঁড়া সোজা করে তাদেরকে তবলচি বলে ডাকা একেবারে অসম্ভব। সেই রকমই একজন শিল্পী হলেন ওস্তাদ জাকির হুসেন। তবলা ছাড়া জীবন বলে আর কিছু হতে পারে না তাঁর কাছে। তিনি খুব ছোটবেলা থেকেই তবলার ভক্ত এবং মন্ত্রমুগ্ধ শ্রোতা। ওস্তাদ জাকির হুসেন নিজেই বলতেন বড় শিল্পী হতে গেলে ভালো শ্রোতা হওয়াটা খুবই প্রয়োজন।তবেই না সাধক হওয়া সম্ভব।আসলে সাধক হওয়া আর শিল্পী হওয়ার মধ্যে কোথাও যেন একটা ভেদরেখা রয়েছে। সাধক সবাই হতে পারে না। সাধক হওয়ার পথটা অত্যন্ত দুর্গম। সেই দুর্গম পথকে তিনি অতিক্রম করতে পারেন।অসাধ্য সাধনার জয়লাভ করে তিনিই সাধকে পরিণত হন। ওস্তাদ জাকির হসেন হচ্ছেন তবলার জাত সাধক। তাঁকে শুধু শিল্পী বলেই আখ্যা দিলে থেমে থাকবে না। তাঁকে যথার্থ সম্মান দিয়ে কুর্নিশ করে বলতে হবে 'সাধক'।সেই কারণে একজন সাধক যখন ইহলোক ত্যাগ করেন তখন তার জন্য সবাই শোকাহত। আমেরিকার সান ফ্রান্সিসকোতে প্রয়াত হলেন উস্তাদ জাকির হুসেন। সেখানে গুরুতর অসুস্থ হয়ে ভেন্টিলেশনে থাকার সময়ে হঠাৎ সর্বত্র গুজব ছড়িয়ে পড়েছিল তিনি আর ইহজগতে নেই। ভারত সরকারের তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ ভুল বশত সত্যতা নিশ্চিত করে এক্স হ্যাণ্ডেলে জাকিরের মৃত্যু সংবাদ পোস্ট করে। পরে তা মুছে ফেলে।ফেসবুকেও অসংখ্য পোস্ট দেখতে পাওয়া যায় জাকিরের মৃত্যু

সংবাদ ঘিরে।এই রকম যখন ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি তখন খুরশিদ সংবাদ দিয়েছিলেন যে তাঁর মৃত্যু সংবাদ সঠিক নয়। সমস্ত অনুরাগীদের ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করার অনুরোধ জানান।কিন্তু অসুস্থতার হাত থেকে নিজেকে আর ফেরাতে পারলেন না। চলে গেলেন একেবারে সবাইয়ের চোখে জল এনে। আসলে এমন এক একটি জীবন এই ধরনী থেকে বিদায় গ্রহণ করে তখন তার নিকটজন ছাড়াও তাঁর নামের সঙ্গে পরিচয় হয়েছেন বা তাঁর প্রতিভার পরিচয় লাভ করেছেন , ইউটিউব কিংবা কোনও অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে তাঁর শ্রোতা হয়েছেন, তারাও অতি অবশ্য জাকির হুসেনের পরলোকগমন কালে শোকস্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। ওস্তাদ জাকির হুসেনের শূন্যতা মানেই হল সঙ্গীত জগতে একটি নিঃস্তব্ধতা সৃষ্টি হওয়া। যে সঙ্গীত জগতে আলোকিত করে রেখে দিয়েছিলেন তবলার তান তুলে। সেই জাকির হুসেনের তাল-বোল আর প্রত্যক্ষভাবে শুনতে পাওয়া একেবারে অসম্ভব হবে।তবে তিনি যখন অসুস্থ ছিলেন এবং হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার মতো অবস্থায় ছিলেন না তখন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন যে মুম্বইতে তাঁর ফিউশন ব্যাণ্ড 'শক্তি'র বেশ কয়েকটি অনুষ্ঠান করবেন। এই কথাটি লেখার সময়ে মনে পড়ে গেল পণ্ডিত রবিশঙ্কর নাকে অক্সিজেনের নল নিয়ে অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। সঙ্গীত এমনই একটি জগৎ যেখানে শিল্পীকে সব সময়ে টানে বা ডাকে। আর সেই ডাককে একেবারে উপেক্ষা করাটা অসম্ভব।সেই কারণে প্রায় সময়ে আমরা দেখতে পাই যে বহু প্রতিভা জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সঙ্গীতে মধ্যে নিজেকে লীন করে দেওয়ার চেষ্টায় রত ছিলেন। সঙ্গীত একটি অন্য জগত। এই জগতে যিনি স্বাদ গ্রহণ করেছেন বা সঙ্গীতের যিনি রস পান করেছেন তাঁর কাছে অন্য সব কিছুই নীরস। যিনি সঙ্গীতের রসকে আকণ্ঠ পান করতে পারেন তিনি ওস্তাদ ও পণ্ডিতজী।

১৯৫১ সালে ৯ মার্চ ওস্তাদ জাকির হুসেন মুম্বই শহরে জন্ম গ্রহণ করেছেন।জাকির যখন জন্ম গ্রহণ করেন তখন তাঁর পিতা তাঁকে কোলে নিয়ে তবলার মন্ত্র উচ্চারিত করেছিলেন। সেই তবলার মন্ত্রই তা পরে মহামন্ত্র হয়ে দেখা দিল জাকিরের জীবনে। মহামন্ত্র উচ্চারিত হতে থাকলো তাঁর দুই তালুর মধ্যে দিয়ে তবলার সঙ্গে সঙ্গত কালে। সেই মহামন্ত্রে সারা বিশ্ব মুগ্ধ হলো এবং অভিনন্দিত করলো।পিতা ওস্তাদ আল্লা রাখাও চাইতেন তাঁর পুত্র যেন সরস্বতীর বর লাভ করুক।সেই কারণে তিনি সদ্যোজাত শিশু জাকিরের কানে প্রার্থনার মন্ত্র উচ্চারিত করেছিলেন তবলার তাল-বোল দিয়ে। সেই বোল মহাবোলে পরিণত হয়ে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়তে থাকে এবং তাতেই তৃপ্ত হয়ে ওঠে সঙ্গীত পিপাসুদের মন। মাত্র সাত বছর বয়স থেকেই তবলার হাতে খড়ি দিয়েছিলেন জাকির পিতার কাছে। পিতাই ছিলেন তাঁর শৈশবের গুরু। তাঁর হাত ধরে তবলার বোল তোলা। কোনও কোনও রাতে পিতা তাকে তবলার এবং রাগ রাগিণীর ইতিহাস শোনাতেন। বালক জাকির মন দিয়ে সেই সব কথা শুনতো।পিতা তাঁকে কীভাবে তবলার মধ্যে দিয়ে বিভিন্ন মাত্রার বোলকে ফোটাতে হবে তার কৌশল রপ্ত করতে শেখান। শাস্ত্রীয় বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তবলার যে সুর এবং তাল তুলতে তাতে মাতোয়ারা হয়ে যেত শ্রোতামহল। তবলা শুধু গানের হাতিয়ার নয়, সে নিজ শিল্পগুণ সম্পন্ন একটি যন্ত্র তার পরিচয় ফুটে উঠত জাকিরের হাত ধরে।শিক্ষা গ্রহণ কালে তবলাকে শুধুমাত্র পাঞ্জাব ঘরানার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেননি, তিনি বিভিন্ন রাজ্যের তবলার ঘরানার যে ধারা প্রবাহিত ছিল তাকেও রপ্ত করেছিলেন। একটি স্বতন্ত্র ঘরানার সৃষ্টি করেছিলেন বলা যেতে পারে। সেটাকে বলা উচিত 'জাকির ঘরানা'। 'জাকির ঘরানা'র সৃষ্টি করার একটি প্রবণতা তাঁর মনের মধ্যে উঁকি দিয়েছিল। সেই ঘরানার মধ্যে সর্বভারতীয় রসধারার ফল্গু প্রবাহিত হতে থাকে।জাকির হুসেনের তবলা শুধু মাত্র পাঞ্জাব এর মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে তা আন্তর্জাতিকতায় পরিণত হয়েছিল। বিদেশি বহু শব্দকে তবলার বোলের মধ্যে নির্মাণ করে গিয়েছিলেন।কী করে প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের সঙ্গীত রসধারাকে তবলার ছন্দে বন্ধন করতে হবে এবং প্রতিষ্ঠিত করতে হবে তার দিকেই ছিল তাঁর দৃষ্টি। প্রতিটি তবলার বোলের মধ্যে যে জনপ্রীতির রসরূপ সবাইকে মুগ্ধ করতো। সঙ্গ ছিল তাঁর আন্তরিক ব্যবহার। তাঁর আচার ব্যবহারের মধ্যে যে ভারতীয় ভ্রাতৃত্ববোধে প্রকাশ ঘটেছে তাকে একেবারে

অস্বীকার করা যায় না। কোথাও তিনি নিজেকে অহংয়ের তালিকা প্রতিষ্ঠা করেননি।তিনি সব সময়ে অতি সাধারণ মানুষের মনের মধ্যে বিচরণ করার চেষ্টা করতেন।তাঁর শাস্ত্রীয় তবলার সঙ্গত শুনতে যাঁরা আসতেন তাঁদেরকে তিনি মনে প্রাণে আপ্যায়ন করতেন। সেই আপ্যায়নের মধ্যে কোনও খাদ ছিল না। ছিল আন্তরিকতা। ভ্রাতৃত্বের স্পর্শ অনুভব করা যেত তাঁর প্রতিটি কথার মধ্যে দিয়ে। ভারতীয় তবলাকে বিশ্ব সঙ্গীতের মধ্যে মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন জাকির হুসেন।যে তবলা শুধু মাত্র ভারতের আঙ্গিনার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল তাকে বিশ্ব দরবারে প্রতিষ্ঠা করে যান।পণ্ডিত রবিশঙ্কর, ওস্তাদ আলি আকবর খান, ওস্তাদ আমজাদ আলি খান, পণ্ডিত শিব কুমার শর্মা, পণ্ডিত হরিপ্রসাদ চৌরাসিয়া মতো প্রবাদপ্রতীম শিল্পীদের সঙ্গে তিনি যেমন সঙ্গত করেছেন আবার পাশাপাশি তিনি আবার সঙ্গত করেছেন ব্রিটিশ গিটারবাদক জন ম্যাকলাফলিন, ফরাাসি আমেরিকার চেলোশিল্পী ইয়ো ইয়ো মা, আমেরিকান জ্যাজশিল্পী চার্লস লয়েড, ব্যাঞ্জো শিল্পী বেলা ফ্লেক, প্রাক্তন 'বিটল' জজ হ্যারিসনের সঙ্গে।তবলাকে আন্তর্জাতিক স্তরে পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করতে তিনি প্রতিষ্ঠিত করলেন একটি ব্যাণ্ড। ১৯৭৩ সালে জাকির হোসেন, ম্যাকলাফলিন, বেলাহা বাদক এল শঙ্কর এবং তাবলা বাদকশিল্পী টি এইচ 'ভিক্কু' বিনয়ক্রম মিলে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন 'শক্তি' ব্যাণ্ড। তাঁদের সেই ব্র্যাণ্ড গ্রামি পুরস্কার লাভ করে। জাকির তাঁর জীবনে চারটি গ্রামির মধ্যে তিনটি গ্রামি পুরস্কার পেয়েছিলেন এই বছরেই। সম্মান দেওয়ার ক্ষেত্রে স্বদেশ পিছিয়ে ছিল না।পদ্মশ্রী, পদ্মভূষণ, পদ্মবিভূষণ, সঙ্গীত নাটক আকাদেমির পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছিলেন। সবচেয়ে বড় কথা তাঁকে কুর্নিশ জানিয়েছিল দেশের সর্বস্তরের জনগণ যাঁরাই ছিলেন সঙ্গীত রসপিপাসু। তাঁর তবলার সঙ্গত মানুষের হৃদয়কে স্পর্শ করতো। মনকে মতোয়ারা করে তুলতো। 'শক্তি' নাম দিয়ে ব্যাণ্ড তৈরি করার পিছনে একটি মানসিকতা কাজ করেছিল সেটা হচ্ছে 'অপরাজিতা'। অপরাজিত হয়ে থাকতে চায় 'শক্তি ' ব্যাণ্ড। সেই তকমা লাভ করতে বেশি দূর পর্যন্ত যেতে হয়নি। সঙ্গীত রসপিপাসুরা সকলেই 'শক্তি' ব্যাণ্ড ভক্ত হয়ে পড়ে।

তবলার ঘরানার বেষ্টিত পরিবার। তাঁর দুই ভাই ওস্তাদ তৌফিক কুরেশি ও ওস্তাদ ফজল কুরেশি সুপরিচিত তবলাবাদক শিল্পী হিসাবে। জাকির হোসেন তো শুধু তবলা শিল্পী ছিলেন না, তিনি ছিলেন সুরকার। সেই সূত্র ধরে অপর্ণা সেন তাঁর পরিচালিত 'মিস্টার এবং মিসেস আইয়ার' ছবিতে সঙ্গীত পরিচালক ছিলেন তিনি। 'শিল্প -তবলা' নাকি 'তবলা- শিল্প' তা নিয়ে আজও সঙ্গীত জগতে বিতর্ক রয়েছে। সেই বিতর্কের অবসান ঘটিয়েছিলেন জাকির হুসেন।তিনি প্রমাণ করে দিয়েছিল যে তবলা একটি স্বতন্ত্র শিল্প। সেই শিল্প মানুষের মনকে নিয়ে কারবার করে। মানবিক মনকে উচ্চাঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করার ব্রত গ্রহণ করেছে। মানসিক শক্তি জাগরিত করতে তবলার তাল-বোল যে কতখানি আন্তরিক হতে পারে তা কসরৎ করে দেখিয়ে দিয়েছিলেন জাকির হুসেন। শস্ত্রীয় সঙ্গীতের জগতে চুল ঝাঁকিয়ে তোলা এই ওস্তাদকে পরম সমাদরে সঙ্গীত মহলে স্থান করে দিয়েছিলেন ওপরওয়ালা। তিনি ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাসী ছিলেন। আর ছিলেন একান্ত ভাবে ভারতীয় যেখান থেকে তাঁকে কোনও সময়ে বিচ্ছিন্ন করা যাবে না।

হিন্দু মুসলিম ভেদ রেখা টেনে তাঁকে বিচ্ছিন্ন করা যাবে না। এটা করাটা খুবই কঠিন। তিনি যে ভারতীয় দর্শনের ওপরে আস্থা রাখতেন তার প্রমাণ তিনি স্বয়ং। তিনি গণেশ এবং সরস্বতীর ভক্ত ছিলেন। হিন্দু দেবতা গণেশ তাঁর কাছে ছিলেন সিদ্ধিদাতা। সিদ্ধিদাতা গণেশকে স্বীকৃতি দিতে তিনি কোনও দিন দ্বিধাবোধ করেননি। সরস্বতীর আশীর্বাদকে মাথায় গ্রহণ করেই অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করতেন। গণেশ এবং দেবী সরস্বতীর নাম গ্রহণ করে তবলা স্পর্শ করতেন।তাঁর কাছে ইসলাম ধর্ম। মানুষকে উচিত পথ ধরে এগিয়ে চলার ধর্ম বলে বিশ্বাস করতেন। সেখানে কোনও ভেদাভেদ ছিল না।ধর্ম মানুষকে বিভেদের মন্ত্র শেখায় না। ধর্ম মানুষের মনের ঐক্যকে নিয়ে আসে। মিলনকে স্বীকৃতি দেয়। মানব আত্মাকে সম্মানিত করে।সেই কারণে তাঁর কাছে হিন্দু বা ইসলাম কিংবা খ্রিস্টান বা অন্য কোনও ধর্ম নিয়ে জিগির ওঠেনি।তিনি ধর্মকে স্বীকৃতি দিলেও ভারতীয় সঙ্গীত রসসাধনাই ছিল তাঁর মূল লক্ষ্য। সেই পথ ধরেই তিনি বিচরণ করেন

কথা সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের গোপন প্রেম কাহিনী এখনও পাঠক সমাদর

বিশেষ প্রতিবেদক

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রেম কাহিনী।পরিণত বয়সে সুনীল যাকে ভালবেসে ছিলেন তিনি ছিলেন একজন ফরাসী তরুণী। নাম মার্গারিট ম্যাথিউ ।সাতাশ বছরের এই তরুণীর সঙ্গে সুনীলের সাক্ষাৎ

হয়েছিল আমেরিকায়।সুনীল তখন মধ্য-পশ্চিম আমেরিকার আয়ওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি সাহিত্য বিভাগের 'ক্রিয়েটিভ রাইটিং প্রোগ্রাম'-এ অংশ নিতে এক বছরের জন্য সেখানে গিয়েছিলেন। মার্গারিট ছিলেন ওই বিশ্ব বিদ্যালয়েরই ফরাসী বিভাগের শিক্ষিকা।সুনীল আয়ওয়া যাওয়ার দু'বছর আগে থেকেই তিনি সেখানে শিক্ষকতা করছিলেন।- মার্গারিটের আগ্রহ ছিল ভারতীয় পুরাণ ও সংস্কৃতিতে। অন্যদিকে সুনীলের গভীর অনুরাগ ছিল ফরাসী ভাষা ও সাহিত্যে।দু'জনে ছিলেন দু'জনার পরিপূরক।সুতরাং খুব দ্রুত তাদের মধ্যে অন্তরঙ্গতা হয়ে গিয়েছিল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা, কখনো বা সারাদিন দু'জন একই ঘরে গল্প করেছেন, ড্রিঙ্ক করেছেন, খাবার ভাগাভাগি করে খেয়েছেন, এমন কী মাসিক খরচও শেয়ার করেছেন। দু'জন এতটাই অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছিলেন যে, কেউ কাউকে ছাড়া দীর্ঘ সময় থাকতে পারতেন না - সুনীল তার 'ছবির দেশে, কবিতার দেশে' শীর্ষক আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থে তাদের সম্পর্ক ও ঘটনা প্রবাহের যে বর্ণনা দিয়েছেন, এতে এটুকু পরিষ্কার যে তাদের সম্পর্কটা শুধু বন্ধুত্বের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। দু'জন দু'জনকে গভীরভাবে শুধু ভালই বাসেননি, প্রেমেও পড়েছিলেন।মার্গারিট তার ধর্মীয় সংস্কারের কারণে এবং সুনীল তার বাস্তব পরিস্থিতি ও দেশে ফেরার টানে প্রকাশ্যে এ প্রেমের কথা একে-অপরের কাছে স্বীকার করেননি। অবশ্য শেষের দিকে মার্গারিট অনেকখানি দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন, ভালবাসা ও ধর্মীয় বিশ্বাসের টানাপোড়নে ভেঙ্গে পড়েছিলেন। অন্যদিকে সুনীল নিজেকে সামলে নিতে পারলেও মার্গারিটের জন্য তার হাহাকারের কথা বহুবার স্বীকার করেছেন তার লেখায়।

মার্গারিটের সঙ্গে সুনীলের বন্ধুত্বের সূত্রপাতটা ছিল বেশ মজার। একদিন সুনীল তার 'ক্রিয়েটিভ রাইটিং প্রোগ্রাম'-এ অংশগ্রহণকারী বন্ধুদের নিমন্ত্রণ করেছিলেন বাসায়। ওই দলে মার্গারিটও এসেছিলেন তার এক বান্ধবীর সঙ্গে।যাওয়ার সময় মার্গারিট তার একটি বই ফেলে রেখে যান সুনীলের বাসায়।পরের দিন বইটা নিতে যাওয়ার সময় মার্গারিট বলেন, তিনি শকুন্তলা উপাখ্যানটা বুঝতে চান।সুনীল যদি তাকে এটা বুঝিয়ে দেন, তাহলে তিনিও তাকে অনেক ফরাসী কবিতা পড়ে শোনাবেন।এ প্রস্তাবে সুনীল খুশী হয়েছিলেন। কিন্তু এরপর মার্গারিটের আর দেখা নেই। সুনীলও তাকে মনে মনে খুঁজছিলেন, কিন্তু লজ্জায় কাউকে সে কথা বলতে পারছিলেন না। পরে একদিন লাইব্রেরীতে দেখা হলে সুনীল তাকে বললেন, 'কী ব্যাপার শকুন্তলার উপাখ্যান শুনতে তুমি আর এলে না?' জবাবে মার্গারিট বলেন, 'তুমি তো আমাকে ডাক নি। আমি নিজে থেকে তোমার বাড়িতে দু'বার গেছি। তারপরও কি আবার সেধে সেধে যাব ?' মূলতঃ এ ঘটনার পর থেকেই দু'জনের বন্ধুতের শুরু। পরবর্তীকালে দু'জনের সম্পর্কটা যখন গাঢ় হয়, তখন মার্গারিট একদিন কথায় কথায় বলেন, বইটা তিনি সুনীলের বাসায় ইচ্ছে করেই ফেলে রেখে গিয়েছিলেন। যাতে তার সঙ্গে আর একবার দেখা হয়। জবাবে সুনীলও বলেন, লাইব্রেরীতে মার্গারিটের সঙ্গে তার হঠাৎ দেখা হয়নি। তার দেখা পাওয়ার জন্য তিনিও কয়েকদিন ধরে লাইব্রেরীতে যাওয়া-আসা করছিলেন। সুনীল লিখেছেন, পুরনো এ ঘটনাটা নিয়ে পরে তারা দু'জনেই বেশ হাসাহাসি করেছেন। মার্গারিট ছিলেন গোঁড়া ক্যাথলিক পরিবারের মেয়ে। তার দুই বোন ছিল নান্ (সন্ন্যাসিনী)। সুনীল লিখেছেন, মার্গারিটের বাড়িতে যাওয়ার কথা শুনে মার্গারিট তার হাত চেপে ধরে কাতর গলায় বলেছিল, সুনীল, প্লীজ, তুমি আমাকে বিয়ে করতে চেও না।তুমি চাইলে আমি না বলতে পারব না। কিন্তু আমার মা-বাবা এমন কষ্ট পাবেন, আমার অসুস্থ মা।

শীতকালের খেজুর গুড় স্বাদ মিষ্টি

শীতকাল এবং খেজুর গুড। ''ঝোলা গুড়'' হোক অথবা ''পাটালি গুড়''। অত্যন্ত লোভনীয়।সুস্বাদু।সক্কলের প্রিয়। রসগোল্লা, সন্দেশ, পিঠে, পায়েস ইত্যাদি খাবারগুলি খেজুর গুড়ের (অথবা নলেন) সংস্পর্শে হয়ে ওঠে অনবদ্য!

খেজুর গুড় ভালো লাগে না এরকম মানুষ খুঁজে পাওয়া খুবই মুশকিল! আজকাল ঝাঁ-চকচকে শপিং মল থেকে ই-কমার্স, পাড়ার দোকান থেকে বাজারের ফুটপাথ - সর্বত্রই খেজুর গুড় উপলব্ধ।তবে হ্যাঁ! এক্কেবারে 'খাঁটি' গুড় পেতে হলে আপনাকে এই কংক্রিটের জগৎ থেকে বেরিয়ে পৌঁছে যেতে হবে প্রকৃতির কাছাকাছি।সবুজের কাছাকাছি।খেজুর গাছ সাধারণত রুক্ষ এবং কাঁকুড়ে মাটিতেই বেশি দেখা যায়! তাই বীরভূম, বর্ধমান, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া ইত্যাদি জেলা গুলিতে খেজুর গাছের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত বেশি।নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি অর্থাৎ পুরো শীতকালটাতেই খেজুর গুড় পাওয়া যায়।কারিগররা এই ৩-৪ মাসের জন্য এলাকার খেজুর গাছ গুলির ডাক নেয়।তারা গাছ গুলির পাশেই কোথাও একটা অস্থায়ী বাড়ি তৈরি করে। খেজুর পাতা দিয়ে।এই বাড়িই হল খেজুর গুড় তৈরির ''কারখানা''। এগুলোকে শাল বলে। যদিও এটা আঞ্চলিক নাম। ছবিগুলি বীরভূম জেলার সিউড়ি এবং বোলপুর থেকে প্রায় ৪০-৪৫ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত একটি গ্রামের। নাম কদমডাঙা। ঝাড়খণ্ডের সীমানা ঘেঁষা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ঠাসা একটি ছোট্ট গ্রাম আছে সেখানকার মানুষেরা খেজুর গুড় তৈরি করে। এটাই তাদের প্রধান পেশা। তবে তারা কৃষি কাজে অংশ গ্রহণ করে থাকে।খেজুর গুড় তৈরি করে সারা বছরের আয়কে ঘরে তোলে। তাদের তৈরি গুড় দেশে বিদেশে চলে যায় গরুর গাড়িতে চেপে। তারপরে রেল পথ ধরে বিমান পথ ধরে একেবারে বিদেশে।

লেখকদের পকেটথেকে নেওয়া লেখার প্রকাশ

বিশেষ প্রতিবেদক

'ব্যাগের আমি, ব্যাগের তুমি। ব্যাগ দিয়েই যায় চেনা'

অর্থমন্ত্রী হিসেবে মাঝে মাঝে পেঁয়াজের ব্যবহার না করতে বলা কিংবা অর্থের অভাবে লোকসভায় না লড়ার ক্ষমতার কথা বলা নির্মলা সীতারামন যতই বিরোধী দলের নেত্রীদের টিপ দেখে মনে রাখার চেষ্টা করুক না কেন এবারের লোকসভার শীতকালীন অধিবেশন এক কথায় হিট ব্যাগের ব্যবহারের জন্য।রাজধানীর ক্ষমতার অলিন্দে ঘোরাফেরা করা সাংসদদের ব্যাগ শুধুমাত্র যে গুরুত্বপূর্ণ পোশাকের দামী অঙ্গ অথবা তথ্যের ভান্ডার নয়, তা যে সারা বিশ্বে আলোচনা করার মতন বিষয় ও হতে পারে তা এবারের লোকসভায় দেখিয়ে দিয়েছেন সদ্য শপথ নেওয়া কেরালার ওয়েনার থেকে নির্বাচিত সাংসদ প্রিয়াঙ্কা গান্ধী ভদ্রা। দাদা রাহুল গান্ধীর ছায়া থেকে বেরিয়ে ৩২ মিনিটের ভাষণে শাসক দলকে যেমন অস্বস্তিতে ফেলেছেন সেইরকমই দু'দিন তার ব্যবহার করা ব্যাগ নিয়ে শোরগোল উঠেছে দেশজুড়ে।

লোকসভাতে ও রাজ্যসভাতে অংশ নেওয়া এবং নির্বাচিত হওয়া মহিলা সাংসদদের অন্যতম স্টাইল স্টেটমেন্ট অনেক সময়ই তাদের পোশাক নয় তাদের ব্যাগসহ অন্যান্য দ্রব্যষ্ঠ প্রসাধনী।সারাদেশে সাদা চপ্পলের সাথে মমতা ব্যানার্জির ছবি ভেসে ওঠে আবার মাফলারের সাথে কেজরি ওয়ালের। সেই ভাবে ২০১৯ এ প্রথম বার নির্বাচিত হয়ে আসার পরেই শাসকবিরোধী কণ্ঠস্বরের জন্য সমস্ত মহিলা রাজনীতিবিদ দের জনপ্রিয় যিনি, তিনি ২০২৪ এ শাসকদলের সর্বোচ্চ চেষ্টা করেও পশ্চিমবঙ্গের কৃষ্ণনগর থেকে পুনরায় নির্দ্ধ।

তন্ময় সিংহ, শালবনী, পশ্চিম মেদিনীপুর।

বিশ্ব 'চা' দিবস

এই ছবিটি মহারাষ্ট্রের শোলাপুর জেলার পান্ধারপুরের। আষাঢ়ী একাদশী যাত্রায় ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সেবাকাজে ভগবান বিট্ঠল ও রুক্মিণী মাতার মন্দিরের আহবানে আমরা সঙ্ঘের স্বেচ্ছাসেবকরা প্রতিবছরই যাই। যে মডেলটি দেখছেন সেটার ভাবনা আমাদেরই অন্যতম স্বেচ্ছাসেবক এবং শিল্পী অসীম ভৌমিকের দেওয়া। করোনার আগে যে বার যাওয়া হয়েছিল সেবার সেখানের এক চায়ের দোকানের বিক্রেতাকে চা পান করতে করতে বলেছিল ভিতরের দিকে এতো ভালো গুড় চা পাওয়া যায় তা রাস্তার লোককে জানাতে এমন একটি মডেল বানিয়ে রাস্তায় রাখুন তাহলে ভিতর দিকে চায়ের দোকান হাইলাইট হবে। আর গুড়ের চা বোঝাতে মডেলের ফিগারে গুড় থাকতে হবে। এখানে গুড়ের চা খুব চলে। বন্ধু অসীম ভৌমিকের আর এক নাম চা বাবা। আমাদের স্বেচ্ছাসেবকদের কাছে চা বাবা বলেই পরিচিত, দিনে সে এতো ঘনঘন চা পান করে তাতে এর চেয়ে ভালো নাম আর হয় না, তাই এই নামকরণ। অসীম তো চা বাবা শুনে সে বলার সময় বলে ১০০৮ চা বাবা। যেটা বলছিলাম করোনায় দু বছর করোনা আইন চলায় বন্ধ ছিলো এই মেলার সেবাকার্য, এবছর গিয়ে মডেলটি দেখে চা বাবা অসীমের সে কি আনন্দ। আমাকে বললো যে আমাদের প্রস্তাব গ্রহণ করেছে, শ্রীশ্রী গুরু মহারাজের কৃপায় এবার ব্যবসা বাড়বেই। সত্যিই তাই,আমাদের দেখে সেই চা বিক্রেতাও খুব খুশী, তিনি জানালেন তাঁর গুড়ের চা বিক্রি অনেক বেড়ে গেছে। সেই চা বাবা অসীম ও তার প্রস্তাবিত চা বিক্রেতার মডেল।অবশ্যই গুড়-চা বাংলার জয়জয়কার।

নবেন্দু সাহা, নবদ্বীপ

দিনহাটার সীমান্ত লাগোয়া গ্রামে পাক মর্টার উদ্ধারে তীব্র চাঞ্চল্য

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ১৮ ডিসেম্বর ঃ কোচবিহারের দিনহাটার সাহেবগঞ্জ এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। এলাকার চাষের জমি থেকে উদ্ধার হল মর্টার। ভারত-বাংলাদেশের একবারে সীমান্ত লাগোয়া গ্রাম দিনহাটার ঝিকড়ি। মঙ্গলবার বিকেলে এক কৃষক চাষের জন্য জমির মাটি খুঁড়ছিলেন। ট্রাক্টর দিয়ে সেই কাজ করার সময় শক্ত বড় কিছু একটা মাটির সঙ্গে উঠে আসে। মাটি সরাতেই ওই কৃষক দেখতে পান, লম্বা লোহার কঠিন কিছু একটি জিনিস। আশেপাশের এলাকার বাসিন্দারাও ভিড় করেন। সাহেবগঞ্জ থানা থেকে আসে পুলিশও। তখনই জানা যায়, সেটি আর কিছু নয়, মর্টার। কিন্তু সীমান্ত লাগোয়া এই এলাকায় এত বড় মর্টার এল কীভাবে? আরও খুঁটিয়ে দেখা যায়, সেটি পাকিস্তানের। সকলের মধ্যেই আরও চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। পুলিশ ওই জায়গাটি ঘিরে রাখে। সেনাবাহিনীকে খবর পাঠানো হয়। রাত থেকে ওই এলাকা ঘিরে রাখা ছিল। বুধবার সকাল থেকে ওই মর্টারটি সরানোর জন্য বহু মানুষ ভিড় করতে থাকে। উদ্ধার হওয়া মর্টারটি থেকে যাতে কোনও বিপদ না হয়, সেজন্য নিরাপদ দূরত্বে মানুষজনকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। বিন্নাগুড়ি থেকে সেনাবাহিনীর লোকজন সেখানে পৌঁছায়। মর্টারটি তাঁরা উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়ার কাজ শুরু করেন। প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে, ওই মর্টারটি দীর্ঘ কয়েক দশক পুরনো।

যৌনপল্লিতে গুলিতে মৃত বৃদ্ধা, গণপিটুনিতে অভিযুক্তের মৃত্যু

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ১৮ ডিসেম্বর ঃ আলিপুরদুয়ারের যৌনপল্লিতে গুলিতে মৃত্যু হয়েছে এক বৃদ্ধার। মাথায় গুলি লেগে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তাঁর। মঙ্গলবার রাতে সন্ধ্যায় বৃদ্ধা বাড়ির সামনে আগুনের তাপ নিচ্ছিলেন। সেই সময় বাইক থেকে নেমে একজন গুলি চালায় বলে অভিযোগ। ঘটনার পরই পালাতে গিয়ে অভিযুক্ত গুলি চালালে জখম হয় এক নাবালকও। পরে এলাকাবাসী অভিযুক্তকে ধরে ফেলে গণপিটুনি দিলে পরে হাসপাতালে মৃত্যু হয় তার। স্থানীয় সূত্রে খবর, আলিপুরদুয়ারের ওই এলাকায় সমাজবিরোধীদের আনাগোনা লেগে থাকে। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় গুলির শব্দ শুনে স্থানীয়রা ছুটে গিয়ে দেখেন রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে এক বৃদ্ধা। এছাড়াও যৌনপল্লি এলাকা থেকে কিছুটা দূরে ইঁটখোলা এলাকায় দুষ্কৃতীর গুলিতে নবম শ্রেণির এক পড়ুয়া জখম হয় বলে অভিযোগ। জানা গেছে, ওই পড়ুয়া খেলছিল। সেইসময় ওই দুষ্কৃতীর গুলিতে সে জখম হয়। মনে করা হচ্ছে, অন্য কারও উপর গুলি চালাতে গিয়ে ভুলবশত সেই গুলি গিয়ে লাগে নাবালকের পায়ে। এরপরই অভিযুক্তকে ধরে মারধর শুরু করেন স্থানীয়রা। গুরুতর জখম অবস্থায় তাকে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে পাঠানো হলে সেখানেই মৃত্যু হয় তার। অভিযুক্তের পরিচয় জানা যায়নি। গুলি চালানোর কারণ এখনও স্পষ্ট নয়। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

মাংসখেকো 'সূর্যশিশির' বাঁকুড়ার সোনামুখীর জঙ্গলে

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ১৮ ডিসেম্বর ঃ সোনামুখীর জঙ্গলে দেখা মিলল পতঙ্গভুক এক উদ্ভিদের! আমাজনের জঙ্গলেই দেখা মেলে 'সানডিউ' বা বাংলায় 'সূর্যশিশির'। যার বিজ্ঞানসম্মত নাম 'ড্রসেরা বার্মানি'। এটি এক ধরনের মাংসভুক উদ্ভিদ। এরা মূলত জঙ্গলঘেরা স্যাঁতসেঁতে জায়গায় জন্মায়। এরা কীট-পতঙ্গকে 'ট্র্যাপ' করে বা ধরে তাদের প্রয়োজনীয় খাদ্যসংগ্রহ করে থাকে।

স্থানীয় সূত্রে খবর, কয়েকদিন আগে সোনামুখী রেঞ্জের বড় নারায়ণপুর মৌজার গভীর জঙ্গলে এই উদ্ভিদের সন্ধান মেলে। জঙ্গলে যাওয়া মানুষজন প্রথম এই বিষয়টি দেখার পর খবর দেন স্থানীয় বন দফতরে। পরে বনাধিকারিকরা ওই জায়গায় পৌঁছে এই উদ্ভিদটিকে শনাক্ত করেন ও এর রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করেন। বাঁকুড়ার অরণ্য প্রকৃতির দিক থেকে গ্রীষ্মমণ্ডলীয় শুষ্ক পর্ণমোচী গোত্রের। ইউক্যালিপটাস- আকাশমনি- শাল- শিমুল-মহুয়া- কেন্দুতে ভরা বাঁকুড়ার জঙ্গলভূমি। এর পাশাপাশি এই অরণ্যাঞ্চলে রয়েছে নানা ধরনের তৃণ ও গুল্মও। রয়েছে ওষধিগুণসম্পন্ন নানা উদ্ভিদও। এই সূর্যশিশির মাংসাশী উদ্ভিদ বলে এরা বড় বড় উইপোকা, পিঁপড়েরা এদের সংস্পর্শে এলেই এদের কব্জা করে নেয়। এরপর তাদের কার্যত গলিয়ে নির্যাস বের করে নিয়ে খাদ্য সংশ্লেষ করে। এই কারণেই এদের মাংসাশী উদ্ভিদ বলে। মূলতঃ স্যাঁতসেঁতে ঢেউখেলানো জমিতে এই গাছগুলিকে দেখা যায়। এই উদ্ভিদ আয়ুর্বেদিক ওষুধ তৈরির কাজেও লাগে। এদের পুড়িয়ে দিলে যে ছাই উৎপন্ন হয় তাকে স্বর্ণভস্ম বলা হয়। আমাজনের জঙ্গলে এই উদ্ভিদ প্রচুর পরিমাণে দেখা যায়। রাঢ়বঙ্গের জঙ্গলে দেখতে পাওয়াটা একরকম বিরল ঘটনাই বলা চলে বলে মত সংশ্লিষ্ট মহলের।

টোটোর জন্য কিউআর কোড চালু

দুরন্ত বার্তা, সিউড়ি, ১৮ ডিসেম্বর ঃ সিউড়ি শহরের টোটোগুলিকে এবার সিউড়ি পুরসভার অধীনে নথিভুক্ত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি নথিভুক্ত টোটোকে একটি করে বিশেষ কিউআর কোড দেওয়া হবে, যা সরাসরি সার্ভারের সঙ্গে যুক্ত থাকবে। এই পদক্ষেপের মাধ্যমে শহরের যাতায়াত ব্যবস্থাকে আরও সুরক্ষিত এবং সংগঠিত করার চেষ্টা করা হচ্ছে। পুরসভার তরফে জানানো হয়েছে, এই কিউআর কোড স্ক্যান করে যাত্রী, পুলিশ, এবং প্রশাসন সরাসরি টোটো সম্পর্কিত সমস্ত তথ্য জানতে পারবেন। টোটো চালকের বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ থাকলে, সেটি জানানোর ব্যবস্থাও থাকবে। এমনকি সপ্তাহের নির্দিষ্ট কোনদিনে একটি টোটো পথে নামবে, সেটিও এই কোডে উল্লেখ থাকবে। টোটোগুলির নকল বা ভুয়া কিউআর কোড তৈরি ঠেকানোর জন্য সার্ভারের সঙ্গে সরাসরি এই কোড সংযুক্ত থাকবে। একটি বেসরকারি সংস্থাকে এই বিশেষ কিউআর কোড তৈরির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। বুধবার এ বিষয়ে এক আধিকারিক জানান, এটি শুধুমাত্র যাত্রীদের জন্যই নয়, বরং চালকদের সুরক্ষার দিক থেকেও গুরুত্বপূর্ণ। সঠিক নথিভুক্তি এবং নির্দিষ্ট নিয়মমেনে টোটো চলাচল শহরের পরিবহণ ব্যবস্থাকে আরও শৃঙ্খলাবদ্ধ করবে। পুরসভার এই উদ্যোগে শহরবাসীর মধ্যে ইতিমধ্যেই উৎসাহ দেখা দিয়েছে। নিরাপত্তা এবং পরিষেবার মান উন্নয়নে এই উদ্যোগ বড় ভূমিকা নেবে বলে আশা করা হচ্ছে।

বন্ধুদের সঙ্গে মাছ ধরতে গিয়ে আর বাড়ি ফেরা হল না কিশোরের

দুরন্ত বার্তা, নাগরাকাটা, ১৮ ডিসেম্বর ঃ নাগরাকাটার জলঢাকা নদীতে ইনভার্টার দিয়ে মাছ ধরতে গিয়ে মৃত্যু! ইনভার্টারের শক লেগে মৃত্যু এক কিশোরের। মালবাজার মহকুমার নাগরাকাটার হিলা চাবাগানের কাছে জিতি নদীতে ইনভার্টার দিয়ে মাছ ধরতে গিয়ে জলে পড়ে যায় ওই কিশোর। সেইসময় ইনভার্টারের তারেই বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হয় ওই কিশোরের। পুলিস সূত্রে জানা গেছে মৃত কিশোরের নাম রাহুল মুন্ডা। বয়স ১৭। বাড়ি লোয়ার হিলার ২ নম্বর লাইনে। জানা গেছে, এদিন রাহুল মুন্ডা সহ তিন বন্ধু মিলে ইনভার্টার নিয়ে ভূটান সীমান্ত এলাকায় মাছ ধরতে যায়। জানা গেছে, তারা যে ইনভার্টারটি নিয়ে মাছ ধরতে গিয়েছিল, সেটা খুব পাওয়ারফুল ছিল। এখন একটি বড়শির মাধ্যমে মাছ ধরতে গিয়ে রাহুল জলের মধ্যে পড়ে যায়। সেই সময় জলের মধ্যে সেই ইনভার্টারের তারেই বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মারা যায় রাহুল। এরপর খবর পেয়ে পুলিস এসে দেহ উদ্ধার করে সুলকাপাড়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায়। পুলিস জানিয়েছে, দেহ ময়নাতদন্তের জন্য জলপাইগুড়ি সদর হাসপাতালে পাঠানো হবে। এই ঘটনার পর হিলা চা- বাগানের বাসিন্দা মুস্তাকিম মিঞাঁ বলেন, নদীতে অবৈধভাবে ইনভার্টার দিয়ে মাছ ধরা বন্ধ করা উচি। এভাবে মাছ ধরার ফলে মাছের বংশবৃদ্ধি যেমন ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, তেমনই মানুষেরও বিপদ ডেকে নিয়ে আসছে। আজ একজনের মৃত্যু হল। আগামীদিনে এভাবে মাছ ধরতে গেলে আরও মানুষের প্রাণহানি ঘটতেই পারে!

ভাতারে নিঃসন্তান দম্পতি খুনের ঘটনায় তিন অভিযুক্তের পুলিশ হেফাজত

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ১৮ ডিসেম্বর ঃ পূর্ব বর্ধমান জেলার ভাতার থানার রবীন্দ্রপল্লীর বাসিন্দা বৃদ্ধ দম্পতি খুনের ঘটনা অভিযুক্ত তিন জনকে ১৪ দিনের পুলিশ হেফাজত চেয়ে বর্ধমান জেলা আদালতে পেশ করে ভাতার থানার পুলিশ। বিচারক অভিযুক্তদের ১৪ দিনেরই পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন। ধৃতরা ইতিমধ্যেই পুলিশি জেরার মুখে নিজেদের অপরাধের কথা স্বীকার করেছে। পুলিশ তাদের নিজেদের হেফাজতে নিয়ে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে এই খুনের পিছনের আরও তথ্য জানতে চাইবে। বুধবার সিআইডির ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞদের একটি টিম ঘটনাস্থলে আসে এবং নমুনা সংগ্রহ করে। উল্লেখ্য, গত ১৭ ডিসেম্বর রাতে বর্ধমানের বাসিন্দা সুপর্ণা চৌধুরীর অভিযোগ করেছিলেন যে তার বৃদ্ধ ও নিঃসন্তান মেসো অভিজিত যশ ও মাসি ছবিরাণী যশের সাথে তিন দিন ধরে ফোনে যোগাযোগ করতে পারছেন না। এমন কি ভাতার থানার রবীন্দ্রপল্লীর বাড়িটিও বাইরে থেকে তালা দেওয়া আছে। আত্মীয়-স্বজন এবং স্থানীয় লোকজনের সহায়তায় ভাতার পুলিশের উপস্থিতিতে বাড়ির তালা ভেঙে উনারা ভেতরে প্রবেশ করে দেখেন মেসোমশাই এবং মাসীমা দুজনেই রক্তাক্ত অবস্থায় মেঝের উপর মরে পড়ে আছে। ঘরের মধ্যে সমস্ত জিনিসপত্র এলোমেলো অবস্থায় পড়ে রয়েছে। ভাতার থানাতে এই খবরটি আসার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব বর্ধমান জেলার পুলিশ সুপার সায়ক দাসের কাছে বিষয়টি জানানো হয় এবং উনার নির্দেশে একটি সিট গঠন করা হয়। পুলিশ ডগ অতি দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। মৃত ব্যক্তিদের আত্মীয় পরিজনদের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হয়। টেকনিক্যাল সাপোর্টস টিম ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। ম্যানুয়াল সোর্সের মাধ্যমে জানা যায় যে মৃত অভিজিতবাবুর সেজ শালীর মেয়ে মহুয়া সামন্ত ওরফে কেয়া সামন্ত বিভিন্ন সময়ে এদের কাছে টাকার দাবি করত কিন্তু এনারা অপমান করে তাড়িয়ে দিতেন। প্রাথমিক তদন্তে টেকনিক্যাল ইনপুট ও ম্যানুয়াল সোর্সের মাধ্যমে জানা গেছে যে পূর্ব আক্রোশবশত গত শনিবার অর্থাৎ চলতি ডিসেম্বরের ১৪ তারিখে দুপুরবেলা মহুয়া সামন্ত এবং তার দুই ছেলে অরিত্র সামন্ত এবং অনিকেত সামন্ত অভিজিত যশ ও ছবিরানী যশকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করে এবং ঘরে থাকা মূল্যবান জিনিসপত্র এবং টাকা নিয়ে চলে যায়। যাবার সময় বাড়িটির বাইরে থেকে তালা বন্ধ করে চলে যায়। জিজ্ঞাসাবাদের পর অপরাধীরা তাদের অপরাধ স্বীকার করে। খুনের ঘটনার খবর পাওয়ার ২-৩ ঘন্টার মধ্যেই পুলিশ ওই বৃদ্ধ দম্পতি খুনের কিনারা করে ও তিন অভিযুক্তকে গ্রপ্তার করে।

নাবালিকাকে বিক্রি করতে গিয়ে পুলিসের হাতে গ্রেফতার দম্পতি

দুরন্ত বার্তা, মালবাজার, ১৮ ডিসেম্বর ঃ নাবালিকাকে বিক্রি করতে গিয়ে মালবাজার সাদা পোশাকের পুলিসের হাতে ধরা পড়ল এক দম্পতি। ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার গভীর রাতে মালবাজার শহরের বাসস্ট্যান্ড লাগোয়া এলাকায়। প্রসঙ্গত জানা গেছে, অভিযুক্ত দম্পতি রোহিত আলম (৩৫) এবং মাহমুদা বেগম (৩০) কোচবিহার জেলার মাথাভাঙ্গা থেকে একটি ছোট গাড়ি ভাড়া করে এক নাবালিকাকে সঙ্গে নিয়ে মঙ্গলবার রাতে মালবাজার শহরের বাসস্ট্যান্ড চত্বরে এসে পৌঁছায়। সেই সময় মালবাজার থানার সাদা পোশাকের পুলিস গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ওই এলাকায় হানা দেয়। ছোট গাড়িতে তল্লাশি চালাতে ওই দম্পতিকে আটক করে থানায় নিয়ে আসা হয়। গাড়ি থেকেই উদ্ধার করা হয় নাবালিকাকে। পরবর্তীতে জিজ্ঞাসাবাদের পর ওই দম্পতিকে গ্রেফতার করে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করে মালবাজার থানার পুলিস। মালবাজার থানা সূত্রে জানা গেছে, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে সাদা পোশাকের পুলিস বাসস্ট্যান্ড এলাকায় গাড়ি থামিয়ে তল্লাশি শুরু করে। সেই সময় ওই এলাকায় অভিযুক্ত দম্পতির গাড়ি আটকে তল্লাশি করতেই নাবালিকাকে উদ্ধার করা হয়। নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিস। ঘটনার সঙ্গে আরও কেউ জড়িত রয়েছে কিনা সেই বিষয়েও জিজ্ঞাসাবাদ ও তদন্তের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে বলে জানা গেছে। বুধবার দুপুরে অভিযুক্ত দম্পতিকে জলপাইগুড়ির জেলা দায়রা আদালতে নিয়ে যাওয়া হবে। উল্লেখ্য, চলতি বছরে এই রকম এক ঘটনা সামনে আসে। প্রেমের ফাঁদে ফেলে নারী পাচার! যৌন পল্লীতে বিক্রি! বাংলা ওয়েব সিরিজ আবার প্রলয়ের প্লট। পাচার হওয়া তারকেশ্বরের নাবালিকাকে বিহার থেকে উদ্ধার করতে গিয়ে, পাচার চক্রের পর্দাফাঁস করল হুগলি গ্রামীন পুলিস। গ্রেফতার দুই এজেন্ট -সহ চক্রের এক মূল পান্ডা। সাংবাদিক বৈঠক করে জানলেন হুগলি গ্রামীণ পুলিস সুপার কামনাশীষ সেন। ধৃতরা হল মিজানুর মণ্ডল, শ্রীরাম রায়, নন্দ কিশোর কুমার। মিজানুর মন্ডলের বাড়ি, উত্তর ২৪ পরগনার অশোক নগর, শ্রীরাম রায়ের বাড়ি কলকাতার তারতলা এবং নন্দ কিশোর কুমারের বাড়ি বিহারের চম্পারণে। নাবলিকাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিস জানতে পারে তার সমাজ মাধ্যমে পরিচয় রাহুল নামে এক যুবকের সঙ্গে। এর পরই প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে ওই নাবালিকা। তাকে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তারকেশ্বর থেকে বিহারে নিয়ে যায় রাহুল। পরে জানা যায়, রাহুলের আসল নাম মিনাজুর মণ্ডল। লোকেশন ট্র্যাক করে ওই নাবালিকাকে উদ্ধার করে পুলিস। পুলিশ আরও জানিয়েছে, এই ঘটনার তদন্ত করতে গিয়ে উঠে আসে চাঞ্চল্যকর তথ্য। এই ঘটনার সঙ্গে নারী পাচার চক্রের যোগ পায় পুলিস। তদন্তের গতি বাড়িয়ে অবশেষে নারী পাচার চক্রের একের পর এক সূত্র খুঁজে পায় পুলিস। শুধু মাত্র প্রেমের ফাঁদ নয় কাজের টোপ দিয়ে মহিলা ও নাবালিকাদের এরাজ্য ছাড়াও ভিন রাজ্যের যৌনপল্লীতে পাচার করা হত।

নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে তৈরি হচ্ছে রাস্তা, প্রতিবাদে রাস্তায় বসে পড়লেন সভাপতি

দুরন্ত বার্তা, ইন্দপুর, ১৮ ডিসেম্বরঃ খোদ বিডিও অফিসের গায়েই তৈরি হচ্ছে পাকা ঢালাই রাস্তা। সেই রাস্তায় যে সামগ্রী ব্যবহার করা হচ্ছে তা অত্যন্ত নিম্নমানের, এই অভিযোগ তুলে রাস্তায় চেয়ার নিয়ে বসে পড়লেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি। তারপরেও থামেনি রাস্তা নির্মাণের কাজ। বাঁকুড়ার ইন্দপুর ব্লকের এমন ঘটনা নিয়ে শুরু হয়েছে জোর তরজা। সম্প্রতি পঞ্চদশ পরিকল্পনার বরাদ্দে বাঁকুড়ার ইন্দপুর ব্লকের বিডিও অফিস থেকে বাঁকুড়া রানিবাঁধ রাজ্য সড়ক পর্যন্ত পাকা ঢালাই রাস্তা নির্মাণের কাজ শুরু হয়। ইন্দপুরের বিডিও-র তত্ত্বাবধানে শুরু হওয়া এই কাজে নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার করা হচ্ছে বলে অভিযোগ। প্রতিবাদে সরব তৃণমূল পরিচালিত ইন্দপুর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শর্মিষ্ঠা বাউরী। ঢালাই চলাকালীন রাস্তার উপরেই চেয়ার নিয়ে বসে পড়তে দেখা যায় তাঁকে। কিন্তু তারপরেও কাজ বন্ধ না করে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার গায়ের জোরে ওই রাস্তা নির্মাণের কাজ করেন বলে অভিযোগ। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সাময়িকভাবে ইন্দপুর বিডিও অফিসে ব্যাপক উত্তেজনার ছবি দেখা যায়। ঘটনার ছবি করতে গেলে সংবাদমাধ্যমের কর্মীদের ঠিকাদারের লোকজন গালিগালাজ করে বলে অভিযোগ। পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি স্পষ্টতই বলেন, ''সরকার

নির্দেশিকায় যে মানের সামগ্রী ব্যবহারের কথা রয়েছে তা মানছে না ঠিকা সংস্থা।'' প্রতিবাদ জানাতে গেলে তাঁকে হেনস্থা করা হয় বলেও অভিযোগ। বিডিও অবশ্য সমস্ত অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন। তাঁর দাবি, এস্টিমেট অনুযায়ী কাজ হচ্ছে কিনা তা দেখার দায়িত্ব ইঞ্জিনিয়রদের। ইঞ্জিনিয়ররা সেই কাজ দেখছেন। এরপরেও নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে কাজ করা হলে এবং এস্টিমেট অনুযায়ী কাজ না হলে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের টাকা শুধু আটকে দেওয়া হবে। শুধু তাই নয়, ওই কাজ পুনরায় করানো হবে। অন্যদিকে ঠিকাদার আবার এই অভিযোগ সম্পর্কে কিছু জানাতে চাননি। তবে এই ঘটনায় রাজ্যের শাসকদলকে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি বিরোধীরা। বিজেপির দাবি, আসলে এটাই তৃণমূলের সংস্কৃতি। তারই প্রতিচ্ছবি দেখা যাচ্ছে দিকে দিকে।

চন্দ্রকোনারোডে চলছে অমৃত ভারত স্টেশনের কাজ

দুরন্ত বার্তা, পশ্চিম মেদিনীপুর, ১৯ ডিসেম্বর ঃ ভারতীয় রেল নেটওয়ার্কের বিভিন্ন স্টেশনের উন্নয়ন এবং আধুনিকীকরণের লক্ষ্যে সম্প্রতি অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্প চালু করা হয়েছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে ভারতীয় রেলের ১২৭৫ টি স্টেশনের উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণ ঘটানো হবে। এই প্রকল্পের জন্য বাদ যায়নি আদ্রা ডিভিশনের চন্দ্রকোনা রোড স্টেশনও। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোনা রোড স্টেশনে বসছে লিফট থেকে শুরু করে নানান অত্যাধুনিক সুবিধা যুক্ত যন্ত্র। বসেছে ডিসপ্লে বোর্ড। তৈরি হয়েছে চওড়া ফুটওভার ব্রিজ থেকে শুরু করে লাগানো হয়েছে রেলওয়ে ওভারসাইড সিস্টেম। তৈরি হবে তিন নম্বর ও ৪ নম্বর প্লাটফর্ম চলছে তার তোড়জোড় তৈরি হচ্ছে নতুন টিকিট কাউন্টার। লাগানো হচ্ছে অত্যাধুনিক সিগন্যালিং সিস্টেম। অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্প বিভিন্ন স্টেশনের উন্নয়নের লক্ষ্যে এক সুদূরপ্রসারী উদ্যোগ। এই প্রকল্পে মাস্টার প্ল্যান তৈরী করে তা পর্যায়ক্রমে রূপায়িত করা হবে যা বিভিন্ন স্টেশনের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে। প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন স্টেশনে আগমন প্রস্থান সহজ করা, বিশ্রামগৃহের উন্নয়ন, শৌচালয় স্থাপন, লিফ্‌ট ও এসক্যালেটার স্থাপন, স্টেশন চত্বর স্বচ্ছ রাখা, নিঃশুল্ক ওয়াই-ফাই, এক স্টেশন এক পণ্য উদ্যোগের মাধ্যমে স্থানীয় পণ্য বিক্রির জন্য স্টেশন চত্বরে কিয়স্ক স্থাপন ইত্যাদি। প্রতিটি স্টেশনের প্রয়োজন অনুযায়ী উন্নয়ন ঘটানোর লক্ষ্য।

মেঝেতে বসেই চলে পড়াশোনা, ভগ্ন দশা আইসিডিএস-এর

দুরন্ত বার্তা, ধূপগুড়ি, ১৮ ডিসেম্বরঃ আইসিডিএস সেন্টারের অবস্থা বেহাল। জীবনের ঝুঁকি নিয়েই চলছে শিশুদের পঠনপাঠন। নেই বিদ্যুৎ ও পানীয় জলের ব্যবস্থা। সেন্টারে নেই দরজা, জানালা। চির ধরেছে দেওয়ালে। মেঝেতে বসে চলছে পঠন-পাঠন। সমস্যা আইসিডিএস সেন্টারের কর্মী থেকে শুরু করে খুদে শিশুরা। অভিযোগ, ২০২২ সালের পর থেকে পরপর দু-বার বুনোহাতি তাণ্ডপ চালিয়ে ভেঙে দেয় সেন্টারের দরজা, জানালা থেকে শুরু করে দেওয়াল। ঘটনার আড়াই বছর পেরিয়ে গেলেও এখনো পর্যন্ত সেন্টারের হাল ফেরাতে কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করেনি প্রশাসন। তেমনই এলাকাবাসী থেকে শুরু করে আইসিডিএস সেন্টারের কর্তব্যরত কর্মীদের। এলাকাবাসীদের এও দাবি, হাতির হামলায় ঘরের দরজা জানালা দেওয়াল ভেঙে গিয়েছে। সেই কারণেই সেন্টারের খাদ্যদ্রব্য যেমন অন্যত্র রাখতে হচ্ছে তেমনি বর্ষায় ও গরমে তীব্র সমস্যায় পড়তে হচ্ছে সকলকে। পানীয় জলের ব্যবস্থা না থাকার কারণে পাশের বাড়ি থেকেই পানীয় জল পান করতে হচ্ছে খুদে শিশুরদের। তেমনি রান্নার কাজের জন্যেও রোজ অনেকটা দূর থেকে জল এনে শিশুদের রান্নার কাজ করতে হচ্ছে আই কর্তব্যরত কর্মীদের। বস্তুত, তেলিপাড়া চৌকাঠলাইন ৫১০ নম্বর আইসিডিএস সেন্টারের শিশুদের সংখ্যা রয়েছে ১৮ জন। গর্ভবতী মহিলা রয়েছে ১ জন। পাশাপাশি নার্সিং মা রয়েছে তিনজন। রয়েছে একজন ওয়ার্কার ও একজন হেল্পার। সকলেই চাইছেন দ্রুত এই আইসিডিএস সেন্টারের হাল ফেরাতে উদ্যোগ নিক প্রশাসন। যদিও, বানারহাটের বিডিও নিরঞ্জন বর্মন জানান, ইতিমধ্যেই ওই আইসিডিএস সেন্টারের হাল ফেরাতে কত টাকা খরচ হবে তা কর্তৃপক্ষকে পাঠানো হয়েছে।

JAMTORA GRAM PANCHAYAT
SALCHURA:: MANTUMRA ::
CHHATNA :: BANKURA
CORRIGENDUM NOTICE

Please visit at **www.wbtenders.gov.in** for participating in eTender Notice No. **12/JAM/2024- 25(SI-1), 13/JAM/ 2024-25(SI-1) & 14/JAM/2024-25 (SI-184) dated 09/12/2024,** date has been extended upto **24/12/2024 at 11.00 AM**

Sd/-
Pradhan
Jamtora Gram Panchayat
Chhatna: Bankura

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের অধীনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ১০৮/ডব্লিউ-২/এপিডিজে; তারিখ ঃ ১৩-১২-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **টেন্ডার নং.ঃ ৫০-এপি-I-২০২৪। কাজের নাম ঃ** সিনি. ডিইএন/I/আলিপুরদুয়ার জং. অধিক্ষেত্রের অধীনে ট্রাফিক ব্লকের সময় রেলওয়ের ওয়েল্ডিং পোর্শন তথা ইএসটিটি. নং. ১৩/ই এনজিজি/এপি-I অব ২০২৪-২৫, ১৪/ইএনজিজি/এপি-I অব ২০২৪-২৫ এবং ১৫/ইএনজিজি/এপি-I অব ২০২৪-২৫ ব্যবহার করে ২৫এমএম গ্যাপ 'ইন-সিটু' ওয়েল্ডিং সহ ৫২ কেজি/৬০ কেজি/৬০ ইআইআর২৬০-এর অ্যালুমিনো থার্মিক ওয়েল্ডিং পোর্শনের উৎপাদন ও সরবরাহ। টেন্ডার মূল্যঃ ৪১,৪৮,০৬৮.৮৩ টাকা; বায়নার ধন ঃ ৮৩,০০০.০০ টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধ হবে** ০৬-০১-২০২৫ তারিখের ১৩.০০ ঘন্টায় এবং **খোলা হবে** ০৬-০১-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য **http://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ওয়ার্কস), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

Office of The Bikihakola Gram Panchayat
Bikihakola, Panchla, Howrah
TENDER NOTICE No.-BHGP/ 272/2024, Date:- 18/12/2024

The Prodhan, Bikihakola Gram Panchayat invites sealed tender for total 2(Two)Nos. different works. Date of issue of tender form **18.12.2024 to 27.12.2024 from 11.00 AM to 3:00 PM**. Last date of receiving of tender from **27.12.2024 up to 3:00 PM.** Date of Opening: i) TECHNICAL BID- **30.12.2024, 3:00 PM**, AND ii) FINANCIAL BID- **30.12.2024, 4:00 PM**. For details please visit office of the undersigned on any working days.

Sd/- Prodhan
Bikihakola Gram Panchayat

RADHANAGAR GRAM PANCHAYAT
Under JANGIPARA Block
P.O.: JAGALGORI, Dist.-HOOGHLY

Notice Inviting E-Tender No. 672/GWM/2024, Tender ID: 2024_ZPHD_786955, Date: 16.12.2024
Notice Inviting E-Tender No. 673/GWM/2024, Tender ID: 2024_ZPHD_786958, Date: 16.12.2024
Notice Inviting E-Tender No. 674/GWM/2024, Tender ID: 2024_ZPHD_786963, Date: 16.12.2024
Notice Inviting E-Tender No. 675/GWM/2024, Tender ID: 2024_ZPHD_786964, Date: 16.12.2024
Notice Inviting E-Tender No. 678/GWM/2024, Tender ID: 2024_ZPHD_786952, Date: 16.12.2024

The Pradhan, Radhanagar Gram Panchayat invites e-Tender on behalf of Radhanagar Gram Panchayat for different works. Fund: 15 th FC TIED & SBM(G). Date of Start of downloading the documents from **18.12.2024 at 6.05 PM**. Date of closing of submission of Technical Bid & Financial Bid on **24.12.2024 at 2.30 P.M**. Date of Opening of Technical Bid (Online) on **26.12.2024 at 2.30 P.M**. For more details please visit website **https://www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
Radhanagar Gram Panchayat

OFFICE OF THE HARIPAL PANCHAYAT SAMITY
HARIPAL, HOOGHLY, PIN 712405
TENDER NOTICE

The Executive officer, Haripal Panchayat Samity, Hooghly invites E-Tender in on percentage basis in the prescribed form for **SEVEN (07) nos. work** vide E-NIT No: - **20/E.O/HPS/2024-2025, Date:- 18/12/2024.** For more information visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Executive Officer
Haripal Panchayat Samity

RAMJIBONPUR MUNICIPALITY
NOTICE INVITING e-Tender

NIT No. : 08(2nd Call) Dated : 18.12.2024. & NIT No. : 10 Dated : 18.12.2024

The Chairman, on behalf of the Board of Councillors of Ramjibonpur Municipality invites Tenders on Percentage-Rate-Basis by two bid system for the electrical illumination works against ac installation for the office building under ramjibonpur municipality at ramjibonpur,distpaschim medinipur. & construction of sur face drain (450 mm x 600 mm) & (300mm x 300mm) in i) kantagola bagdi polli(s.c.-010) ii) pandua dhara polli(s.c.-031) iii) manoharpur hati polli(s.c.-032) and non slum area in ward no.-10 within ramjibonpur municipality under hfa-pmay(u) of fy - 2020-21 through electronic tendering (e-Tendering) from the enlisted contractor of Municipalities & reliable bonafied resourceful tenderers/Bidders.

Tender Ref. No.: WBMAD/ULB/RM/CM/NIT-08 (2nd Call)/2024-25
Tender ID : 2024_MAD_787253
Tender Ref. No. : WBMAD/ULB/RM/CM/NIT-10/2024-25
Tender ID : 2024_MAD_787257

Last date & time for submission of bid through online is **07.01.2025. upto 2:00 P.M.**
The details will be available on websites : **www.wbtenders.gov.in** (or) **www.etender.wb.nic.in** or **www.ramjibonpurmunicipality.org.in** and Office Notice Board

Sd/- **Chairman, Ramjibonpur Municipality**

HDFC BANK
We understand your world

রেজিস্টার্ড অফিসঃ এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক হাউজ, সেনাপতি বাপেট মার্গ, লোয়ার প্যারেল (পশ্চিম), মুম্বই-৪০০০১৩ এবং এর অফিসের একটি হচ্ছে রিটেল পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট, এইচডিএফসি ব্যাংক লিমিটেড, প্রথম তল, আই-থিঙ্ক টেকনো ক্যাম্পাস, কানজুরমার্গ (পূর্ব), মুম্বই-৪০০০৪২

বিক্রয়ের তথ্য এবং বিক্রয়ের জন্য পাবলিক নোটিশ
এইচডিএফসি ব্যাংক লিমিটেডের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সিকিউরিটিজ

এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক লিমিটেডের (ব্যাঙ্ক) নীচে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতাদের এতদ্বারা সিকিউরিটিজের বিরুদ্ধে ঋণ / ওভারড্রাফ্টের প্রকৃতিতে ক্রেডিট সুবিধা নেওয়ার জন্য ব্যাঙ্কের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সিকিউরিটিজ বিক্রির বিষয়ে অবহিত করা হল।
সম্মত ঋণ / সুবিধার শর্তাবলী অনুসারে বকেয়া পাওনা পরিশোধে ঋণগ্রহীতাদের ক্রমাগত খেলাপি হওয়ার কারণে, নীচের ঋণ অ্যাকাউন্টগুলিকে এনপিএ (নন-পারফর্মিং অ্যাসেট) হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে। ব্যাংক এই ঋণগ্রহীতাদের ঋণ প্রত্যাহারের নোটিশ জারি করেছে, যার মধ্যে নিম্নোল্লিখিত তারিখে চূড়ান্ত বিক্রয় নোটিশ রয়েছে যার মাধ্যমে, ব্যাঙ্ক অঙ্গীকার আহ্বান করেছিল এবং ঋণগ্রহীতাকে নীচের অ্যাকাউন্টে সমস্ত বকেয়া পাওনা পরিশোধ করতে ৭ দিনের সময় দিয়েছে, ব্যর্থ হয়েছে যা, ব্যাংক এই বিষয়ে পরবর্তী নোটিশ জারি না করে বন্ধক রাখা সিকিউরিটিজ বিক্রি করতে স্বাধীন থাকবে।
ঋণগ্রহীতারা অবহেলা করেছে এবং বকেয়া পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছে, তাই, ঋণ গ্রহীতাদের পাওনা আদায়ের জন্য **২৬ ডিসেম্বর** ২০২৪ তারিখে বা তার পরে সিকিউরিটিজ বিক্রি / নিস্পত্তি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ব্যাঙ্ক ঋণ চুক্তির অধীনে তার অধিকার প্রয়োগ করে। ব্যাংক ভারতীয় চুক্তি আইন, ১৮৭২-এর ধারা ১৭৬ মেনে এটিকে বিক্রয়ের নোটিশ হিসাবে বিবেচনা করার জন্য ঋণগ্রহীতাদের এতদ্বারা অবহিত করা হয়েছে। ঋণগ্রহীতাদেরকেও অবহিত করা হয়েছে যে, যদি কোনো সময়ে, বন্ধক রাখা সিকিউরিটিজের মূল্য আরও কমে যায় স্টক মার্কেটে অস্থিরতা যাতে মার্জিনের প্রয়োজনে আরও ঘাটতি সৃষ্টি করে তাহলে ব্যাঙ্ক তার বিবেচনার ভিত্তিতে এক (১) ক্যালেন্ডার দিনের মধ্যে অঙ্গীকারকৃত জামানত বিক্রি করবে, এই বিষয়ে আর কোন নোটিশ ছাড়াই। ঋণগ্রহীতা(রা) যে কোনো অবশিষ্ট বকেয়া অর্থ পরিশোধের জন্য ব্যাংকের কাছে দায়বদ্ধ থাকবেন, প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সিকিউরিটিজ বিক্রি থেকে আয় [illegible] হয়ে।

ক্রম নং.	লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর	ঋণগ্রহীতার নাম	১৬ ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত বকেয়া পরিমাণ (ভারতীয় টাকায়)	বিক্রয় বিজ্ঞপ্তির তারিখ
১	XXXX০২৯১	দীপঙ্কর সরকার	৯৬,২৮৭.০১	১৮-ডিসেম্বর-২৪
২	XXXX২৩৭২	ভোলানাথ হাজরা	২,৩০০.০৫	১৮-ডিসেম্বর-২৪
৩	XXXX০১৭৮	সুনীল কুমার দাস	৭,৮৪,৯৩০.৬১	১৮-ডিসেম্বর-২৪
৪	XXXX৮৮৩৯	আশীষ কুমার নাগ	২,৭০,৪৪১.৮৬	১৮-ডিসেম্বর-২৪
৫	XXXX৫০২০	বিকাশ কুমার শেঠিয়া	৫,৩৯,২১৭.৩৪	১৮-ডিসেম্বর-২৪
৬	XXXX০০৭৩	প্রণব কুমার দে	৭,৫৪০.৫৫	১৮-ডিসেম্বর-২৪
৭	XXXX২১৭০	হেমেন্দ্র ভৌমিক	৫৬,৪৯১.১৯	১৮-ডিসেম্বর-২৪
৮	XXXX০৩৩৯	বিশ্বজিৎ কর	৫৫,৬৫২.২২	১৮-ডিসেম্বর-২৪
৯	XXXX৯৯৭২	বিশ্বজিৎ কর	৪,১১,০৭৬.১৮	১৮-ডিসেম্বর-২৪
১০	XXXX১৭১০	মহঃ নূর আসিফ	২৯,৯১৩.৫৫	১৮-ডিসেম্বর-২৪
১১	XXXX৭৬৫২	মানিকলাল ঘোষ	১৯,৮১,২৯৬.৩১	১৮-ডিসেম্বর-২৪
১২	XXXX৩৯২২	সুনেতা দাস কর	৫,৪৬,৪৩১.৩৭	১৮-ডিসেম্বর-২৪
১৩	XXXX৮৩১৬	সুনেতা দাস কর	৩৬,৯৪৭.০০	১৮-ডিসেম্বর-২৪
১৪	XXXX৬১৬২	সুপর্ণা ব্যানার্জী	২৬,২৩,৬৯৫.৩১	১৮-ডিসেম্বর-২৪
১৫	XXXX৬৯০০	সুপর্ণা ব্যানার্জী	১০,০৮,৭৫০.৩১	১৮-ডিসেম্বর-২৪
১৬	XXXX৪২৫২	রাহুল প্রসাদ	৮,১২,৫৫৫.০৫	১৮-ডিসেম্বর-২৪
১৭	XXXX২০৯২	অভিজিৎ রায়	৯,৫৫,০০৮.২৯	১৮-ডিসেম্বর-২৪
১৮	XXXX৫০৮৮	আজিজুল হাকিম	৩,১৭,৫৯১.৪৪	১৮-ডিসেম্বর-২৪
১৯	XXXX৪৩০১	প্রদীপ কেজরিওয়াল	২,৩৯,৬২৯.৮২	১৮-ডিসেম্বর-২৪
২০	XXXX৯৮৮৮	সুস্মিতা নিয়োগী	৫৮,৫৩৮.১৩	১৮-ডিসেম্বর-২৪
২১	XXXX৬৮২২	অনির্বাণ চ্যাটার্জী	৩,৭৩,০২৮.৪৬	১৮-ডিসেম্বর-২৪
২২	XXXX৮২২৮	রবীন্দ্র নাথ শর্মা	৪,০৭,১৪৩.৫৩	১৮-ডিসেম্বর-২৪
২৩	XXXX৮৩৮২	রবীন্দ্র নাথ শর্মা	৬,৩৭,২৮৮.১০	১৮-ডিসেম্বর-২৪
২৪	XXXX০৯৯৭	জুঁই বসু	৬৪,২৬০.০৭	১৮-ডিসেম্বর-২৪

তারিখঃ ১৯.১২.২০২৪ — স্বা/-
স্থানঃ পশ্চিমবঙ্গ — এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক লিমিটেড

Office of the
Antila Gram Panchayat
Vill.- Antila P.O.-Antila, P.S.-Bagnan, Dist.-Howrah
Notice Inviting e-Tender No.: AGP/eNIT/04/24-25

For and on behalf of the Antila Gram Panchayat, Pradhan, invites tenders through e-tendering for the work of Construction of wooden bridge at M4 Canal under Antila GP. Bid submission start dt.: **25/11/ 2024 at 16:00 Hrs.** Bid submission closing dt.: **27/12/2024 at 16:00 Hrs.** Bid Opening Date on **30/12/2024 at 11.00 Hrs.** For details please visit website **https:// wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Antila Gram Panchayat

Sherpur Gram Panchayat
Under Magrahat-I Panchayat Samiti, 24 Pgs(s)
Tender Notice
NIT NO.-SGP/419/2024 Dated 18.12.2024 Sl. No. 01 to 09
NIT NO.-SGP/420/2024 Dated 18.12.2024 Sl. No. 01 to 04
NIT NO.-SGP/421/2024 Dated 18.12.2024 Sl. No. 01 to 04

Sealed Tender are here by invited from the experienced and resourceful bidders for the execution of the above mentioned works. Last date of Application and Tender Drop **27.12.2024.** For further details contact office of the under signed, from **12 noon to 5.00 P.M**. execute holidays.

Sd/- Pradhan
Sherpur Gram Panchayat

PROFECTUS CAPITAL
প্রফেকটাস ক্যাপিটাল প্রাইভেট লিমিটেড
রেজিস্টার্ড/কর্পোরেট/ব্রাঞ্চ অফিসঃ বি/১৭, ৪র্থ তল আর্ট গিল্ড হাউজ, ফোনিক্স মার্কেটসিটি মলের পিছনে, লাল বাহাদুর শাস্ত্রী মার্গ, কুরলা (পশ্চিম), মুম্বই, ৪০০০৭০

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় / নিলামের জন্য পাবলিক নোটিশ
{সারফায়েসি আইনের অধীনে সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) বিধিমালার বিধি ৮ (৬) এর প্রভিসো সহ পড়ুন}

যেখানে প্রফেক্টাস ক্যাপিটাল প্রাইভেট লিমিটেডের অনুমোদিত কর্মকর্তা মো. (অতঃপর 'প্রফেক্টাস' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে), আর্থিক সম্পদের সুরক্ষা এবং পুনর্গঠন এবং সুরক্ষা স্বার্থের প্রয়োগ আইন, ২০০২ (সংক্ষেপে 'সারফায়েসি আইন') এর অধীনে এবং ধারা ১৩(১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য যা সিকিউরিটি ইন্টারেস্টের সাথে পড়া হয়েছে (এনফোর্সমেন্ট) বিধি, ২০০২ ধারার অধীনে ডিমান্ড নোটিশ জারি করেছে। SARFAESI আইনের ১৩(২) নীচে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/বন্ধক/জামিনদারদের নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করার আহ্বান জানিয়ে চুক্তিভিত্তিক হারে আরও সুদ এবং সমস্ত খরচের চার্জ এবং আনুষঙ্গিক খরচ। উল্লেখিত নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে অর্থপ্রদানের তারিখ পর্যন্ত ইত্যাদি।
নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/বন্ধক/জামিনদাররা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উপরোক্ত অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা (গুলি) এবং সহ-ঋণ গ্রহীতাদের (দের) নোটিশ দেওয়া হল যে অনুমোদিত অফিসার নিরাপত্তা সহ পড়া SARFAESI আইনের ১৩(৪) ধারার অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে দখল নিয়েছেন সুদ (এনফোর্সমেন্ট) বিধিমালা, ২০০২, **''যা যেমন আছে সেখানে যেমন আছে'', ''যেমন আছে তেমন'' এর উপর নিলামের মাধ্যমে বিক্রি করা হবে ভিত্তি, ''যা কিছু আছে ভিত্তি'', এবং টাকা পুনরুদ্ধারের জন্য ''কোন উপায় নেই''। ২৬,৩৮,৪৯৫/- (ছাব্বিশ লক্ষ আটত্রিশ হাজার চারশো পঁচানব্বই টাকা) ২১.১২.২০২৩ তারিখ পর্যন্ত বকেয়া,** প্রফেক্টাস ক্যাপিটাল প্রাইভেট লিমিটেড, **(সুরক্ষিত পাওনাদার)** এর কারণে আরও সুদ এবং অতিরিক্ত/দন্ড, বকেয়া নিরাপত্তা স্বার্থের বিধি ৮ এবং ৯ এর অধীনে প্রফেক্টাস (এনফোর্সমেন্ট) নিয়ম, ২০০২ নীচের নিলামের সময়সূচী অনুযায়ী দরপত্র/বিড আমন্ত্রণ করে এবং অন্যান্য শর্তাবলী বিস্তারিত দেখুন ওয়েবসাইট অন্যান্য **https://www.profectuscapital.com**।

নিলামের সময়সূচী

সম্পত্তি/বাড়ির বিবরণঃ ১৪৪০ বর্গফুটের সমতুল্য ৩.৩০৫ সাতক সমতুল্য প্রায় ০২ কটাহ পরিমাপের জমির সমস্ত অংশ এবং পার্সেল। প্রায় ১০০ বর্গফুট পরিমাপের কাঠামো সহ। তার উপর দাঁড়িয়ে আপ. এস. এর অংশ এবং এল.আর. সাবেক খতিয়ান নং ৩১৯ এর অধীনে দাগ নং ৪২১২ হাল খতিয়ান নং এর সাথে সম্পর্কিত। ১০৪২৪, জে. এল. নং ৯৩, তৌজি নং.৬০১ বর্তমানে থানার অধীনে মৌজা তত্র নেওড়ায় ৬০ উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বসিরহাট, বর্তমানে পৌরসভার হোল্ডিং নম্বর হিসাবে পরিচিত এবং সংখ্যাযুক্ত। ৪৫৭ / ৬৪১ ভাবলা (আমবাগান) [কর অনুযায়ী] বসিরহাট পৌরসভার সীমার মধ্যে পৌরসভা নং ওয়ার্ডের অধীনে।
পরিচিত দায়বদ্ধতা (যদি থাকে)ঃ প্রফেক্টাসের কাছে পরিচিত নয়
রিজার্ভ প্রাইস (টাকাতে)ঃ টাকা ৪১,০০,৫০০ /- (একচল্লিশ লক্ষ পাঁচশো টাকা মাত্র)
'প্রফেক্টাস ক্যাপিটাল প্রাইভেট লিমিটেড'-এর পক্ষে ডিডি/পিও-এর মাধ্যমে বায়না জমা (টাকাতে), কলকাতায় প্রদেয়ঃ টাকা ৪,১০,০৫০/- (চার লক্ষ দশ হাজার পঞ্চাশ টাকা মাত্র)
দর বৃদ্ধির পরিমাণঃ টাকা ১,০০,০০০ /-
বিড ইনক্রিমেন্টাল টাইমঃ-এক মিনিট
ইএমডি সহ সিল করা অফার/ টেন্ডার সহ বিড জমা দেওয়ার শেষ তারিখ, সময় এবং স্থানঃ ২০.০১.২০২৫ পর্যন্ত বিকাল ০৪.০০ শাখা সুগম প্যারাগন, ৪র্থ তল, ৫ /১ মুজাফফর আহমেদ স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০১৬, ভারত।
বিড খোলার তারিখ, সময় এবং স্থানঃ ২২.০১.২০২৫ সকাল ১১.৩০টায় সুগম প্যারাগন, ৪র্থ তল, ৫ /১ মুজাফফর আহমেদ স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০১৬, ভারত।
সম্পত্তি পরিদর্শনঃ ০৬.০১.২০২৫ থেকে ০৮.০১.২০২৫ সকাল ১১টা থেকে ৪টা পর্যন্ত।
দরপত্র / বিড কাম নিলাম ফর্মের খরচঃ নেই
অসফল দরদাতাদের ইএমডি ফেরতঃ নিলামের তারিখ থেকে সাত কার্যদিবসের মধ্যে।
নিশ্চিত সফল দরদাতার জন্য গৃহীত সর্বোচ্চ বিডের ২৫ শতাংশ পেমেন্টের শেষ তারিখ (ইএমডি সহ)ঃ বিড নিশ্চিতকরণের তারিখ থেকে পরবর্তী কার্যদিবসের মধ্যে অর্থপ্রদান করা উচিত।
সর্বোচ্চ বিডের ৭৫ শতাংশ ব্যালেন্স পরিশোধের শেষ তারিখঃ বিড/ বিক্রয় নিশ্চিতকরণের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে

ঋণগ্রহীতার বিবরণ

ঋণগ্রহীতা / সহ-ঋণগ্রহীতা / জামিনদার / বন্ধক নামঃ ১.মৃন্ময় নন্দী (নন্দী টি সাপ্লাই) ২. মৃত্যুঞ্জয় মণ্ডল ৩. উমা নন্দী
সারফায়েসি আইনের U/Sec.13(2) ডিমান্ড নোটিশের তারিখঃ ২১ ডিসেম্বর, ২০২৩
এএমটি সারফায়েসি আইনের U/Sec.13(2) এর ডিমান্ড নোটিশ (টাকাতে)ঃ টাকা ২৬,৩৮,৪৯৫ /- (ছাব্বিশ লক্ষ আটত্রিশ হাজার চারশো পঁচানব্বই টাকা মাত্র) ২১.১২.২০২৩ পর্যন্ত বকেয়া)
দখলের তারিখঃ ৭ মার্চ, ২০২৪
দখল বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখঃ ৮ মার্চ, ২০২৪

আগ্রহী দলগুলি অনুমোদিত অফিসার মিঃ সন্দীপ পাতিলের সাথে যোগাযোগ করতে পারে (ইমেইল- sandeep.patil@profectuscapital.com) আরও বিশদ বিবরণের জন্য এবং তাদের আবেদন জমা দেওয়ার জন্য।

স্বা /-
অথোরাইজড অফিসার
তারিখঃ ১৯.১২.২০২৪ — **প্রফেকটাস ক্যাপিটাল প্রাইভেট লিমিটেড**

বড়দিনের রাতপার্টিতে কি জুতো পরবেন কোন পোশাকের সঙ্গে কোন জুতো মানাবে?

সামনেই বড়দিনের আনন্দ। সেই সময় কি পায়ে দেবেন তা নিয়ে খুব চিন্তা। হাল ফ্যাশনের পোশাক তো থাকবেই। কিন্তু জুতোর ব্যাপারেও যাঁরা শৌখিন, তাঁদের জন্য রইল কিছু বিশেষ টিপস। কী ধরনের জুতো পরে বড়দিনের রাতপার্টিতে বরবেন, রইল তারই সন্ধান। বড়দিন মানেই রাত জাগার বিষয়টা থাকে। আর ডিসেম্বর মাস মানেই তো দেদার পার্টি। তাই পার্টিতে নজর কাড়তে হলে ট্রেন্ডি পোশাকের সঙ্গে চাই ট্রেন্ডি জুতো। জ্যাকেট, পঞ্চো, হাইনেক সোয়েটার হোক কিংবা ট্রেঞ্চ কোটের সঙ্গে কীরকম জুতো মানাবে? দেখে নিন- পার্টি মানেই দেদার হইহুল্লোড়। নাচানাচি। তাই পায়ে কমফর্ট জুতো থাকা দরকার। সেক্ষেত্রে রংবাহারি স্নিকার্স, ক্যানভাস দারুণ চলবে। কিংবা শীতকালে বুট জুতো সবসময়েই ফ্যাশন ইন। সেটা নি লেন্থও হতে পারে কিংবা অ্যাঙ্কেল লেন্থ। ক্লাসিক পশ্চিমী সাজের সঙ্গে

সবথেকে ভালো মানায় বুট জুতো। আবার ড্রেসের সঙ্গে স্টিলেটো পাম্পস, পিপ টো-র মতো জুতোও হাল ফ্যাশনের শীর্ষ তালিকায়। তবে শীতকালীন পার্টিতে পা খোলা জুতো কিন্তু একেবারে নৈব নৈব চ! এতে ঠান্ডাও লাগে আবার উইন্টার ফ্যাশনে ব্যাঘাতও ঘটে। তাই বড়দিনের রাতপার্টিতে নজর কাড়তে হলে পা ঢাকা জুতো জোড়া প্রয়োজন। লেদার জ্যাকেট, জিন্সের সঙ্গে একটা অ্যাঙ্কেল লেন্থ বুট পরে নিন। কিংবা আপনি যদি ক্রিসমাস পার্টির জন্য শর্ট ড্রেসের সঙ্গে ট্রেঞ্চ কোট বেছে নেন, তাহলে একটা নি লেন্থ বুট পরে নিতে পারেন। পার্টির মধ্যমণি যে আপনিই হয়ে উঠবেন, তা হলফ করে বলা যায়। কিংবা ধরুন বন্ধুর বাড়িতে রুফটপ পার্টি। সেখানে একটু ক্যাজুয়াল লুকে যাওয়াই বাঞ্ছনীয়। সেক্ষেত্রে জিনস, ওভারসাইজড সোয়েটার বা হুডির সঙ্গে স্নিকার্স, ক্যানভাস দারুণ মানাবে। সেই সঙ্গে পোশাক অনুযায়ী বেছে নিন আপনার জুতোজোড়া। আর ক্রিসমাসের রাতপাটি জমে যাবে।

ঘরোয়া উপাদানেই রয়েছে গোড়ালি ফাটার সমাধান

শীত এসে গিয়েছে। চামড়ায় পড়ছে টান। গোড়ালিও ফাটতে শুরু করেছে। এই সময় পায়ের দিকে একটু বিশেই যত্ন দেওয়া প্রয়োজন। না হলেই গোড়ালি ফেটে যাচ্ছে তাই ব্যাপার হয়ে যাবে। আর এই ব্যাপারে ঘরোয়া উপায়েই সমস্যা দূর হবে।

নারকেল তেল- নারকেল তেল ত্বকের আর্দ্রতা ধরে রাখতে সাহায্য করে। শুষ্ক আবহাওয়ায় ত্বকে আর্দ্রতা জোগায়। নিয়মিত ত্বকে নারকেল তেল মাখলে চামড়া শুকিয়ে যায় না। রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে পায়ের তলায় নারকেল তেল মালিশ করুন। টানা কয়েক সপ্তাহ পায়ে নারকেল তেল মালিশ করলে পা ফাটার সমস্যা সহজেই এড়াতে পারবেন। সঙ্গে পায়ের গোড়ালিও হবে ঝকঝকে।

পেট্রোলিয়াম জেলি- ঠোঁট হোক বা গোড়ালি, শীতকালে ত্বকের যত্নে দুর্দান্ত কাজ দেয় পেট্রোলিয়াম জেলি। প্রতিদিন গোড়ালিতে পেট্রোলিয়াম জেলি মাখলে পা ফাটার সমস্যা এড়াতে পারবেন। তবে অবশ্যই রাতে শোয়ার আগে এটি মাখুন। আর পরের দিন সকালে ভালো করে পরিষ্কার করে নিন। না হলে গোড়ালিতে নোংরা জমে হিতে

বিপরীত হয়ে যাবে।

মাউথওয়াশ- ১ ভাগ মাউথওয়াশের সঙ্গে ২ ভাগ জল মিশিয়ে নিন। এর মধ্যে পা ডুবিয়ে রাখুন। মাউথওয়াশ পায়ে থাকা সমস্ত জীবাণু পরিষ্কার করে দেয়। পাশাপাশি ত্বকের আর্দ্রতা ধরে রাখে।

কলার খোসা- ফাটা গোড়ালির উপর কলার খোসা ঘষতে পারে। এছাড়া কলার মেখে নিয়ে ফাটা অংশের উপর লাগাতে পারেন। ২০ মিনিট রেখে ধুয়ে ফেলুন। কলা গুণেও পায়ের চামড়া ভালো থাকবে।

মধু- পা ফাটার সমস্যা দূর করতে মধুকেও কাজে লাগাতে পারেন। মধু ত্বকের আর্দ্রতা ধরে রাখতে সাহায্য করে। মধুর মধ্যে অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল উপাদান রয়েছে, যা ফাটা গোড়ালিকে সংক্রমণের হাত থেকেও রক্ষা করে।

শীতের পার্টি? বাড়িতে ত্বক, চুল থেকে নখের যত্ন নিন

শীতকালে প্রায় রোজ পার্টি আর রোজ ভারী মেক-আপ। তাই এমন দিনে দরকার নিজের উপর বাড়িতে বা।তি খেয়াল রাখা। পার্টির পর কীভাবে নিজের যত্ন নেবেন? জেনে নিন।

ডিপ ক্লিনিং- হেভি মেক-আপ করার পর মুখ ধুলেও কসমেটিক্সের ছোট ছোট দানা ত্বকের মধ্যে থেকে যায়। তাই মেক-আপের আগে মুখে প্রাইমার লাগান। এবং পার্টির পরের দিন সকালে ভেজ-পিলিং করুন। চাল, মুসুর ডাল, আপেল, গাজর আর টমেটো কুরে একটা পেস্ট বানিয়ে মুখে লাগাতে হবে। এতে ত্বক ভেতর থেকে পরিষ্কার হবে। মুখ চকচক করবে। এর পর সানস্ক্রিন লাগান। ত্বক ভাল থাকবে।

ক্রিম মাসাজ-এই সময় ক্রিম মাসাজ খুব জরুরি। নারিশিং ক্রিম, উইন্টার কেয়ার ক্রিম, নাইট ক্রিম অথবা অ্যান্টি এজিং ক্রিম নিন। তাতে অল্প জল মেশান। এ বার আপওয়ার্ড স্ট্রোকে অন্তত দশ মিনিট ধরে মুখে এই ক্রিম মাসাজ করুন।

ঠোঁটে তেল-রোজ রাতে আমন্ড আর রোজমেরি অয়েল মিশিয়ে ঠোঁটে লাগিয়ে ঘুমোতে যান। এটা চোখের চারপাশেও লাগানো যায়, তবে এক ঘণ্টা পরে অবশ্যই ধুয়ে ফেলতে হবে।

নখের যত্ন-নানা নেমন্তন্নর জন্য রোজ নেলপলিশের রং পালটালে নখের যত্নও নিতে হবে। নেলপলিশ তুলে নিম তেল, আমন্ড অয়েল, হলুদ আর নুন মিশিয়ে ভাল করে মাসাজ করুন। তারপর সেটি ধুয়ে ফেলুন। এরপর নখে ক্রিম লাগাতে হবে। এতে নখ ভালো থাকবে।

শ্যাম্পু-শীতকালে অনেকেই নিয়মিত শ্যাম্পু করতে চান না। যত আলসেমি লাগুক না কেন, রোজ শ্যাম্পু আর কন্ডিশনিং কিন্তু মাস্ট। চুলের বা।তি দেখভালের জন্য আমন্ড অয়েলের সঙ্গে নারকেল বেটে মাথায় লাগাতে পারেন। পিচ আর মেয়োনিজ মিশিয়েও লাগানো যায়। চুল নরম হবে।

শীত শীত ভাব। এই সময়টা যদি ত্বকের প্রতি অবহেলা করা হয়, তাহলে কিন্তু সমস্যা আরও বাড়তে পারে। তাই এই ঋতুবদলের সময় একটু সচেতন হতে হবে। আর সেই জন্যই রোজকার রূপচর্চায় ব্যবহার করুন মরশুমি ফল। কোন কোন ফল ব্যবহার করবেন?

কলা- যাঁদের শুষ্ক ত্বকের সমস্যা রয়েছে তাঁরা অবশ্যই ব্যবহার করুন কলা। কলার মধ্যে ভিটামিন কে, সি, ই, ফাইবার রয়েছে। যা ত্বকের ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক ময়েশ্চারাইজার হিসাবে কাজ করে। একটি কলা চটকে নিয়ে সারা মুখে ভাল করে মেখে নিন। একটু শুকিয়ে এলে ধুয়ে ফেলুন। শীতকালেও ত্বক হয়ে উঠবে ঝকঝকে।

পেঁপে- কলার মতো, পেঁপেও ত্বকের পক্ষে দারুণ উপকারী। বিশেষ করে যাঁরা শুষ্ক ত্বকের সমস্যায় ভুগছেন,তাঁদের জন্য দারুণ কাজ করবে পেঁপে। পাকা পেঁপে চটকে নিন। তার মধ্যে মধু মিশিয়ে নিন। এবার সারা মুখে মেখে কিছুক্ষণ রেখে হালকা উষ্ণজলে মুখ ধুয়ে ফেলুন। দেখবেন ত্বক উজ্জ্বল হয়ে উঠবে।

কমলা- শীতকালে মরশুমি ফল বলতেই কমলালেবু বোঝায়। ভিটামিন সি গুণে সমৃদ্ধ কমলালেবু। যা কিনা ত্বকে বয়সের ছাপ, পিগমেন্টেশন অর্থাৎ ছোপছোপ দাগ দূর করে। কমলার রসের সঙ্গে মধু মিশিয়ে মুখে, গলায় লাগিয়ে নিন। টান ধরা অবধি অপেক্ষা করুন। ইষদুষ্ণ জলে ধুয়ে ফেলুন। আরেকটি ফেসপ্যাক বানাতে পারেন যা স্ক্রাবিংয়েরও কাজ করবে। কমলালেবুর খোসার গুঁড়োর সঙ্গে টক দই মিশিয়ে নিয়ে ব্যবহার করুন। ১৫ মিনিট রেখে ধুয়ে ফেলুন।

বেদানা- শীতকালে রোদে ত্বক বেশি পুড়ে যায়। সেই কারণেই এই সময় ত্বকের যত্ন একটু বেশিই নিতে হয়। এই সময় সানস্ক্রিন অবশ্যই ব্যবহার করুন। তবে তার আগে বেদানা দিয়ে বাড়িতেই তৈরি করে ফেলুন একটি ফেসমাস্ক। বেদানার রসের সঙ্গে ময়দা, মধু মিশিয়ে ফেসমাস্ক তৈরি করে ব্যবহার করুন।

যত সময় যাচ্ছে ততই কোণঠাসা হয়ে পড়ছেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো কানাডার অর্থমন্ত্রীর ইস্তফা

১৮ ডিসেম্বর ঃ যত সময় যাচ্ছে ততই কোণঠাসা হয়ে পড়ছেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো। বিরোধীরা তো বটেই, দলের মধ্যে থেকেই উঠছে গদি ছাড়ার আওয়াজ। আর এর মধ্যেই ইস্তফা দিয়েছেন সেদেশের উপপ্রধানমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রী ক্রিস্টিয়া ফ্রিল্যান্ড। তাঁর মন্ত্রিসভার অন্যতম ' মুখ ছিলেন তিনি। আর্থিক ঘাটতিও দেখা দিয়েছে কানাডায়। কূটনৈতিক সম্পর্কেও পিছিয়ে পড়ছে তারা। এই পরিস্থিতিতে এক দশকের বেশি সময় ক্ষমতায় থাকা ট্রুডোর ভবিষ্য ক্রমেই অন্ধকার হয়ে উঠছে বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। গত সোমবার পদত্যাগ করেছেন ক্রিস্টিয়া। তিনি জানিয়েছেন, ট্রুডোই তাঁকে চাননি অর্থমন্ত্রী হিসেবে। গত শুক্রবারই নাকি তিনি ক্রিস্টিয়াকে বলে দেন, তাঁকে আর প্রয়োজন নেই। ইস্তফা দেওয়া মহিলার দাবি, এই পরিস্থিতিতে আমার মনে হয়েছে সবচয়ে সৎ ও সঠিক পথই হবে মন্ত্রিসভা থেকে ইস্তফা দেওয়া। তবে ক্রিস্টিয়া সরে যাওয়ার পরে তাঁর বিকল্প বেছে নিতে সময় নেননি ট্রুডো। নিজের বিশ্বস্ত সহকর্মী ডমিনিক লেব্লঁকে এই পদে বসিয়ে দেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু তাতে

খুব বেশি লাভ হবে বলে মনে করছে না ওয়াকিবহাল মহল। কেননা, দলের ভিতরে ও বাইরে সর্বত্রই জনপ্রিয়তা হু হু করে কমছে তাঁর। অ্যাপ্রুভাল রেটিং তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে। এর মধ্যেই 'গোদের উপর বিষফোঁড়া' হিসেবে দেখা যাচ্ছে বাজেট ঘাটতির অঙ্ক, যা প্রায় ৬২ বিলিয়ন কানাডিয়ান ডলার। স্বাভাবিক ভাবেই এই পরিস্থিতি সামাল দেওয়া যে ভীষণ শক্ত, ভালোই বুঝছেন ট্রুডো।

আগামী বছরের ২০২৫ সালে কানাডার নির্বাচন। এবার যে তাঁর পক্ষে মসনদে ফেরা অত্যন্ত কঠিন, এখন থেকেই বুঝেছেন ট্রুডো। পাশাপাশি আন্তর্জাতিক আঙিনাতেও সমালোচিত হয়েছেন তিনি। কানাডার নির্বাচনে ভারত নাক গলাচ্ছে বলে অভিযোগ করেছিলেন ট্রুডো। নিজ্জর হত্যাতেও নয়াদিল্লিকেও কাঠগড়ায় তুলেছেন তিনি। যার জেরে ভারতের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে তুমুল অবনতি হয়েছে। সম্প্রতি তাঁকে ব্যঙ্গ করতে দেখা গিয়েছে নবনির্বাচিত মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকেও। ট্রুডোকে মার্কিন মুলুকের '৫১ তম রাজ্যের গভর্নর' বলে খোঁচা দিতে দেখা গিয়েছে তাঁকে। পাশাপাশি কানাডিয়ান পণ্যের ওপর ২৫ শুল্ক আরোপের হুমকিও দিয়েছেন বর্ষীয়ান রিপাবলিকান নেতা। যা কানাডার সামনে অর্থনৈতিক মন্দার গভীর মেঘ তৈরি করেছে।

প্লাস্টিক সংকট মানবস্বাস্থ্য, জলবায়ুর জন্য হুমকি হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে

১৮ ডিসেম্বর ঃ প্লাস্টিক উৎপাদন ঠেকাতে দেশগুলো সম্মত না হলে এখন থেকে এক দশক পরে বিশ্ব বিশাল পরিমাণ প্লাস্টিক বর্জ্য সামাল দিতে পারবে না। বিশ্বের প্লাস্টিক দূষণ প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা শুরুর আগে গুরুত্বপূর্ণ দেশগুলোর একটি জোটের সহসভাপতি এ কথা বলেছেন। দক্ষিণ কোরিয়ার বুসানে শুরু হয়েছে প্লাস্টিক দূষণ নিয়ে জাতিসংঘের বিশেষ আলোচনা। প্লাস্টিক দূষণ বন্ধে বৈশ্বিক চুক্তির বিষয়ে এখানে আলোচনা হয়। এ সম্মেলনের আগে নরওয়ের আন্তর্জাতিক উন্নয়নবিষয়ক মন্ত্রী অ্যান বিথ টিভিনেরেইম প্লাস্টিক উৎপাদনকারী দেশ ও অন্য দেশগুলোর মধ্যে বিভাজন থাকার বিষয়টি স্বীকার করেন। রুয়ান্ডা ও নরওয়ের নেতৃত্বাধীন ৬০টির বেশি উচ্চাকাঙ্ক্ষী দেশের প্রতিনিধিত্ব করছেন তিনি। এ দেশগুলো প্লাস্টিক দূষণ রোধ করার পক্ষে। তারা প্লাস্টিক উৎপাদন ব্যাপকভাবে কমিয়ে আনতে চায়। রওয়ের এই মন্ত্রী মনে করছেন, তেল উৎপাদনকারী দেশগুলোর মতো বিরোধী শক্তির কারণে নিখুঁত চুক্তি সম্ভব না-ও হতে পারে। তবে তিনি আশা করছেন, এমন একটি চুক্তিতে তাঁরা পৌঁছাতে পারবেন, যা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আরও শক্তিশালী হবে। টিভিনেরেইম বলেন, ' নিখুঁত চুক্তি করতে পারব না। কিন্তু আমাদের আরও এগিয়ে যাওয়া দরকার। আমি মনে করি, আমরা তা পারব। আমি আশাবাদী হতে পছন্দ করি। উচ্চাকাঙ্ক্ষী জোটের দেশগুলোকে নিয়ে আমরা দেখিয়ে যাব যে লক্ষ্যে পৌঁছাতে অনেক দেশ একসঙ্গে রয়েছে। এখন বিশ্বের একটি নেতৃত্ব ও ভালো খবর প্রয়োজন।' এ বছর বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, পরীক্ষা করা প্রতিটি গর্ভের নমুনায় ক্ষুদ্র প্লাস্টিক কণার (মাইক্রোপ্লাস্টিক) উপস্থিতি রয়েছে। প্রতিটি মানুষের ধমনিতে এটি পৌঁছে গেছে। এর সঙ্গে হার্ট অ্যাটাক ও স্ট্রোকের সূত্র পাওয়া গেছে। প্লাস্টিক সংকট মানবস্বাস্থ্য, জীববৈচিত্র্য এবং জলবায়ুর জন্য হুমকি হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। প্লাস্টিকের পুরো জীবনচক্রকে মোকাবিলা করতে বিশ্বের চুক্তির জন্য আলোচনার জন্য ১৭৫টি দেশে ঐতিহাসিক চুক্তির দুই বছর পর এখনো প্রতিনিধিরা করণীয় নিয়ে বিভক্ত হয়ে রয়েছে।

বাইক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন সিপিআইএম অঞ্চল কমিটির সদস্য

বিলোনিয়া (ত্রিপুরা), ১৮ ডিসেম্বর ঃ বাইক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন সিপিআইএম পাইখোলা অঞ্চল কমিটির সদস্য গোপাল দেবনাথ। দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার সকাল সাতটা নাগাদ। এই সিপিআইএম নেতার মর্মান্তিক মৃত্যুতে গোটা এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। নিত্যদিনের অভ্যাস সকালে বাড়ি থেকে বেরিয়ে. দোকানে গিয়ে.চা খেতে যাওয়া। আজ আর হল না। দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন বাইক চালক তথা সিপিআইএম পাইখোলা অঞ্চল কমিটির সদস্য গোপাল দেবনাথ। বাড়ি বিলোনিয়া থানাধীন চিত্তামারা এলাকায়। এই গোপাল দেবনাথ বহু বছর চিত্তামারা এলাকার ইটভাট্টাতে ম্যানেজার হিসেবে কাজ করেছেন। রাজনৈতিক পালা বদলের পর তাও ছাড়তে হল গোপালকে। জানা যায় বুধবার সকাল সাতটা নাগাদ টিআর ০১এসি১৭৫০ নম্বরের মালবাহী গাড়ি দ্রুত গতিতে এসে টিআর০৮জি৪৯১৩ নম্বরের বাইকের পেছনে ধাক্কা দেয়। এই ধাক্কার বাইক সহ চালক ছিটকে পড়েন রাস্তায়। মালবাহী গাড়ির চাকার নিচে পড়ে বাইক চালক গোপাল দেবনাথের মাথা থেঁতলে যায়। এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটি ঘটে চিত্তামারা পুরান বাজার এলাকায়। উপস্থিত লোকজনেরা এই দুর্ঘটনা দেখার পর খবর দেয় বিলোনিয়া দমকল বাহিনীর কর্মীদের সহ বিলোনিয়া থানাতে। খবর পেয়ে দুর্ঘটনাস্থলে ছুটে এসে নিহত গোপাল দেবনাথকে নিয়ে আসে বিলোনিয়া হাসপাতালে। বর্তমান বিলোনিয়া হাসপাতালে মর্গে রয়েছে গোপাল দেবনাথের মৃতদেহ। পাশাপাশি ঘটনাস্থলে যায় বিলোনিয়া থানার পুলিশ। দুর্ঘটনার মামলা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে। পুলিশ ঘাতক মালবাহী গাড়ি সহ গাড়ি চালককে আটক করে বিলোনিয়া থানাতে নিয়ে আসে। গোপাল দেবনাথের মর্মান্তিক মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তে এলাকাজুড়ে শোকের ছায়া. নেমে এসেছে। হাসপাতালে সিপিআইএম বিধায়ক দীপঙ্কর সেনসহ বহু নেতৃত্ব এবং কর্মী সমর্থকরা পৌঁছেন। বিধায়ক দীপঙ্কর সেন বলেন গোপাল দেবনাথ ছিলেন সিপিআইএমের একনিষ্ঠ কর্মী, লড়াকু সংগ্রামী যোদ্ধা, পার্টির দুর্দিনেও প্রতিদিন সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত মানুষের পাশে থেকে কাজ করে গেছেন। গোপাল দেবনাথের মৃত্যুতে সিপিআইএম বিলোনিয়া মহাকুমা কমিটি গভীর শোক ও পরিবার পরিজনদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছে।

৫ম সর্বভারতীয় জিআরপি চিফ কনফারেন্সে রেলওয়ে সুরক্ষা বৃদ্ধি ও যাত্রীদের অভিযোগ সমাধানের উপর গুরুত্ব আরোপ

মলিগাঁও, ১৮ ডিসেম্বরঃ নতুন দিল্লির বিজ্ঞান ভবনে ১৭ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনীর (আরপিএফ) সমন্বয়ে রেলমন্ত্রকের সাথে জিআরপি চিফদের ৫ম সর্বভারতীয় সম্মেলনটির সফল সমাপ্তি ঘটে। এই অনুষ্ঠানে যাত্রী সুরক্ষা, অপরাধ প্রশমন কৌশল এবং রেলওয়ে সুরক্ষা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় জনশক্তির গুরুত্বের উপর আলোচনার জন্য বরিষ্ঠ আধিকারিক ও নিরাপত্তার সাথে জড়িত নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা একত্রিত হয়েছিলেন। রেলওয়ে বোর্ডের চেয়ারম্যান ও চিফ এগজিকিউটিভ অফিসার শ্রী সতীশ কুমারের মুখ্য ভাষণের মাধ্যমে সম্মেলনের শুরু হয়। যাত্রীদের অভিযোগ ও মামলার রেজিস্ট্রেশনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে তিনি ভাষণ প্রসঙ্গে দেশজুড়ে লক্ষাধিক রেলওয়ে যাত্রীর সুরক্ষার ক্ষেত্রে রাজ্য পুলিশ ফোর্স (জিআরপি) এবং আরপিএফ-এর মধ্যে সহযোগিতামূলক পন্থার গুরুত্বের উপর জোর দেন। পাশাপাশি অপারেশন ননহে ফরিস্তে, অপারেশন আহট এবং মেরি সহেলির মতো বিভিন্ন পদক্ষেপের মাধ্যমে রেলওয়েতে মহিলা ও শিশুদের সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য আরপিএফ-এর প্রচেষ্টার প্রশংসাও করেন তিনি। স্বাগত ভাষণে ডিজি আরপিএফ শ্রী মনোজ যাদব উদীয়মান প্রত্যাহ্বানগুলির সাথে মোকাবিলা করতে, বিশেষত বর্ধিত যাত্রী অপরাধগুলি মোকাবিলার ক্ষেত্রে সুরক্ষা পরিকাঠামো আধুনিকীকরণের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। আলোচনার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ রেল মদদ পোর্টালে রেজিস্টার করা যাত্রীদের অভিযোগের তুলনামূলক বিশ্লেষণ, যেখানে রেলওয়েতে সংঘটিত বৃহ বৃহ অপরাধের ফলপ্রসূ মোকাবিলা করার জন্য প্রক্রিয়াগুলিকে সুশৃংখলিত করার প্রয়োজনীয়তার উপর আলোকপাত করা হয়। নতুন ফৌজদারি আইন রূপায়নের উপর প্রধান গুরুত্ব ছিল, যেখানে জিরো এফআইআর-এর দক্ষ নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা এবং ই-এফআইআর ব্যবস্থার একত্রিকরণের প্রয়োজনীয়তার উপর আলোকপাত করা হয়েছিল, যাতে দ্রুতভাবে অপরাধের রিপোর্টিং, সুশৃংখলিত প্রমাণ ব্যবস্থাপনা এবং রাজ্যগুলির মধ্যে কার্যকর তদন্তে সুবিধা লাভ করা যায়। আরেকটি প্রধান আলোকপাতের বিষয়বস্তু ছিল রেলওয়ের বিভিন্ন পরিকাঠামো ও জনশক্তি সম্পর্কিত বিষয়ের উপর আলোচনা করা। অংশগ্রহণকারীরা জিআরপি-র জনশক্তি ও পরিকাঠামোর প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণের জন্য অভিন্ন মাপকাঠি তৈরির বিষয়ে আলোচনা করেন, যার মধ্যে ভৌগোলিক পরিস্থিতি এবং রেলওয়ের পরিচালনামূলক জটিলতাগুলিও স্থান পেয়েছিল। এই মাপকাঠিগুলি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্ধারণ করার জন্য একটি কমিটি মনোনীত করা হয়েছে। সম্মেলনে ভারতের বিস্তৃত রেলওয়ে নেটওয়ার্কের সুরক্ষা সম্পর্কিত চাহিদা পূরণের জন্য একটি পরিকাঠামোগত, পরিমাপযোগ্য কাঠামোর প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। সমাপ্তি ভষণে ডিজি আরপিএফ সম্মেলনের সহযোগিতামূলক মনোভবের প্রশংসা করে বলেন, ' সম্মেলনে রেলওয়ে সুরক্ষা শক্তিশালী করার জন্য আমাদের সামগ্রিক সংকল্পকে আমরা পুনরায় দৃঢ় করেছি। জনশক্তির প্রত্যাহ্বানগুলি মোকাবিলা করে আমাদের ব্যবস্থাগুলি আধুনিকীকরণ করে এবং আমাদের অপরাধ প্রতিক্রিয়া ব্যবস্থাগুলি উন্নত করে আমরা লক্ষ লক্ষ যাত্রীর জন্য সুরক্ষিত ভ্রমণ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে নির্ণায়ক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি।

Name Change

I, Faizan Warsi (old name) S/o Sk. Hira, residing at 7, Haji Md Mohsin Square Park Street, Kolkata- 700016, West Bengal, INDIA have changed my name and shall henceforth be known as Md. Faizan Warsi (new name) as declared before the 1st Class Magistrate at Alipore on 03/10/2024. Md. Faizan Warsi (new name) and Faizan Warsi (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, Abdul Rashid (old name) S/o Late Sekh Munna, residing at 177 Diamond Harbour Road,PO-Behala, Kolkata - 700034, West Bengal, INDIA have changed my name and shall henceforth be known as Sk Abdul Rashid (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata on 18/12/2024. Sk Abdul Rashid (new name) and Abdul Rashid (old name) both are same and identical person.

Name Change

I PAYEL MUKHERJEE NAG,W/O SUBHANKAR NAG,R/O 29, RAMKRISHNAPUR, SODEPUR,PS-GHOLA, BARRACKPORE-700111,WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PAYEL MUKHERJEE, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 18/12/2024,THAT PAYEL MUKHERJEE NAG AND PAYEL MUKHERJEE ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, Santi Biswas (old name) S/o Ramesh Biswas, residing at 5/125, Dakshindari Road, Nehru Colony, South Dumdum (M), North 2 4 Pgs, Pin- 700048, West Bengal, INDIA have changed my name and shall henceforth be known as Santi Ranjan Biswas (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata on 18/12/2024. Santi Ranjan Biswas (new name) and Santi Biswas (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, Kisor Roy Choudhury (old name) S/o Paresh Roy Choudhury, residing at Tuntbari Station Road, P.O.- Bishnupur, Bankura, Pin- 722122, West Bengal, INDIA have changed my name and shall henceforth be known as Kishore Roy Choudhury (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata on 18/12/2024. Kishore Roy Choudhury (new name) and Kisor Roy Choudhury (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, Faizan Warsi (old name) S/o Sk Hira, residing at 7, Haji Md Mohsin Square Part Street, Kolkata- 700016, West Bengal, INDIA have changed my name and shall henceforth be known as Md Faizan Warsi (new name) as declared before the 1st Class Magistrate at Alipore on 18/12/2024. Md. Faizan Warsi (new name) and Faizan Warsi (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, Santi Biswas (old name) S/o Ramesh Biswas, residing at S/125, Dakshindari Road, Nehru Colony, South Dumdum (M), North 2 4 Pgs, Pin- 700048, West Bengal, INDIA have changed my name and shall henceforth be known as Santi Ranjan Biswas (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata on 18/12/2024. Santi Ranjan Biswas (new name) and Santi Biswas (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, MALATI RANI MAJI (Old Name) D/O BHUPENDRANATH PRAMANICK Residing at Vill+P.O - Sasati, P.S - Shyampur, District - Howrah, Pin - 711326 West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as MALOTI MAJI (New Name) as declared before the Notary Public Government of India vide affidavit Dated 17-12-2024. MALATI RANI MAJI (Old Name) and MALOTI MAJI (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Kakoli Choudhury alias Kakoli Choudhury Banerjee W/o Avijit Choudhury Residing at Purbapally, Baranilpur Road, P.o - Sripally, P.s - Burdwan,District - Purba Bardhaman, Pin- 713103 West Bengal India shall henceforth be known as Kakoli Banerjee. I declare that Kakoli Choudhury, Kakoli Choudhury Banerjee and Kakoli Banerjee is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 18-12-2024.

Name Change

I, Bonnya Roy Choudhury (Old Name) W/o Arup Ghose Residing at 92A/1A, Ibrahimpur Road, Jadavpur, Jadavpur University, District - Kolkata, Pin- 700032 West Bengal India have changed my name and shall henceforth be known as Bonnya Ghose (New Name) as declared before the Ld. Judicial Magistrate (First Class) at Alipore vide affidavit no 79298 Date 13-12-2024. Bonnya Roy Choudhury (Old Name)and Bonnya Ghose (New Name)both as same and one identical person.

Name Change

I, Dilip Kumar Dey S/o Sukhamoy Dey Residing at Uttar Jhapardaha, P.o+P.s - Domjur, District - Howrah, Pin- 711405 West Bengal India shall henceforth be known as Dilip Dey. I declare that Dilip Kumar Dey and Dilip Dey is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 18-12-2024.

Name Change

I ARUN KUMAR SAMANTA S/o Late Debnarayan Samanta residing at BARANILPUR MORE PO-SRIPALLY PURBA BARDHAMAN 713103 shall henceforth be known as ARUN SAMANTA as declared before the NOTARY at PURBA BARDHAMAN Dist- PURBA BARDHAMAN, West Bengal vide AFFIDAVIT NO 2044 Dated 16.12.2024. ARUN KUMAR SAMANTA and ARUN SAMANTA both Same and identical person.

Name Change

I, ANIL SAHA,SON OF RADHA BINOD SAHA, RESIDING AT 43,RABINDRANATH SARANI, RANAGHAT, NADIA - 741201, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ANIL KUMAR SAHA VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT RANAGHAT ON 05/12/2024.THAT ANIL SAHA AND ANIL KUMAR SAHA BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I PRALOY KUMAR ROY(OLD NAME),S/O ANIL KUMAR ROY,R/O ,81-B,SARAT BOSE ROAD, KOLKATA-700026,WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PRALAY KUMAR ROY(NEW NAME),VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 18/12/2024,THAT PRALOY KUMAR ROY(OLD NAME) AND PRALAY KUMAR ROY(NEW NAME) ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I MD TAHIR ALAM,S/O LATE MD FAZAL,R/O J420/A, AZHAR MOLLA BAGAN, GARDEN REACH, KOL KATA- 700024, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS TAHIR ALAM,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 18/12/2024, THAT MD TAHIR ALAM AND TAHIR ALAM ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I SASWATI ROY(OLD NAME),W/O PRALAY KUMAR ROY,R/O 81-B,SARAT BOSE ROAD,KOLKATA-700026,WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SASWATI ROY SENGUPTA(NEW NAME),VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 18/12/2024,THAT SASWATI ROY(OLD NAME) AND SASWATI ROY SENGUPTA(NEW NAME) ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I PAYEL MUKHERJEE NAG,W/O SUBHANKAR NAG,R/O 29,RAMKRISHNAPUR, SODEPUR,PS-GHOLA, BARRACKPORE-70011,WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PAYEL MUKHERJEE, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 18/12/2024,THAT PAYEL MUKHERJEE NAG AND PAYEL MUKHERJEE ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I YUSHA SIDDIQUI,S/O MD YUNUS SIDDIQUI,R/O 27 AHIRIPUKUR 1ST LANE,PO-BALLYGUNGE,KOLKATA-700019,WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MOHAMMED YUSHA SIDDIQUI,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 18/12/2024,THAT YUSHA SIDDIQUI AND MOHAMMED YUSHA SIDDIQUI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I RAMEN RAY,S/O RABINDRA PRASAD ROY,R/O 55/97,K.C.SEN. ROAD,PO-MOREPUKUR,PS-RISHRA,HOOGHLY-712250, WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RAMEN ROY,VIDE AN AFFIDAVIT NO 108 SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT SERAMPORE COURT ON 13/12/2024,THAT RAMEN RAY AND RAMEN ROY ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, Rani Jha (old name) W/o Shyamanand Jha, residing at 206, Kumarji Apartment East, 2nd Floor, Sapuipara, Ghoshpara, Bally Jagachha, Howrah-711227, West Bengal, INDIA have changed my name and shall henceforth be known as Rani Devi (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata on 18/12/2024. Rani Devi (new name) and Rani Jha (old name) both are same and identical person.

Name Change

I NASIRA BEGUM,D/O DIN MOHAMMAD SEKH,R/O VILL-CHHETIANI, PO-DADPUR, PS-REJI NAGAR, MURSHI DABAD, 742189, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ORINA BIBI,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 18/12/2024,THAT NASIRA BEGUM AND ORINA BIBI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, Badra Alam Syed & Sd Badra Alam (old name) S/o Abdul Ohid, residing at Rajbati Burdwan-1, Purba Bardhaman, Pin- 713104, West Bengal, INDIA have changed my name and shall henceforth be known as Badru Alam (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata on 18/12/2024. Badru Alam (new name) and Badra Alam Syed & Sd Badra Alam(old name) both are same and identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি Metali Roy (পুরাতন নাম) স্বামী Bimal Krishna Roy স্বামী Sanjoy Singharoy ঠিকানা Rath Sarak Bazarpara, Guptipara, District - Hooghly, Pin-712512, West Bengal India কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 18-12-2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Mitali Roy (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Mitali Roy (নতুন নাম) ও Metali Roy (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Change of Name

I, Md Abdul Ajim Mallick (Old Name)S/O–Kazi Mawla Baksh Mallick residing at Surendranatpur,Barnia, Nadia, West Bengal 741156. I have change my name to Abdul Azim Mallick by notary public Berhampore court on 18/12/2024.Abdul Azim Mallick & Md Abdul Ajim Mallick both are same and one indentical person.

Change of Name

I, Nurjahan Bibi Sk (Old Name)W/O–Abdul Odud residing at Vill-Baranaldaha , PO-Chhoto Naldaha, PS-Tehatta, Nadia, West Bengal 741155. I have change my name to Nourjahan Bibi by notary public Berhampore court on 18/12/2024. Nourjahan Bibi & Nurjahan Bibi Sk both are same and one indentical person.

Change of Name

I, Hadil Eslam (Old Name)S/O–Hussain Mohammad Majharul residing at Vill- Goraipara, Po-Srimantapur , Ps-Farakka, Murshidabad, West Bengal 742212. I have change my name to Sk Hadiul Islam by notary public Berhampore court on 16/12/2024.Sk Hadiul Islam & Hadil Eslam both are same and one identical person.

Change of Name

I, Md Jairul Islam Sha (Old Name) S/O–Md Abdul Bari Sah residing at Vill-Ramana Natunpara ,Po-S Dharampur , Ps-Hariharpara, Murshidabad, West Bengal 742166.I have change my name to Md Jiarul Islam by notary public Berhampore court on 16/12/2024. Md Jiarul Islam & Md Jairul Islam Sha both are same and one Identical person.

Change of Name

I, Sabina Yeasmin (Old Name) W/O–Md Natequl Islam residing at Vill-Kamtul Tola , Po-Dallugram, Ps-Kaliachak, Dist – Malda, West Bengal, Pin-732201.I have change my name to Mst Julmon Bibi by notary public Berhampore court on 02/12/2024. Mst Julmon Bibi & Sabina Yeasmin both are same & one Identical person.

Change of Name

I, Ali Arul Khan Hasen Ali Khan (Old Name)S/O–Hasenali Khan Ezabuc Khan residing at Vill-Goraipara, Po-Srimontapur , Ps-Farakka, Murshidabad, West Bengal 742212. I have change my name to Ali Arul Khan by notary public Berhampore court on 16/12/2024.Ali Arul Khan & Ali Arul Khan Hasen Ali Khan both are same and one indentical person.

Change of Name

I, Soumitro Mandal (Old Name) S/O–Jagannath Mandal residing at Vill-Meghna, Po-R Ramnagar, Ps-Hogolberia, Nadia, West Bengal 741158.I have change my name to Saumitro Mandal by notary public Berhampore court on 16/12/2024. Saumitro Mandal & Soumitro Mandal both are same and one Identical person.

Name Change

I, ARUN SAMANTA S/O Late Debnarayan Samanta resident of Baranilpur More, P.O. Sripally, P.S. Burdwan Sadar, Dist: Purba Bardhaman, Pin:- 713103 WEST BENGAL, India do hereby solemnly affirm & declaring my actual name ARUN SAMANTA instead of ARUN KUMAR SAMANTA which is wrongly recorded in my passport(No. N2814044), vide an affidavit sworn before the notary public at Purba Bardhaman on 18/12/2024. ARUN SAMANTA and ARUN KUMAR SAMANTA both are same and one identical person.

Name Change

I, SK SAROWAR ALAM S/O LATE SK ABDUR RAHAMAN resident of Vill. & P.O. Bhagra, P.S. Monteswar, Dist. Purba Bardhaman WEST BENGAL, India do hereby solemnly affirm & declaring my & my father's actual name SK SAROWAR ALAM S/O LATE SK ABDUR RAHAMAN instead of SAROYAR ALAM SEIKH S/o ARMAN SEIKH which is wrongly recorded in my Pan Card(No. FHEPS2988M), vide an affidavit sworn before the Sub-Divisional Executive Magistrate at Kalna Court on 17/12/2024. SK SAROWAR ALAM S/O LATE SK ABDUR RAHAMAN and SAROYAR ALAM SEIKH S/o ARMAN SEIKH all are same and one identical person.

Name Change

I, Rishikesh Sahu (Old Name) S/o Late Bhanu Charan Sahoo, resident at Hasimpur, P.O- Keshiary, P.S- Keshiary, Dist – Paschim Medinipur shall henceforth be known as Rishikesh Sahoo (New Name) as declared before the court of Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Kharagpur vide affidavit no. 6581/04 dated 06.12.2024. Rishikesh Sahu (Old Name) and Rishikesh Sahoo (New Name) both are same and one Identical person.

দুর্গাপুর ডিপিএলের তরল ছাই মিশছে তামলায়, দামোদরে দূষণের আতঙ্ক

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ১৮ ডিসেম্বর ঃ তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের তরল ছাইয়ে বিপন্ন তামলা। দূষিত হচ্ছে তামলা ও দামোদরের জল। বাস্তুতন্ত্র হারানোর আশঙ্কায় দুর্গাপুরের দামোদর নদ। আতঙ্ক ছড়িয়েছে শিল্পাঞ্চলে। মাথায় হাত পড়েছে মৎস্যজীবিদের। ঘটনায় উদ্বিগ্ন রাজ্য সেচ দফতর ও মৎস্য দফতর। নির্বিকার দূষণ দফতর ও ডিপিএল। প্রশ্ন উঠেছে ওই দুই দফতরের ভূমিকায়। প্রসঙ্গত, অন্ডাল বিমানগরী থেকে উৎপত্তি হওয়া তামলা নালা দুর্গাপুর শহরের ভেতর দিয়ে চলে গেছে। ভারী বর্ষায় তমালা নালা শহরে বেশ কিছু ওয়ার্ডের বন্যার আতঙ্ক হয়ে উঠেছে। চলতি বছরেও দফায় দফায় ফুলে ওঠে তামলা। যার ফলে শহরের মেনগেট, রাতুড়িয়া, অঙ্গদপুরের একাংশ প্লাবিত হয়। এবার সেই তামলা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের তরল ছাইয়ের দূষণের শিকার। গত কয়েকদিন ধরে রাজ্য সরকারের তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র দুর্গাপুর প্রজেক্ট লিমিটেড অর্থাৎ ডিপিএলের তরল ছাই তামলা নালায় মিশছে। যদিও তাদের নিজস্ব ছাইপুকুর রয়েছে। ডিপিএলের ভেতর থেকে তরল ছাই মিশছে তামলায়। আর তামলার ওই ছাই মিশ্রিত জল মিশছে দামোদরে। আর তাতেই দূষিত হচ্ছে দামোদর নদের জলে। ঘটনায় রীতিমতো আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে শিল্পশহর সহ কৃষি অঞ্চল পূর্ব বর্ধমানে। এখন প্রশ্ন এই তরল ছাই দমোদরের জলে মিশলে কিভাবে দূষিত হয়? জানা গেছে, তরল ছাইয়ে যদি টক্সিন মেটাল ধাতব যৌগ থাকে, তাহলে দুঃশিচন্তার বিষয়। নদের জীব বৈচিত্রের আঁতুড়ঘরে তার প্রভাব পড়বে। অক্সিজেন কমে যাবে। জলজ উদ্ভিদ অক্সিজেন তৈরী করতে পারবে না। এককথায় যেখানে তরল ছাই মিশছে, সেখানের বাস্তুতন্ত্র ভেঙে পড়বে। এলাকাটি 'ডেড জোন' হয়ে যাবে। আর তাতেই আতঙ্কিত মৎস্যজীবিরা। দামেদরের দুর্গাপুর ব্যারেজের ওপর প্রায় ৪ হাজার মৎস্যজীবি নির্ভরশীল। এভাবে দামোদর দূষিত হলে মাছ উৎপাদনে ভাটা যেমন পড়বে। তেমনই মাথায় হাত পড়েছে মৎস্যজীবিদের। পশ্চিম বর্ধমান জেলা মৎস্য আধিকারিক জানান, বিষয়টি জানা নেই। তবে খোঁজ নিয়ে দেখছি। এরকম যদি হয়, তাহলে যথেষ্ট উদ্বেগের বিষয়। দুর্গাপুর রাজ্য সেচ দফতরের ইঞ্জিনিয়ার জানান, বিষয়টি খবর পেয়ে সরজমিন তদন্ত করে দেখা হয়েছে। আমরা উদ্বিগ্ন। ডিপিএল কর্তৃপক্ষকে জানানো হবে। যদিও ডিপিএলের জনসংযোগ আধিকারিক জানান, এরকম কোন খবর নেই। বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখা হচ্ছে।

সেজে উঠছে ফ্রেন্ডস ব্যাপটিস্ট চার্চ

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৮ ডিসেম্বর ঃ হাতে মাত্র কয়েকটি দিন তারপরই ২৫ ডিসেম্বর বড় দিন। বড়দিনের উৎসবে মেতে উঠবেন খ্রিস্টধর্মাবলম্বী মানুষেরা। তার আগে সেজে উঠছে জলপাইগুড়ির নয়াবস্তি এলাকায় অবস্থিত ফ্রেন্ডস ব্যাপটিস্ট চার্চ। এখানেই এক মাস ধরে পালিত হবে প্রভু যিশুর জন্মদিন উপলক্ষ্যে প্রার্থনা থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। জলপাইগুড়ি ফ্রেন্ডস ব্যাপটিস্ট চার্চের তরফে পল দাস বলেন, সামনেই বড়দিন। প্রভু যিশুর জন্মদিন উদযাপনের আগে সাজিয়ে তোলা হচ্ছে চার্চ, ছোটদের অনুষ্ঠানের মহড়া চলছে প্রতিদিন। অনুষ্ঠানের আয়োজনের পাশাপাশি যীশুর বাণী প্রচার সহ নাচ গান পরিবেশিত হবে বলে জানান তিনি ।

দুই নাবালিকার শ্লীলতাহানির অভিযোগে ময়নাগুড়ি রণক্ষেত্র, পথ অবরোধ

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৮ ডিসেম্বর ঃ দুই নাবালিকার শ্লীলতাহানির অভিযোগে বুধবার ময়নাগুড়িতে পথ অবরোধ হয়। অবরোধ তুলতে গেলে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়ায় স্থানীয় বাসিন্দারা। পাল্টা কাঁদানে গ্যাসের শেল ফাটাল পুলিশ। পুলিশের বিরুদ্ধে লাঠিচালনার অভিযোগ উঠেছে। ঘটনার সূত্রপাত মঙ্গলবার সন্ধ্যায়। দুই নাবালিকা টিউশন পড়ে বাড়ি ফিরছিল। অভিযোগ, সেই সময় দুই দুষ্কৃতী তাদের পথ আটকে নিগ্রহ করার চেষ্টা করে। নাবালিকারা চিৎকার করলে আশপাশ থেকে লোকজন ছুটে আসে। কিন্তু, দুষ্কৃতীরা পালিয়ে যায়। এর প্রতিবাদে বুধবার দুপুরের পর থেকে সাধারণ মানুষ টায়ার জ্বালিয়ে পথ অবরোধ করে। বিক্ষোভ দেখায়। পুলিশের কথা তাঁরা শোনেননি। পুলিশ বারংবার তাঁদের জাতীয় সড়ক ছেড়ে দিতে বলে। তাতে অবশ্য কর্ণপাত করেননি স্থানীয়রা। এরপরই পরস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে।
বিক্ষোভকারীদের হটাতে কাঁদানে গ্যাসের শেল ফাটাতে হয় পুলিশকে। অন্যদিকে, স্থানীয়রা পুলিশের গাড়ি ভাঙচুর করে। স্থানীয়দের দাবি ছিল, এই ঘটনা যারা ঘটিয়েছে তাদের শনাক্ত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে। এই দাবিতেই দুপুরের পর থেকে স্থানীয়রা পথ অবরোধ শুরু করেন। এলাকা থমথমে রয়েছে।

অনলাইনে বুকিং পাঁচশো ছাড়িয়ে গেছে বুধবারঃ জমজমাট হতে চলেছে পৌষমেলা

দুরন্ত বার্তা, শান্তিনিকেতন, ১৮ ডিসেম্বর ঃ অনলাইনে বুকিং শুরু হয়েছে সোমবার থেকে। পাঁচশো বুকিং ছাড়িয়ে গেছে বুধবার। ২০১৯ সালের পর এই পৌষমেলা বসতে চলেছে শান্তিনিকেতনের মেলার মাঠে। উনিশ সালে প্রথম অন লাইন বুকিং হয়। সেই সময়কার আবেদনকারীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। প্রায় আঠারোশোটি স্টল থাকবে এবারের পৌষমেলায়। প্রথম দিনেই পঞ্চাশ লক্ষ টাকার স্টল বিক্রি করে শান্তিনিকেতন ট্রাস্ট। এই বার কয়েক কোটি টাকা ট্রাস্টের তহবিলে ঢুকবে বলে, সূত্রের খবর। ২৩ ডিসেম্বর থেকে ২৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত মোট ছয়দিনের মেলা হবে। মেলায় ক্ষুদ্র হস্তশিল্প ও লোকশিল্পকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। বিশ্বভারতীর অধ্যাপিকা সবুজ কলি সেন বলেন, বরাবর গ্রামীন মেলার পক্ষপাতী ছিলেন গুরুদেব। ১৮৯৪ সালে ৭ই পৌষ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দীক্ষার দিন শান্তিনিকেতনে এই মেলার পত্তন। তার আগে কোলকাতার পানিহাটির পেনেটির বাগানে এর শুভসূচনা উৎসব আকারে হয়। শান্তিনিকেতনে মন্দিরের সামনে এই মেলা বসে। পরে একষট্টি সালে কবির শতবর্ষে যার স্থান হয় মেলার স্থান হয় মেলার মাঠে। তেতাল্লিশে দুর্ভিক্ষ, সাতচল্লিশে সাম্প্রদায়িক হানাহানির আশঙ্কা এবং বিগত দুইবছরে কোভিড সংক্রমণের কারণে এই মেলা বন্ধ থাকে। তাছাড়া কোনদিন এই মেলা বন্ধ হয়নি। শিয়ালদহে থাকাকালীনও কবি দু'দুটো মেলা রাজরাজেশ্বরী ও কাত্যায়নী মেলার আয়োজন করেন। তাই বোঝা যাচ্ছে কবির কাছে মেলার গুরুত্ব কতছিল। এই মেলা কবির পিতৃদেব পত্তন করার পর, কবি নিজে শ্রীনিকেতন মেলার সূচনা করেন। কবি সমাজকে নিয়ে চলতে চেয়েছেন। কবির কাছে মেলার অর্থ ছিল মানুষের সাথে মানুষের মহামিলন। তাঁর শান্তিনিকেতন প্রবন্ধে 'সারারাত ধরে লোকের আনাগোনার বিবরণ' আছে। এক আশ্রমিক জানান, গ্রামীন অর্থনীতিতে সমবায় আর মেলার উপর ছিল কবির অপত্য স্নেহ। এই পৌষমেলায় কবির সেই ভাবনার ছাপ এবার দেখতে পাওয়া যাবে। এবারেও মেলায় দোকানের পাশাপাশি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান থাকছে। দূষণ সংক্রান্ত যাবতীয় বিধিনিষেধ মেনে মেলা চলবে। ঐতিহ্যবাহী পৌষ মেলা আর মাত্র ক'দিন বাদে। তাই প্রশাসনিক তৎপরতাও তুঙ্গে।

ব্যাঙের ছাতার মত বে-আইনী নার্সিংহোম বর্ধমানেঃ মুখ্য স্বাস্থ্যাধিকারিককে ঘেরাওয়ের হুমকি বিধায়কের

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ১৮ ডিসেম্বর ঃ 'আমি আপনাকে ঘেরাও করব' এইভাবে জেলার মুখ্যস্বাস্থ্য আধিকারিককে (সি এম ও এইচ) প্রকাশ্য সভা থেকে হুঁশিয়ারি দিলেন শাসকদলের বিধায়ক। নার্সিংহোমগুলির পরিকাঠামো নিয়ে ব্যাপক ক্ষোভ প্রকাশ করলেন পুরপ্রধানও। তাতে সায় দিলেন জেলা পরিষদের স্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষও। বুধবার প্রগ্রেসিভ নার্সিংহোম এবং হসপিটাল অ্যাসোসিয়েশনের ৮ম বার্ষিকসভা হল বর্ধমান শহরের একটি অনুষ্ঠান বাড়িতে। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য শাখার চেয়ারম্যান শেখ আলহাজ উদ্দিন, সম্পাদক তারকনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সহ অন্যান্যরা। অতিথি হিসাবে ছিলেন জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক জয়রাম হেমব্রম, পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদ সভাধিপতি শ্যামাপ্রসন্ন লোহার, জেলা পরিষদের স্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ বিশ্বনাথ রায়, বিধায়ক (বর্ধমান দক্ষিণ) খোকন দাস, বর্ধমান পুরসভার পুরপ্রধান পরেশচন্দ্র সরকার সহ অন্যান্যরা। সভার শুরুতে সংগঠনের রাজ্য শাখার চেয়ারম্যান শেখ আলহাজ উদ্দিন বলেন, তাদের নানান সমস্যা নিয়ে ২০১৭ সালে এই সংগঠন তৈরি হয়। স্বাস্থ্যসাথী নিয়ে জেলায় নানান অভিযোগ উঠেছিল। তারা এই জায়গায় বদল এনেছেন। যারা স্বাস্থ্যসাথী নিয়ে দূর্নীতি করেছেন তাদের সতর্ক করা এবং সংগঠন থেকে বহিষ্কার করার মতো সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ২৩ জেলায় উন্নত স্বাস্থ্য পরিসেবা দেওয়ার ব্যাপারে তাদের সংগঠন কাজ করছে বলেও তিনি দাবি করেন। এরপর বক্তব্য রাখতে উঠে শহরের নার্সিংহোমের বেনিয়ম নিয়ে ক্ষোভ উগড়ে দেন বর্ধমান পুরসভার পুরপ্রধান পরেশচন্দ্র সরকার। তিনি বলেন, 'গোলাপবাগ থেকে নবাবহাট পর্যন্ত জিটি রোডের দু-পাশে নতুন নতুন প্রচুর নার্সিংহোম গড়ে উঠছে তারা কেউ পুরসভাকে কর দেয় না। নীচের তলায় গাড়ির গ্যারেজ আর উপরতলায় নার্সিংহোম চালাচেছ।

কিভাবে এইরকম নার্সিংহোম অনুমোদন পায় জানি না'। সঠিক ভাবে ডাক্তার নার্স স্বাস্থ্যকর্মী রেখে এবং আইন অনুযায়ী অনুমোদন নিয়ে নার্সিংহোম চালানোর কথা বলেন তিনি। এরপর নার্সিংহোম নিয়ে আরও সুর চড়ান বর্ধমান দক্ষিণের তৃণমূল বিধায়ক খোকন দাস। তিনি বলেন, স্বাস্থ্যসাথী নিয়ে একাংশ নার্সিংহোম অ্যাম্বুলেন্স চালকদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে দুর্নীতি করছে। অ্যাম্বুলেন্স চালকরা বাইরের জেলা বা রাজ্য থেকে রোগী এনে ভর্তি করে দিলে নার্সিংহোম তাদের 'কমিশন' দিচ্ছে। এইসব রোগীদের জন্য নার্সিংহোম গুলি আলাদা ১০ টি করে শয্যাও মজুত রাখছে। এগুলি সংগঠনকে দেখতে অনুরোধ করেন তিনি। পাশাপাশি আলিশা এলাকার একটি নার্সিংহোমের ব্যাপক অনিয়ম নিয়েও সরব হন তিনি। এরপর বিধায়ক আরও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, স্বাস্থ্যসাথী নিয়ে দুর্নীতি করে যেসব নার্সিংহোমের লাইসেন্স বাতিল হচ্ছে, তারা পরদিন অন্য নামে লাইসেন্স করে ফের নার্সিংহোম চালু করছে। এটা কি করে হয়? মঞ্চে বসে থাকা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিককে প্রশ্ন করেন বিধায়ক। তারপর তিনি আরও বলেন, রাতারাতি নাম পরিবর্তন করে নার্সিংহোম হচ্ছে, দোতলা বাড়ির ভাড়া নিয়ে কেউ নার্সিংহোম চালু করছে এগুলো নিয়ে সি এম ও এইচ-কে সতর্ক করে বিধায়ক হুঁশিয়ারি দেন, 'এগুলি বন্ধ না হলে আমি আপনাকে ঘেরাও করব'। পাশাপাশি, এই নিয়ে নার্সিংহোম মালিকদের সতর্ক করে দিয়ে খোকন দাস বলেন, জেলাশাসকের সঙ্গে এই বিষয় নিয়ে কথা হয়েছে। খুব দ্রুত নার্সিংহোম গুলির পরিকাঠামো নিয়ে বৈঠক করা হবে। সতর্ক না হলে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। বেসরকারি হাসপাতাল বা নার্সিংহোম নিয়ে সরব হন জেলা পরিষদের স্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ বিশ্বনাথ রায়ও। বিধায়ক এবং পুরপ্রধানের বক্তব্য নিয়ে মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক জয়রাম হেমব্রম বলেন, বিধায়ক ক্ষোভের কথা জানিয়েছেন। আলোচনা করব ওগুলো নিয়ে। স্বাস্থ্য নিয়ে বৈঠক যখন হবে তখন সব বিস্তারিতভাবে উঠে আসবে। সম্প্রতি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যের বেসরকারী নার্সিংহোমগুলির চিকিৎসা পরিষেবা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, রাজ্যের বেসরকারী নার্সিংহোমগুলি সম্পর্কে প্রচুর অভিযোগ আসছে। সাধারণ মানুষকে ভালভাবে স্বচ্ছতার সাথে ঠিকঠাক পরিষেবা দিচ্ছে না তারা। সামান্য জ্বর -সর্দি -কাশী নিয়ে নার্সিং হোমে গেলেও রোগীদের আইসিইউ তে ভর্তি করে সাধারণ মানুষকে আর্থিকভাবে শোষন করে চলেছে নার্সিংহোমগুলির একাংশ। এগুলির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহনের নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি।

বিপুল পরিমাণ গাঁজা ও টাকা সহ মেমারিতে গ্রেপ্তার এক মহিলা

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ১৮ ডিসেম্বর ঃ বিপুল পরিমান গাঁজা ও লক্ষাধিক টাকা উদ্ধার করলো মেমারি থানার পুলিশ। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পূর্ব বর্ধমান জেলার মেমারী থানার পুলিশ অভিযান চালায় মেমারী চকদিঘি মোরে কুষ্টি প্রেক্ষাগৃহের পেছনে একটি বসত বাড়িতে। সেখানেই একটি গোয়াল ঘর থেকে উদ্ধার হয় বিপুল পরিমাণে গাঁজা। যার পরিমান আনুমানিক ৪৭ কেজি। উদ্ধার হয় প্রচুর নগদ অর্থ যার পরিমান প্রায় ৪১ লক্ষ। ওই বাড়ি থেকে এক মহিলাকে গ্রেফতার করা হয়েছে । এই বিষয় নিয়ে বুধবার সাংবাদিক বৈঠক করেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অর্ক ব্যানার্জি। তিনি জানান, ধৃত মহিলার নাম সঙ্গীতা সাহানি। ইতিমধ্যে পুলিশের পক্ষ থেকে বাড়িটিকে সিল করা হযেছে। পুলিশ সূত্রে খবর এর আগেও সঙ্গীতা সাহানির মাকে একই অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছিল। ধারণা করা হচ্ছে দীর্ঘদিন ধরেই এই কাজের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে তারা। ধারণা করা হচ্ছে জেলার বিভিন্ন প্রান্তে এই গাঁজা খুচরো ও পাইকারি মূল্যে ছড়িয়ে দিচ্ছে তারা। এই গাঁজা চক্রের সঙ্গে অন্য কেউ যুক্ত রয়েছে কিনা পুরো ঘটনা তদন্ত করছে পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশ।

জেলা মুখী ৫২ হাতির দল, সচেতন বন কর্মীরা

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ১৮ ডিসেম্বর ঃ শীতের শুরুতেই হাতির দলের আগমন বার্তায় জঙ্গল মহলে ফসলে ব্যাপক ক্ষতির আশঙ্কা করছেন গ্রামবাসীরা। এখনও অনেক জমিতে আমন ধান কাটা হয়ে ওঠেনি। কোথাও কাটা ধান জমিতে গাদা করে রাখতে হয়েছে। অন্যদিকে জমিতে রয়েছে শীতকালীন সবজি। এসময় বিশাল হাতির দল এলাকায় এসে পড়ায় ক্ষতির আশঙ্কায় চাষীরা। ইতিমধ্যে পশ্চিম মেদিনীপুরের সীমানা পেরিয়ে বিষ্ণুপুরের জঙ্গল হয়ে হাতির দলটি জয়পুরের আধকাটার জঙ্গলে ঢুকে পড়েছে। উল্লেখ্য মাত্র দেড় মাস আগে বাঁকুড়া জেলা ছেড়ে পশ্চিম মেদিনীপুরে একটি হাতির দল চলে যাওয়ায় হাফ ছেড়ে বেঁচে ছিলেন চাষীরা। দেড় মাস যেতে না যেতেই ৫২ টি হাতির আসার খবর ছড়িয়ে পড়তেই আতঙ্কে ভুগছেন জেলার চাষিরা। জীবন ও ফসল হানিএড়াতে জঙ্গল লাগোয়া এলাকাগুলিতে সতর্কতা জারি করেছে বন দফতর। বন দফতর সূত্রে জানা যায়, দলটিতে ৮ টি শাবক রয়েছে। হাতির দলটির অভিমুখ দেখে বন দফতরের অনুমান মাচানতলার জঙ্গল হয়ে দ্বারকেশ্বর নদের দিকে যেতে পারে। পাঞ্চেৎ বন বিভাগের এডিএফও বীরেন কুমার শর্মা জানান, বন বিভাগের এলিফেন্ট মুভমেন্ট ট্রাকিং গ্রুপগুলিকে কড়া নির্দেশ দেওয়া হয়েছে হাতির গতিবিধির ওপর কড়া নজর রাখতে এবং তা গ্রামবাসীদের কাছে পৌঁছে দিয়ে সতর্ক করতে। অনেক সময় তাদের নজর এড়িয়ে এক দুটো হাতি এদিক ওদিক চলে যেতে পারে। এতে বিপত্তি ঘটতে পারে। তাই পরিস্থিতির ওপর কড়া নজর রাখতে বলা হয়েছে।

NOTICE INVITING TENDER

Sealed Tender is hereby invited by the undersigned, vide this Office Tender No-03/IGP/(2024-25)2nd call, Memo no-891/IGP, Dated-17.12.2024, Tender No- 04/IGP/(2024-25)2nd call, Memo no-892/IGP, Dated-17.12.2024, Tender No- 08/IGP/(2024-25), Memo no-893/IGP, Dated- 17.12.2024, Last Date of application of bid for above NIT is **24.12.2024,upto 2.00 pm**. Date and time of purchase of tender paper is **26.12.2024 upto 2.00 pm**. Date of receiving of tender is **27.12.2024 upto 2.00pm** and opening of tender is **27.12.2024 at 2.30 pm.** For details please visit GP Office on and from 17.12.2024.

Pradhan
Indrani Gram Panchayat

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নং ঃ ২৯৩_২০২৪-২৫, ২৯৪_২০২৪ -২৫, তারিখ ১৬.১২.২০২৪। সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার/২/হাওড়া, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক সমতুল কাজে অভিজ্ঞ এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতিপন্ন টেন্ডারদাতাগণ যাঁরা সেচ/ সিপিডব্লুডি/এসইবি/ এমইএস অথবা কোনো রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে নথিভুক্ত রয়েছেন তাঁদের নিকট থেকে অনলাইনে **সিনি. ডিইএন/২/হাওড়া**-র অধীনে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **ক্র. নং. ঃ ১। ই-টেন্ডার নং ঃ ২৯৩_২০২৪-২৫। কাজের বিবরণ ঃ** বর্ধমানে জীর্ণ পরিত্যক্ত কোয়ার্টার্স প্রতিস্থাপন [পরিত্যক্ত টাইপ-I কোয়ার্টার্স কে (২০ ইউনিট) টাইপ -II কোয়ার্টার্স নির্মাণ দ্বারা] এবং এসএসই/ডব্লু/ডানকুনি শাখায় আরপিএফ পোস্ট ডানকুনির জন্য ৫০ শয্যার আরপিএফ ব্যারাক তথা অফিস বিল্ডিং নির্মাণ। **আনুমানিক মূল্য ঃ** ২,৯৫,৪৯,৮২৪.৩৭ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ২,৯৭,৮০০.০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্য ঃ** শূন্য। **ক্র. নং. ঃ ২। ই-টেন্ডার নং ঃ ২৯৪_২০২৪-২৫। কাজের বিবরণ ঃ** সিনি. ডিইএন/২/হাওড়ার আওতাধীনে ফুট ওভারব্রিজ মেরামতি/শক্তিশালী করার কাজ। **আনুমানিক মূল্য ঃ** ৮১,৯২,৪৬১.২৮ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ১,৬৩,৯০০.০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্য ঃ** শূন্য। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ১২ মাস ক্র. নং. ১ ও ২-এর জন্য। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত তারিখটিতে যদি কোনো কারণে ছুটি/বন্ধ/ধর্মঘট ঘোষিত হয়, তাহলেও অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখটির কোনো পরিবর্তন হবে না, কারণ আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের প্রায়োগিক পদ্ধতি টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনো প্রস্তাব দাখিলের অনুমোদন দেবে না। যদিও, অনলাইনে টেন্ডার খোলার কাজটি পরবর্তী কাজের দিনে করা হবে। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ০৭.০১.২০২৫ তারিখ দুপুর ২ টো। **www. ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে বিশদ টেন্ডার পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাগণকে উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের প্রস্তাব দাখিল করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। হাতে হাতে দাখিল করা প্রস্তাব গ্রাহ্য হবে না। HWH-492/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

Office of the
Onda-II Gram Panchayat
Patrahati, Makarkole, Onda, Bankura
Notice inviting e-Tender No-1) NIeT-13/2024-25 (Tender ID-2024_ZPHD_786798)

Pradhan, Onda-II invites percentage rate e-Tender for 4 no (four) works. Last date of documents download & bid submission is **26 th dec 2024 at 6:30 p.m**. For details please visit website : **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Onda-II Gram Panchayat

N.I.Q. No-WBIW/SDO/M.Inv.S.D./NIQ NO-01/2024-25(2nd Call)

On behalf of the Governor of W.B., the Sub Divisional Officer, Malda investigation Sub Division, Green Park, Malda invites sealed quotation. Last date of application:- **02.01.2025 till 15:00 Hours** IST. Details may be seen in the website **www.wbiwd.gov.in**

Sd/-Sub Divisional Officer,
Malda investigation Sub Division.

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের অধীনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ১০৯/ডব্লিউ-২/এপিডিজে; তারিখ ঃ ১৩-১২-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **টেন্ডার নং.ঃ ৩৪-এপি-II-২০২৪। কাজের নাম ঃ** ফকিরাগ্রাম জং.-কোকরাঝাড়ের মধ্যে কিমি ২১৫/২-৩-এ ১x২.৫০ এম আরসিসি বক্স কালভার্ট দ্বারা বিআর নং. ৩৮৭ (১x১.৮৩ এম, ব্রিক আর্ক ও আরসিসি হিউম পাইপ) -এর পুনঃনির্মাণ। টেন্ডার মূল্যঃ ২,২৪,২৫,৬০৪.২৬ টাকা; বায়নার ধন ঃ ২,৬২,১০০.০০ টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধ হবে** ০৮-০১-২০২৫ তারিখের ১৩.০০ ঘন্টায় এবং **খোলা হবে** ০৮-০১-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য **http://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ওয়ার্কস), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : ১১২/ডব্লিউ-২/এপিডিজে, তারিখ: ১৩-১২-২০২৪; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে; **টেন্ডার নং ঃ ৩৬-এপি-II-২০২৪; কাজের নাম ঃ** ডিইএন/II/আলিপুরদুয়ার জংশনের আওতাধীন ইএসটিটি নং. ০৪/ইএনজিজি/এপি/II অফ ২০২৪-২৫ -এর মাধ্যমে রেলওয়ের ওয়েল্ডিং অংশে ট্রাফিক ব্লকের সময় ২৫মিমি গ্যাপ ইন-সিটু ওয়েল্ডিং সহ ৫২কেজি/৬০কেজি/৬০ইআই -আর২৬০ -এর অ্যালুমিনো থার্মিক ওয়েল্ডিং অংশের উৎপাদন এবং সরবরাহ। **টেন্ডার মূল্যঃ** ২৬,৫০,৭৪৪.৫০/- টাকা; **বায়না মূল্যঃ** ৫৩,০০০/- টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় **১৩:০০** টায় এবং **খোলা ০৮-০১-২০২৫** তারিখে **১৫:০০** টায়। বিস্তারিত জানার জন্য অনুগ্রহ করে **http://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট দেখুন।

ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

হাওড়া পৌর নিগম

৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, হাওড়া- ৭১১১০১
দূরভাষ ঃ (+৯১-৩৩) ২৬৩৮-৩২১১-১৩, ফ্যাক্সঃ (+৯১-৩৩) ২৬৪১-২৬১৩
আইটি বিভাগ

নং. ০৪৬ /আইটি / এইচওডি / ২৪-২৫ তারিখঃ ১৭.১২.২০২৪

দরপত্র আহ্বান করার বিজ্ঞপ্তি (২য় কল)

ই-টেন্ডার (২ কল) রক্ষণাবেক্ষণ পরিষেবা সমর্থন এবং ডিজিটাল কপিয়ার মেশিনের সরবরাহের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে সত্য পরিষেবা প্রদানকারী / সংস্থাগুলি থেকে। এই বিষয়ে আরও বিশদ তথ্য সরাসরি **https://wbtenders.gov.in** ওয়েবসাইট থেকে পাওয়া যেতে পারে। দরপত্রগুলি ৩০.১২.২০২৪ **তারিখেএর আগে বিকাল** ০৬.০০ জমা দেওয়া হয়েছে। HMC-এর ওয়েব-সাইটে পাওয়া আইটেমের বিশদ বিবরণ যেমন **www.myhmc.in** কর্পোরেশন কোনো কারণ না দেখিয়ে দরপত্র গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার অধিকার সংরক্ষণ করে।

১২১ (১)/২৪-২৫
১৮।১২।২৪

নির্বাহী প্রকৌশলী (আইটি)
হাওড়া পৌর নিগম

ULUBERIA MUNICIPALITY

TENDER NOTICE

Notice Inviting e-Tender No. - WBMAD/UM/328/e-Tender/2024-25 Dated: 17.12.2024, WBMAD/UM/329/e-Tender/2024-25 Dated: 17.12.2024

(Construction of Concrete road, Drain & Bullah Pilling in different ward within Uluberia Municipality.)

Details are available in the **www.wbtender.gov.in**

Sd/- Executive Officer,
Uluberia Municipality

NOTICE INVITING TENDER

NIT No. 74/of EO/MNM/2024-25 dated-17.12.2024
NIT No. 75/of EO/MNM/2024-25 dated-17.12.2024
NIT No. 76/of EO/MNM/2024-25 dated-17.12.2024
NIT No. 77/of EO/MNM/2024-25 dated-17.12.2024

Sealed Tenders are hereby invited by the Chairman, Maynaguri Municipality for the 4 (Four)Nos. NIT's. within Maynaguri Municipality from eligible and resourceful agencies/Firms/Contractors having sufficient credential and financial capability. Last date & time for application for Tender paper **26.12.2024 up to 5:00 pm**. Date & Time for opening of Sealed Tender **27.12.2024 at 12.00 PM**. For details please visit office of the undersigned.

Sd/- Chairman
Maynaguri Municipality

হাওড়া পৌর নিগম

৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, হাওড়া- ৭১১১০১

নং. ডব্লু-এইচএমসি / টিএম / ইডি / এসকডিউ / ১৬ / ২৪-২৫ তারিখঃ ১৩.১২.২০২৪

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি

[illegible]

১৭৯(৩)/২৪-২৫
১৮।১২।২৪

সচিব
হাওড়া পৌর নিগম

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer, Water Supply (S.S. Unit), KMC invites e-tender online system for the following work:

NIT No. : KMC/WS/EE/SSU/W-131/8/24-25/R-41/12

Name of the work: **Development of F/W supply works for damaged portions of 400 mm dia. reserve main pipe line on Upendra Nath Banerjee Road near (1) P-375/1, (2) P-403/1, (3) The Corner House etc. with some related works in Ward No.-131, (BR-XIV).** Estimated amount: ₹ **2,85,724.48**. Earnest money: ₹ **5,800.00**. Period of completion: **12 days**. Last date of submission of bid: **28.12.2024 - 1 P.M.** Tender will be opened on: **31.12.2024 - 2 P.M.** The bid forms and other details are available on and from **19.12.2024 - 10 A.M.** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The Director General (M)/Roads, KMC invites e-tender online in two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/ASPH/GG/E-8-1/24-25

Name of the work: **Supply fitting fixing of CO2 fire extinguishers and insulation rubber mat for HT Rooms at Asphaltum Goragacha.** Estimated cost: ₹ **1,91,441.46**. Earnest money: ₹ **4,000.00**. Period of completion: **10 days.**

(2) NIT No. : KMC/ASPH/GG/E-14/24-25

Name of the work: **Supply installation and commissioning of EPABX machine along with telephone cables and allied works at Asphaltum Goragacha.** Estimated cost: **Open**. Earnest money: ₹ **2,500.00**. Period of completion: **10 days.** Last date and time of submission of bid: **30.12.2024 (2 P.M.) (For Sl. No. 1 & 2)**. Bid opening date for technical proposal: **02.01.2025 (2 P.M.) (For Sl. No. 1 & 2)**. The bid forms and other details are available on and from **20.12.2024 (2 P.M.)** from the website **https://wbtenders.gov.in (For Sl. No. 1 & 2).**

The Executive Engineer, Water Supply (Jadavpur Unit), BR-XII, KMC invites e-tender for the following work:

NIT No. : KMC/WS/BR-XII/103/24-25/C-3/1st Call

Name of the work: **Improvement of water supply network by laying of 100 mm dia. D.I. pipes from 5/1 to 4 Kabi Sukanta Road, 39/A/2 to 285/A Kabi Sukanta Road in Ward No.-103, BR-XII.** Estimated amount: ₹ **2,93,120.30**. Earnest money: ₹ **6,000.00**. Period of completion: **21 days**. Last date of receipt/opening of tender (online): **04.01.2025 - 1 P.M./06.01.2025 - 1 P.M.** The bid forms and other details are available from the websites **https://etender.wb.nic.in & https://wbtenders.gov.in**

The Executive Engineer (Water Supply)/BDT, KMC invites e-tender online percentage in two bid system for the following works:

(1) E-NIT No. : KMC/WS/HPLBDT/E/24-25/5/01

Name of the work: **Electrification work involving installation of feeder box, starter panel set alongwith laying of underground power cable for operating new big dia tubewell at 34 UC Banerjee Road in Ward No.-30.** Estimated cost: ₹ **2,63,297.00**. Earnest money: ₹ **5,300.00**. Time of completion: **10 days.**

(2) E-NIT No. : KMC/WS/HPLBDT/E/23-24/3/01

Name of the work: **Laying of underground power cable alongwith installation of starter panel, feeder pillar box and other associated electrification work for operating big dia tubewell at 24 Chaulpatty Road near Rashmoni Bazar in Ward No.-34.** Estimated cost: ₹ **2,98,930.00**. Earnest money: ₹ **6,000.00**. Time of completion: **10 days.**

(3) E-NIT No. : KMC/WS/HPLBDT/E/24-25/4/01

Name of the work: **Installation of Kiosk comprising of electrical panel box for operating new tubewell at Taltala Bazar Street and 2, Sridhar Roy Road (Kustia) in Ward No.-53 and 65 respectively.** Estimated cost: ₹ **1,99,022.00**. Earnest money: ₹ **4,000.00**. Time of completion: **10 days.** Last date and time of submission of bid: **26.12.2024 up to 5 P.M. (For Sl. No. 1 to 3)**. The tender will be opened on: **28.12.2024 at 5 P.M. (For Sl. No. 1 to 3)**. The bid forms and other details will be available on and from **19.12.2024 after 5 P.M.** from the website **https://wbtenders.gov.in (For Sl. No. 1 to 3).**

(4) E-NIT No. : KMC/WS/PBDT/M/2024-25/14/2nd Call

Name of the work: **Repairing by cutting, jointing, threading, painting and socketing of old and serviceable 150 mm dia M.S. column pipes for Poddarnagar Big-Dia T/W Unit.** Estimated cost: ₹ **2,74,492.89**. Earnest money: ₹ **5,500.00**. Period of completion: **30 days**. Last date of submission of bid: **28.12.2024 - 2 P.M.** Tender will be opened on: **31.12.2024 - 2 P.M.** The bid forms and other details are available on and from **20.12.2024 - 2 P.M.** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The Executive Engineer, Water Supply (ARSM SQ.BPS), KMC invites e-tender online in two bid system for the following work:

NIT No. : KMC/WS/ARSM/69/2024-25

Name of the work: **Supply and commissioning of motor protection relay for motor feeder no. 3 & 6 of RSM SQ. BPS.** Estimated amount: ₹ **3,15,589.00**. Earnest money: ₹ **6,320.00**. Period of completion: **25 days.** Last date and time of submission of bid: **28.12.2024 up to 2 P.M.** For detailed information, please visit website **https://wbtenders.gov.in**

The Executive Engineer, Water Supply (BR-XI), KMC invites e-tender for the following works:

(1) NIT No. : EE(WS)/BR-XI/NIeT/65/2024-25

Name of the work: **Laying of 100 mm dia. DI pipe by replacing existing worn out 100 mm dia. C.I pipe H/o Shymal Saha to Babu Para Riksha Stand at Babu Para in Ward No.-114, BR-XI.** Estimated amount: ₹ **2,90,266.18.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **30 days.**

(2) NIT No. : EE(WS)/BR-XI/NIeT/66/2024-25

Name of the work: **Laying of 100 mm dia. DI pipe by replacing existing worn out 100 mm dia. old PVC pipe from H/o Bablu Gorai to Bishnu Sangha Club at Panchanantala in Ward No.-114, BR-XI.** Estimated amount: ₹ **2,92,897.01.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **30 days.**

(3) NIT No. : EE(WS)/BR-XI/NIeT/67/2024-25

Name of the work: **Replacement of 100 mm dia CI pipe by laying of 100 mm dia DI pipe from Q-29 upto Q-14/1 Kamdohari Purbapara in Ward No.-111.** Estimated amount: ₹ **1,21,792.75.** Earnest money: ₹ **2,500.00.** Period of completion: **15 days.**

(4) NIT No. : EE(WS)/BR-XI/NIeT/68/2024-25

Name of the work: **Development by replacement of 75 mm PVC pipe by laying of 100 mm dia DI pipe from Rudrangana Mandir to 1 No. Nathpara in Brahmapur Ghosh Para in Ward No.-111.** Estimated amount: ₹ **1,45,073.49.** Earnest money: ₹ **3,000.00.** Period of completion: **21 days.**

(5) NIT No. : EE(WS)/BR-XI/NIeT/69/2024-25

Name of the work: **Replacement of 100 mm dia CI pipe by laying of 100 mm dia DI pipe at R-104 to Q-11 Kamdahari Purba Para in Ward No.-111.** Estimated amount: ₹ **1,76,475.10.** Earnest money: ₹ **3,600.00.** Period of completion: **21 days.**

(6) NIT No. : EE(WS)/BR-XI/NIeT/70/2024-25

Name of the work: **Development by replacement of 100 mm dia CI and 75 mm PVC pipe by laying of 100 mm dia DI pipe from Nathpara Primary School upto 17/25 Nathpara in Ward No.-111.** Estimated amount: ₹ **2,12,923.71.** Earnest money: ₹ **4,300.00.** Period of completion: **21 days.**

(7) NIT No. : EE(WS)/BR-XI/NIeT/71/2024-25

Name of the work: **Supply & laying of 100 mm dia DI pipe from C-22 Rabindrapally to C-20/1 Rabindrapally damaged by Drainage Department in Ward No.-111, BR-XI.** Estimated amount: ₹ **1,57,212.76.** Earnest money: ₹ **3,200.00.** Period of completion: **15 days.**

(8) NIT No. : EE(WS)/BR-XI/NIeT/72/2024-25

Name of the work: **Extension with pick-up connection of 100 mm dia DI pipe from H/o S. Das to Nath Para T/Well & H/o Babu Gon to Balak Samity Club under Ward No.-111.** Estimated amount: ₹ **2,97,452.28.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **15 days.**

(9) NIT No. : EE(WS)/BR-XI/NIeT/73/2024-25

Name of the work: **Improvement of 150 & 100 mm dia service main by scrubbing machine application at Subhaspally & Ushapally Bye Lanes in Ward No.-111.** Estimated amount: ₹ **2,86,896.56.** Earnest money: ₹ **5,800.00.** Period of completion: **21 days.** Last date of receipt/opening of tender (online): **27.12.2024 - 5 P.M./30.12.2024 - 1 P.M. (For Sl. No. 1 to 9).** The bid forms and other details are available from the website **https://wbtenders.gov.in (For Sl. No. 1 to 9).**

The Executive Engineer, Water Supply (BR-XVI), KMC invites e-tender for the following works:

(1) NIT No. : KMC/WS/JOKA/24/2024-25(2nd Call)

Name of the work: **Development work of new work by laying of 100 mm dia D.I pipe line at different location of R. N. Tagore L.P-207/15/0/4, M. K. Das Pally L.P-156/9/48, Majhipara Pr. No. 32, Majhipara H/o A. Paul, MG Road 638, Daspara 5/4, 112/5, 82, R. K. Nagar 93 to End in Ward No.-124.** Estimated cost of the work: ₹ **3,90,071.55.** Earnest money: ₹ **7,900.00.** Period of completion: **30 days.**

(2) NIT No. : KMC/WS/JOKA/25/2024-25(2nd Call)

Name of the work: **Repairing and maintenance work of water supply pipe line, G.I. pipe and ferrule checking and other allied works at different places of Ramkrishna Nagar Bye Lane and Purba Para Bye Lane in Ward No.-124.** Estimated cost of the work: ₹ **2,51,392.59.** Earnest money: ₹ **5,100.00.** Period of completion: **45 days.** Last date of submission of bid: **08.01.2025 - 5 P.M. (For Sl. No. 1 & 2).** Tender will be opened on **13.01.2025 - 1 P.M. (For Sl. No. 1 & 2).** The bid forms and other details are available on and from **27.12.2024 - 2 P.M.** from the website **https://wbtenders.gov.in (For Sl. No. 1 & 2).**

(1070/24-25)

অস্ট্রেলিয়ার মাঠিতে নতুন তকমা পেলেন যশপ্রীত বুমরা

ব্রিসবেন, ১৮ ডিসেম্বরঃ ভারতীয় ক্রিকেটের ইতিহাসে এমন অনেক তারকা বোলারের নাম রয়েছে, যাঁদের অবদান অনস্বীকার্য। কিন্তু যদি বর্তমান সময়ের কথা বলা হয়, তাহলে একটি নাম সর্বত্র আলোচিত যশপ্রীত বুমরা। ভারতীয় ক্রিকেট দলের অন্যতম সেরা বোলার হিসেবে যশপ্রীত বুমরা নিজেকে প্রমাণ করেছেন, বিশেষ করে টেস্ট ক্রিকেটে। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে তাঁর দারুণ পারফরম্যান্স ভারতীয় ক্রিকেট প্রেমীদের গর্বিত করেছে। ব্রিসবেনে একটি ঐতিহাসিক রেকর্ড গড়ে নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন তিনি। এই রেকর্ডের মাধ্যমে পিছনে ফেলেছেন ভারতের বিশ্বকাপ জয়ী অধিনায়ক তথা কিংবদন্তি কপিল দেবকেও। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে ভারতীয় বোলারদের মধ্যে সর্বাধিক উইকেট নেওয়ার রেকর্ডটি এখন বুমরার নামে। ১০টি টেস্ট ম্যাচে তিনি নিয়েছেন মোট ৫৩টি উইকেট। এতদিন এই রেকর্ড ছিল ভারতীয় ক্রিকেটের ইতিহাসের অন্যতম বড় তারকা, কপিল দেবের দখলে।

কপিল দেব ১১টি ম্যাচে ৫১টি উইকেট নিয়েছিলেন, কিন্তু এক ম্যাচ কম খেলেই বুমরা তাঁর রেকর্ড ভেঙে দিলেন। বুমরার এই অসাধারণ কীর্তি সত্যিই প্রশংসনীয়, কারণ অস্ট্রেলিয়ার মতো শক্তিশালী ব্যাটিং লাইনআপের বিরুদ্ধে উইকেট পাওয়া যে কোনও বোলারের জন্য চ্যালেঞ্জের বিষয়। তাঁর বোলিং দক্ষতা এবং তার সঠিক গতির ব্যবহার তাঁর এই রেকর্ডের পেছনে মূল কারণ। বিশেষ করে পার্থে, অ্যাডিলেড এবং ব্রিসবেনে তাঁর পারফরম্যান্স ছিল এককথায় অনন্য। পার্থে প্রথম ইনিংসে ৫ উইকেট এবং দ্বিতীয় ইনিংসে ৩ উইকেট নিয়ে দলের জয় নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন তিনি। অ্যাডিলেডে প্রথম ইনিংসে ৪ উইকেট নেওয়ার পর, ব্রিসবেনে প্রথম ইনিংসে ৬ উইকেট এবং দ্বিতীয় ইনিংসে ৩ উইকেট নিয়ে দলের দুর্দান্ত জয় নিশ্চিত করেন। এই তিনটি টেস্টে মোট ২১টি উইকেট নিয়ে তিনি এই সিরিজের সর্বোচ্চ উইকেট শিকারী বোলার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছেন। তালিকায় তিন নম্বরে রয়েছেন ভারতের প্রাক্তন লেগ স্পিনার অনিল কুম্বলে। তিনি ১০টি টেস্ট ম্যাচে ৪৯টি উইকেট নিয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে। কুম্বলে, যাঁর ব্যাটিং কিংবা ফিল্ডিংয়ের প্রতি মনোযোগ একটু কম থাকলেও, তাঁর বোলিং ছিল অত্যন্ত কার্যকরী। চতুর্থ স্থানে রয়েছেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন, যিনি ১১টি ম্যাচে ৪০টি উইকেট নিয়েছেন।

আর জল্পনা নয়, আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় জানালেন অশ্বিন

ব্রিসবেন, ১৮ ডিসেম্বরঃ সিরিজ শেষের অপেক্ষা নয়, মাঝপথেই ঘোষণা করে দিলেন। কয়েক ঘণ্টা আগে যেটা ছিল শুধুই জল্পনা। ম্যাচটা দ্রুত শেষ হতেই জল্পনা বদলে গেল বাস্তবে। ক্যাপ্টেন রোহিত শর্মার সঙ্গে সাংবাদিক সম্মেলনে এলেন অশ্বিন। তার আগেই অবশ্য নানা দিক থেকে ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছে। বিরাট কোহলির সঙ্গে তাঁর দীর্ঘ আলোচনাই বলে দিচ্ছিল, এ শুধু আড্ডা নয়। তারপর আলিঙ্গন। সাংবাদিক সম্মেলনে মুখে হাসি রেখেই বললেন, 'আমার শেষ দিন'। আর কী বললেন? প্রতিটা ক্রীড়াবিদের জীবনেই এমন একটা দিন আসে। সিদ্ধান্ত নিতে কষ্ট হয়। কিন্তু দিনটা আসে। অশ্বিনের সফল কেরিয়ারেও এল। বলছেন, ''ভারতীয় দলের ক্রিকেটার হিসেবে এটাই আমার শেষ দিন। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সব ফরম্যাটেই। যদিও আমি মনে করি, আমার মধ্যে এখনও কিছুটা ক্রিকেট বাকি রয়েছে। সেটা ক্লাব স্তরের ক্রিকেটেই প্রকাশ করব। দেশের হয়ে এটাই শেষ।'' পাশে ক্যাপ্টেন রোহিত শর্মা। তাঁকে দেখিয়ে যোগ করলেন, ''আমি প্রচুর মজা করেছি। এটুকু বলতে পারি, অন্যান্য সতীর্থর পাশাপাশি রোহিতের সঙ্গেও দারুণ কিছু সুন্দর মুহূর্ত তৈরি করেছি। গত কয়েক বছর অনেক সতীর্থকেও বিদায় জানাতে হয়েছে (অনেকেই অবসর নিয়েছেন)। পুরনোদের মধ্যে আমরা হাতে গোনা কয়েকজনই ছিলাম। আমিও ড্রেসিংরুম ছেড়ে যাচ্ছি। এই দিনটাকে আন্তর্জাতিক স্তরে শেষ বলে তুলে রাখব।'' অন্যান্য সতীর্থর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতে ভুললেন না। অশ্বিনের কথায়, ''অনেককেই ধন্যবাদ জানানোর রয়েছে। তবে সবার আগে আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই ভারতীয় বোর্ডকে। অনেক সতীর্থ সম্পর্কেই বলতে ইচ্ছে করছে। কয়েকটা নাম না বললেই নয়। আমার এই সফরে সমস্ত কোচকে ধন্যবাদ। সতীর্থদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে নামগুলি নিতে চাই রোহিত, বিরাট, অজিঙ্ক, পূজারা- আমার এই সফরে ওরা অনবদ্য কিছু ক্যাচ নিয়েছে। ওদের জন্যও অনেক উইকেট পেয়েছি।'' সাংবাদিক সম্মেলনে এলেও আগেই বলে দিয়েছিলেন, তিনি কোনও প্রশ্ন নেবেন না। ঘোষণা করতেই এসেছেন। মুখে হাসি থাকলেও আবেগ

ধরে রাখতে পারলেন না। বলছেন, ''আমার কাছে আবেগের মুহূর্ত। কোনও প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার মতো পরিস্থিতিতে নেই। এর জন্য আমাকে ক্ষমা করবেন প্লিজ। আমাকে নিয়ে আপনারা অনেক ভালো আর্টিকেল লিখেছেন, কিছু খারাপও রয়েছে। এই সম্পর্কটা আজীবন থেকে যাবে। আশাকরি, নতুন যারা আসবে, তারাও আপনাদের থেকে এই ভালোবাসা পাবে।'' পাশাপাশি প্রতিদ্বন্দ্বী অস্ট্রেলিয়া টিমের প্রতিও কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন অশ্বিন। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে দীর্ঘ ১৪ বছরের কেরিয়ার। ১০৬টি টেস্টে ৫৩৭টি উইকেট। ভারতীয়দের মধ্যে অনিল কুম্বলের পরেই রয়েছেন অশ্বিন। এর মধ্যে ৩৭ বার ইনিংসে পাঁচ কিংবা তার বেশি উইকেট। এক্ষেত্রে দ্বিতীয় স্থানে অশ্বিন। শ্রীলঙ্কার কিংবদন্তি ৬৭ বার টেস্টে এক ইনিংসে পাঁচ কিংবা তার বেশি উইকেট নিয়েছেন। অশ্বিনের সাফল্যের এখানেই শেষ নয়। ঘরের মাঠে ২০১১ সালের ওয়ান ডে বিশ্বকাপজয়ী দলের সদস্য অশ্বিন। ২০১৩ সালে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জিতেছেন। সব ফরম্যাট মিলিয়ে তাঁর ঝুলিতে ৭৬৫ উইকেট। ভারতীয়দের মধ্যে একমাত্র অনিল কুম্বলের তাঁর চেয়ে বেশি (৯৫৬) উইকেট রয়েছে। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে উইকেটের নিরিখে বিশ্বে ১১তম স্থানে। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপেও তাঁর রেকর্ড অনবদ্য। প্রথম বোলার হিসেবে ডব্লুটিসি-তে উইকেটের সেঞ্চুরি গড়েছেন রবি অশ্বিনই। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে ৪১ ম্যাচে তাঁর রয়েছে ১৯৫ উইকেট। যদিও এই রেকর্ড হয়তো দ্রুতই ভেঙে যাবে। অজি স্পিনার নাথান লিয়ঁর রয়েছে ১৯০ উইকেট।

রোমাঞ্চ হল না

গাব্বা টেস্ট ড্র

ব্রিসবেন, ১৮ ডিসেম্বরঃ জিতল বৃষ্টি। ব্রিসবেন টেস্ট ড্র। রোমাঞ্চকর একটা সমাপ্তির পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। যদিও তা আর হল না। পারথে প্রথম টেস্ট জিতেছিল ভারত। অ্যাডিলেডে জিতে সমতা ফেরায় অস্ট্রেলিয়া। ব্রিসবেনে ড্র। বক্সিং ডে টেস্টে দু-দলই সমান জায়গায় থেকে নামবে। ব্রিসবেন টেস্টের প্রথম দিন থেকেই বাধা সৃষ্টি করেছে বৃষ্টি। প্রথম দিন মাত্র ১৩.২ ওভার খেলা হয়েছিল। দ্বিতীয় দিন অবশ্য পুরো খেলা হয়। ব্যাকফুটে ছিল ভারত। চতুর্থ দিন ভারত ফলো অনও এড়ায়। শেষ দিন দুর্দান্ত পরিস্থিতি তৈরি হলেও বৃষ্টি এবং মন্দ আলোয় দিনের খেলা পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হল। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের নিরিখে দু-দলের কাছেই এই সিরিজ ডু অর ডাই। অস্ট্রেলিয়া তাই একটা ঝুঁকিও নিয়েছিল। প্রথম ইনিংসে ৪৪৫-এর বিশাল স্কোর গড়েছিল অস্ট্রেলিয়া। ট্রাভিস হেড ও স্টিভ স্মিথ সেঞ্চুরি করেন। ভারতকে ফলো অন করার মরিয়া চেষ্টায় ছিল অজি শিবির। চতুর্থ দিন লোকেশ রাহুল, রবীন্দ্র জাডেজা অনবদ্য ইনিংস খেলেন। তবে পার্থক্য গড়ে দেয় জসপ্রীত বুমরা ও আকাশ দীপ জুটি। ফলো

অন এড়ায় ভারত। পঞ্চম দিন ৪.৫ ওভারের মধ্যেই অলআউট ভারত। ২৬০ রানে থামে ভারতের ইনিংস। এই সিরিজে প্রথম ইনিংসে ভারতের সর্বাধিক স্কোর। অস্ট্রেলিয়া দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাটিংয়ে নামতেই বুমরা-আকাশ দীপ-সিরাজ পেস ত্রয়ীর দাপট। মাত্র ৩৩ রানেই ৫ উইকেট হারায় অজিরা। ৮৯-৭ স্কোরে ডিক্লেয়ার দেয় অস্ট্রেলিয়া। যা ঝুঁকিই। আবহাওয়া বাধা হয়ে না দাঁড়ালে ৫৪ ওভারে ভারতের প্রয়োজন ছিল ২৭৫ রান। যদিও ভারতীয় ইনিংস শুরুর ২.১ ওভারের মধ্যেই খেলা থামাতে হয়। এরপর দিনের খেলা পরিত্যক্ত। সিরিজ ১-১ রেখে মেলবোর্নে বক্সিং ডে টেস্টে নামবেন রোহিতরা।

ফিফা দ্য বেস্ট ফুটবল অ্যাওয়ার্ড

মেসি-রদ্রিদের হারিয়ে ফিফার বর্ষসেরা ভিনিসিউস জুনিয়র

রিয়াল মাদ্রিদের জার্সিতে সাফল্যে ভরা একটি মরসুম কাটিয়ে এবং দলের সব অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার অসাধারণ এক স্বীকৃতি পেলেন ভিনিসিউস জুনিয়র। এবারের ব্যালন ডি'অর জয়ী রদ্রি, রেকর্ড আটবারের বর্ষসেরা ফুটবলার লিওনেল মেসি এবং আরও অনেককে হারিয়ে ফিফার বর্ষসেরা পুরুষ খেলোয়াড় নির্বাচিত হলেন ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড।

দোহা, ১৮ ডিসেম্বরঃ মঙ্গলবার রাতে 'ফিফা দ্য বেস্ট ফুটবল অ্যাওয়ার্ড' অনুষ্ঠানে ভিনিসিউসকে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়। তার হাতে পুরস্কার তুলে দেন ফিফার সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনো। ২০২৩ সালের ২১ আগস্ট থেকে ২০২৪ সালের ১০ আগস্ট পর্যন্ত সময়ের পারফরম্যান্স বিবেচনায় নিয়ে গত ২৯ নভেম্বর মনোনীত মোট ১১ জনের তালিকা প্রকাশ করে ফিফা। লড়াইয়ে আরও ছিলেন কিলিয়ান এমবাপে, দানি কার্ভাহাল, আর্লিং হলান্ড, ফেদেরিকো ভালভের্দে, ফ্লোরিয়ান ভিরজ, জুড বেলিংহ্যাম, লামিনে ইয়ামাল, টনি ক্রুস। বিবেচিত সময়ে জাতীয় দলের হয়ে আশানুরূপ কিছু করতে পারেননি ভিনিসিউস। তবে ক্লাব ফুটবলে তার পারফরম্যান্স ছিল নজরকাড়া। গত মরসুমে রিয়ালের চ্যাম্পিয়ন্স লিগ, লা লিগা ও স্প্যানিশ সুপার কাপ জয়ে বড় অবদান রাখেন ভিনিসিউস। চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ফাইনালে বরুশিয়া ডর্টমুন্ডের বিপক্ষে দলের ২-০ ব্যবধানের জয়ে দলের দ্বিতীয় গোলটি করেন তিনি। নির্বাচিত হন আসরের সেরা খেলোয়াড়। স্প্যানিশ সুপার কাপের ফাইনালে তিনি হ্যাটট্রিক করেন বার্সেলোনার বিপক্ষে। ২০২৩-২৪ মরসুমে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে রিয়ালের হয়ে ৩৯ ম্যাচে ২৪ গোল করেন এই ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড। অবশ্য মরসুমজুড়ে তার দাপুটে পারফরম্যান্সের ছাপ কেবল সংখ্যায় ফুটে উঠছে না। প্রায় প্রতি ম্যাচেই প্রতিপক্ষের জন্য তিনি হয়ে উঠতেন ভয়ঙ্কর। ম্যাচের পর ম্যাচে তার গতিময় ফুটবল সতীর্থদের সামনে প্রতিপক্ষের রক্ষণে হানা দেওয়ার সুযোগ তৈরি করে দিত। সবকিছুর মিশেলেই ক্যারিয়ারে প্রথমবারের মতো ভিনিসিউস নির্বাচিত হলেন বর্ষসেরা ফুটবলার, পেলেন 'ফিফা দ্য বেস্ট মেন'স প্লেয়ার' অ্যাওয়ার্ড। ফিফার প্রতিটি সদস্য দেশের অধিনায়ক, কোচ এবং নির্বাচিত সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিদের ভোটে নির্বাচিত হয় সেরা। তাদের ভোট ৭৫ শতাংশ। বাকি ২৫ শতাংশ আসে দর্শকদের ভোটে। টানা দ্বিতীয়বারের মতো মহিলা ফুটবলে ফিফার বর্ষসেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হয়েছেন বার্সেলোনার স্প্যানিশ মিডফিল্ডার আইতানো বনমাতি। টানা দু'বার মেয়েদের ব্যালন ডি'অরও জিতেছেন তিনি। পুরুষ ফুটবলে বর্ষসেরা গোলের ফিফা পুসকাস অ্যাওয়ার্ড জিতেছেন ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের আলেহান্দ্রো গার্নাচো। ২০২৩ সালের নভেম্বরে এভারটনের বিপক্ষে প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচে দৃষ্টিনন্দন ওভারহেড কিক গোল করে পুরস্কারটি জিতেছেন ২০ বছর বয়সী আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ড। মেয়েদের ফুটবলে বছরের সেরা গোলের জন্য এবার থেকে কিংবদন্তি ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড মার্তার নামে পুরস্কার দেওয়া শুরু করেছে ফিফা। গত জুনে জাতীয় দলের হয়ে জামাইকার বিপক্ষে একজনকে কাটিয়ে বক্সের মুখ থেকে জোরাল শটে চমৎকার গোল করে নিজেই পুরস্কারটি জিতে নিয়েছেন মার্তা।

দল হারলেও বিশ্বরেকর্ড মন্ধানার

মুম্বই, ১৮ ডিসেম্বরঃ সিরিজ জেতার সুযোগ ছিল ভারতের মহিলা দলের কাছে। কিন্তু হয়নি। ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছে দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি হেরেছে ভারত। দল হারলেও রেকর্ড গড়েছেন স্মৃতি মন্ধানা। মহিলাদের আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে সর্বাধিক অর্ধশতরান করেছেন তিনি। দ্বিতীয় ম্যাচে ভারত হারলেও ব্যাট হাতে রান পেয়েছেন মন্ধানা। ৪১ বলে ৬২ রান করেছেন তিনি। এটি মন্ধানার ২৯তম অর্ধশতরান। টি-টোয়েন্টিতে এত বেশি অর্ধশতরান আর কারও নেই। এর আগে নিউ জিল্যান্ডের সুজি বেটসের সঙ্গে যৌথ ভাবে শীর্ষে ছিলেন মন্ধানা। দু'জনেরই ২৮টি অর্ধশতরান ছিল। বেটসকে টপকে গিয়েছেন মন্ধানা। ১৪৭তম টি-টোয়েন্টিতে এই কীর্তি করেছেন তিনি। তালিকায় তৃতীয় স্থানে রয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার বেথ মুনি। ২৩টি অর্ধশতরান করেছেন তিনি। ওয়েস্ট ইন্ডিজের স্তেফানি টেলর ২২টি ও নিউ জিল্যান্ডের সোফি ডিভাইন ২১টি অর্ধশতরান করে তালিকায় যথাক্রমে চতুর্থ ও পঞ্চম স্থানে রয়েছেন। হরমনপ্রীত কউরের চোট থাকায় দ্বিতীয় ম্যাচে ভারতের অধিনায়কত্ব করেন মন্ধানা। প্রথমে ব্যাট করে ২০ ওভারে ৯ উইকেট হারিয়ে ১৫৯ রান করে ভারত। ১৫.৪ ওভারে ১ উইকেট হারিয়ে সেই রান তাড়া করে নেয় ওয়েস্ট ইন্ডিজ। তাদের হয়ে ৪৭ বলে ৮৫ রান করেন হেইলি ম্যাথুজ। ৯ উইকেটে হারে ভারত।

আর দু ম্যাচে রান না করলে সরে দাঁড়াবেন রোহিতও! ভবিষ্যদ্বাণী গাভাসকরের

মুম্বই, ১৮ ডিসেম্বরঃ রবিচন্দ্রন অশ্বিনের আচমকা অবসর চমকে দিয়েছে বহু ভারতীয় ক্রিকেটভক্তকে। চমকের অবশ্য এখনও খানিকটা বাকি আছে। এবার নাকি টেস্ট ক্রিকেটে অধিনায়কত্ব ছাড়তে পারেন রোহিত শর্মাও। তেমনটাই মনে করছেন সুনীল গাভাসকর। তিনি বলছেন, আগামী দু ম্যাচে রান না পেলে রোহিতও অধিনায়কত্ব ছেড়ে দেবেন। আসলে গত দুই সিরিজে একেবারেই ভালো ফর্মে নেই রোহিত শর্মা। শেষ ১২ ইনিংসে তিনি ৫০ পেরিয়েছেন মাত্র একবার। শেষবার চলতি বছরের শুরুতে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্টে সেঞ্চুরি পেয়েছিলেন। নিউজিল্যান্ড সিরিজের ৩ ম্যাচে এবং অস্ট্রেলিয়া সিরিজের দুম্যাচে ব্যাট হাতে চূড়ান্ত ব্যর্থ ভারত অধিনায়ক। একই সঙ্গে অধিনায়ক হিসাবেও তাঁর রেকর্ড ক্রমেই খারাপ হচ্ছে। ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ড সিরিজে ৩-০ ব্যবধানে হারতে হয়েছে। আবার অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে যে ২ ম্যাচে তিনি অধিনায়কত্ব করেছেন সেই দুই ম্যাচের একটিতে টিম ইন্ডিয়া হেরেছে, আরেকটি বৃষ্টির দৌলতে ড্র হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই চাপ বাড়ছে ভারত অধিনায়কের উপর। সুনীল গাভাসকর মনে করছেন, রোহিতের উপর চাপ বাড়ছে। তবে নির্বাচকরা তাঁর উপর চাপ সৃষ্টি করার আগে রোহিত নিজেই সিদ্ধান্ত নিয়ে নেবেন। লিটল মাস্টার বলছেন, ''রোহিত আগামী দুটো ম্যাচ খেলার সুযোগ পাবে তাতে কোনও সংশয় নেই। তবে এই দুই ম্যাচের পরও যদি ও রান না পায়, তাহলে আমার মনে হয় ও নিজেই সিদ্ধান্ত নিয়ে নেবে।'' গাভাসকর বলছেন, ''রোহিত খুব বুদ্ধিমান ক্রিকেটার। ওর নিজস্ব বিবেচনা আছে। ও কোনওভাবেই দলের উপর বোঝা হতে চাইবে না। ও এমন একজন ক্রিকেটার যে ভারতীয় ক্রিকেটের কথা ভাবে।'' এরপরই গাভাসকরের ভবিষ্যদ্বাণী, ''আগামী দুম্যাচে যদি রান না পায়, আমার মনে হয় রোহিত অধিনায়কত্ব ছেড়ে দেবে।'' গাভাসকরের ভবিষ্যদ্বাণী সত্যি হলে বর্ডার-গাভাসকর ট্রফিই টেস্ট ক্রিকেটে রোহিতের শেষ সিরিজ হতে পারে। কারণ, অধিনায়কত্ব ছাড়লে শুধু ব্যাটার হিসাবে রোহিতকে নির্বাচকরা আদৌ ভাববেন কিনা, তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে।

ইউরোপের বিখ্যাত কোচেদের প্রশিক্ষণ পাবে উত্তর ২৪ পরগনার ১০০ খুদে ফুটবলার

দুরন্ত বার্তা, বারাসত, ১৮ ডিসেম্বরঃ ইউরোপের বিখ্যাত কোচেদের থেকে প্রশিক্ষণ পাবে উত্তর ২৪ পরগনার ১০০ খুদে প্রতিভাবান ফুটবলার। উদ্যোগ জেলা প্রশাসনের। ইতিমধ্যেই আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল, স্পেন, ফ্রান্স, জাপান সহ বেলজিয়ামের প্রাক্তন তারকা ফুটবলাদের সঙ্গে কথা বলাও শুরু করেছেন সভাধিপতি নারায়ণ গোস্বামী। দেশের ফুটবলের শহর কলকাতা, আর কলকাতার ময়দানের দাপুটে খেলোয়াড়দের মূল সাপ্লাই লাইন উত্তর ২৪ পরগনা। আগামীতে ইউরোপ, লাটিন আমেরিকার স্টেডিয়াম কাঁপাতে এই সাপ্লাই লাইন থেকে ১০০জনকে বাছাই করে আন্তর্জাতিক কোচ দিয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে জেলা প্রশাসন। ইতিমধ্যেই আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল, স্পেন, ফ্রান্স, জাপান-সহ বেলজিয়ামের প্রাক্তন তারকা ফুটবলাদের সঙ্গে কথা বলা শুরু করেছেন সভাধিপতি নারায়ণ গোস্বামী। সোমবার জেলার শিক্ষা স্ট্যান্ডিং কমিটিতে এই সংক্রান্ত বৈঠকও হয়ে গিয়েছে।

৯৬ দল নিয়ে নতুন নামে আসার প্রস্তাব সুপার লিগের

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

সুপার লিগের পরিকল্পনা করা প্রতিনিধিরা ফিফা ও উয়েফার কাছে তাঁদের প্রস্তাবিত প্রতিযোগিতাটির 'অফিশিয়াল স্বীকৃতি'র আবেদন জানিয়েছেন। ইউরোপের শীর্ষ আদালতের রায়ের ভিত্তিতে সুপার লিগ নাম পাল্টে প্রতিযোগিতাটির নাম 'ইউনিফাই লিগ' করার আবেদন করার কথা আজ জানিয়েছেন তাঁরা। মাদ্রিদভিত্তিক এ২২ স্পোর্টস ম্যানেজমেন্ট প্রতিষ্ঠান ফিফা ও উয়েফার কাছে এ প্রস্তাব পাঠিয়েছে। তার আগে বিভিন্ন লিগ, ক্লাব ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে আলোচনা করে বার্ষিক ঘরোয়া খেলায় পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে এ প্রতিযোগিতায় খেলার যোগ্যতা নির্ধারণের শর্তাবলিও পুনর্বিবেচনা করা হয়েছে। মোট ৯৬টি দলকে চারটি লিগে ভাগ করে সেপ্টেম্বর থেকে এপ্রিল পর্যন্ত প্রতিযোগিতাটি চালানোর প্রস্তাব জমা দেওয়া হয়েছে। নকআউট পর্বও আছে, যেটা শুরু হবে কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে। বিবৃতিতে এ২২ বলেছে, গত বছর ইউরোপিয়ান কোর্ট অব জাস্টিসের (ইসিজে) রায়ের অর্থ হলো, 'কোনো প্রতিযোগিতা, যেখানে খেলাটা অন্তর্ভুক্তিমূলক ও মেধাতান্ত্রিক এবং যেটা পুরো ম্যাচসূচির পঞ্জি মেনে চলে, সেটা আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করা যেতে পারে।' পরিকল্পনাকারীরা আরও বলেছেন, প্রস্তাবিত এই লিগের ম্যাচগুলো একটি স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে সরাসরি ফ্রি প্রচার করা হবে। এ২২-এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বার্নড রাইকার্ট বলেছেন, ''সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে আলোচনায় বেশ কিছু চ্যালেঞ্জ উঠে এসেছে। এর মধ্যে রয়েছে সমর্থকদের সাবস্ক্রিপশন

খরচ, খেলোয়াড়দের ঠাসা সূচি, মেয়েদের ফুটবলে অপর্যাপ্ত অর্থ বিনিয়োগ এবং ইউরোপিয়ান প্রতিযোগিতার ফরম্যাট ও পরিচালনা নিয়ে অসন্তোষ। এসব চ্যালেঞ্জকে সরাসরি মোকাবিলা করতেই আমাদের প্রস্তাবটি বানানো হয়েছে।' ২০২১ সালের শুরুতে ইউরোপের শীর্ষস্থানীয় ১২টি ক্লাব সুপার লিগের ঘোষণা দেয়, যা ইউরোপীয় ফুটবলের কর্তৃপক্ষ উয়েফা এবং সমর্থকদের বিরোধিতার মুখে পড়ে। এ প্রতিযোগিতায় যেসব ক্লাব ও খেলোয়াড় অংশ নেবে, তাদের নিষিদ্ধ করা হবে এবং বিশ্বকাপের মতো প্রতিযোগিতায় খেলতে পারবে না, এমন হুমকি দিয়েছিল উয়েফা। সুপার লিগ পরিকল্পনা প্রকাশের ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে ১২টি ক্লাবের ৯টিই এই লিগ থেকে সরে যাওয়ার ঘোষণা দেয়, এর মধ্যে ৬টিই ছিল ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ক্লাব। কিন্তু রিয়াল মাদ্রিদ ও বার্সেলোনা এ পরিকল্পনাকে সমর্থন করা থেকে সরে আসেনি। গত বছর ইসিজে রায় দেন, অভিজাত ক্লাবগুলোকে নিয়ে ইউরোপিয়ান ফুটবলে নতুন একটি লিগের যাত্রাকে রুদ্ধ করে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের (ইইউ) আইন ভেঙেছে উয়েফা। আদালতের লড়াইয়ে জেতার পর এই স্পোর্টস ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি ৬৪ দল নিয়ে নতুন একটি টুর্নামেন্টের মাধ্যমে উয়েফার সেরা প্রতিযোগিতা চ্যাম্পিয়নস লিগের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চেয়েছিল। কিন্তু এ পরিকল্পনা প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পাশাপাশি অবজ্ঞারও শিকার হয়। গত মে মাসে স্পেনের আদালত রায় দেন, সুপার লিগের বিরোধিতা করে ফিফা ও উয়েফা 'মুক্তি প্রতিযোগিতা প্রতিরোধ' করছে। কিন্তু উয়েফা দাবি করেছিল, তারা সুপার লিগকে স্পষ্টভাবে সমর্থন করেনি। উয়েফার পক্ষ থেকে তখন বলা হয়েছিল, 'রায়টি কোনো তৃতীয় পক্ষকে অনুমোদন ছাড়া প্রতিযোগিতা চালুর অধিকার দেয় না এবং ভবিষ্যতের কোনো প্রকল্প কিংবা বর্তমান কোনো প্রকল্পের পরিবর্তিত কোনো সংস্করণের বিষয়েও মাথা ঘামায় না।' উয়েফা তখন আরও জানিয়েছিল, ইইউর আইনের সঙ্গে সংগতি রাখতে নতুন বিধিমালা চালু করা হয়েছে।

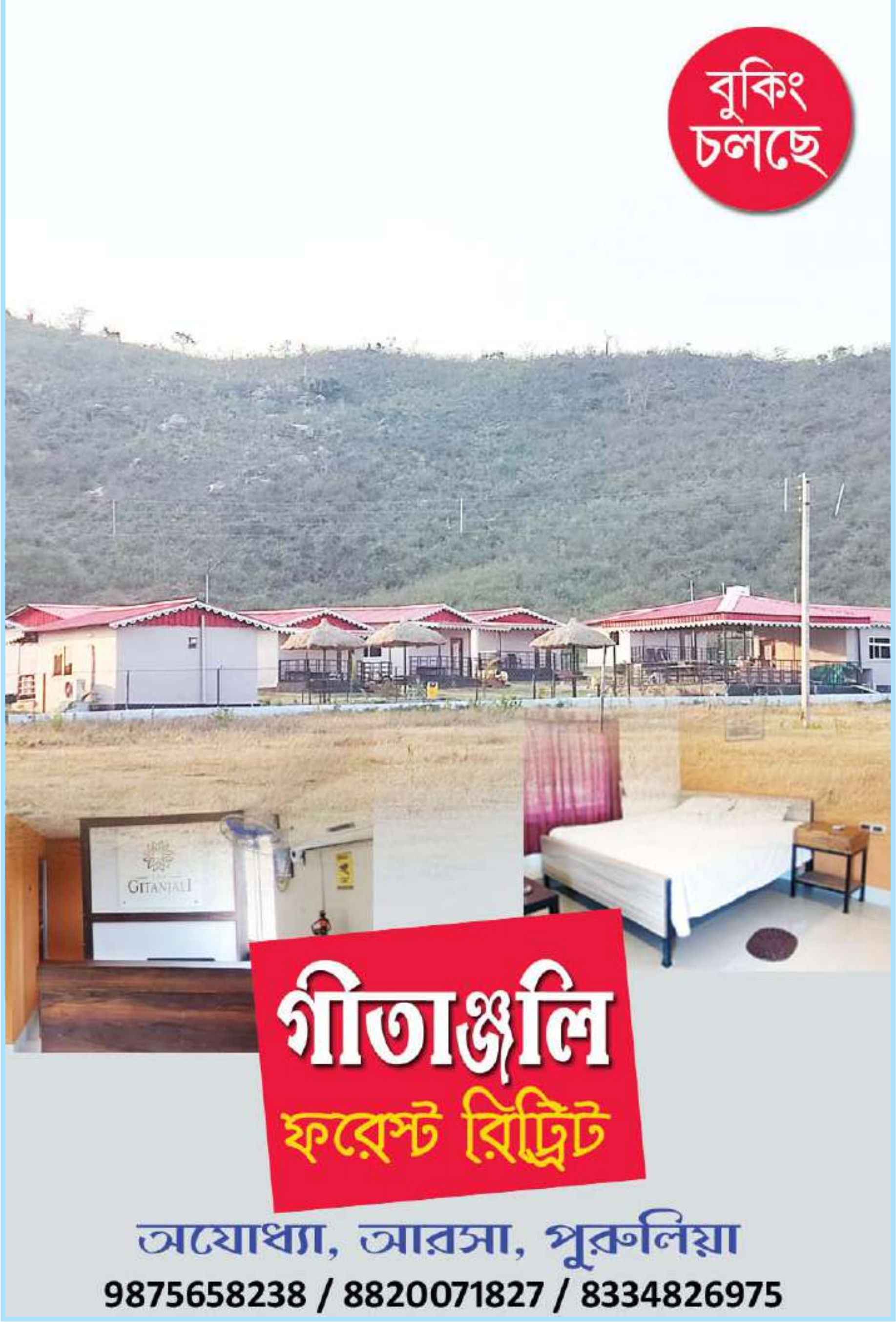

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com